CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20March, 2023 ■ আগরতলা ২০ মার্চ, ২০২৩ ইং ■ ৫ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রবিবার আগরতলায় বারুণীর স্নান করছেন পূণ্যার্থীরা। ছবি নিজস্ব।

আমানতকারীদের টাকা লুট হচ্ছে, জনমনে গভীর শংকা

ত্রিপুরার ৩ হ্যাকারকে কেরালার পুলিশ ধরল তেলিয়ামুড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ।। তিনজন কুখ্যাত ব্যাংক একাউন্ট হ্যাকারকে আটক করল পুলিশ। ঘটনার তেলিয়ামুড়ায়। সংবাদে জানা যায়, কেরালা রাজ্যের জৈনক্য মহিলার ব্যাংক একাউন্ট থেকে দুইটা ধাপে মোট ৫ লাখ ৫১হাজার টাকা হ্যাক করে তুলে নেওয়ার অভিযোগ তেলিয়ামুড়া থানাধীন কুঞ্জমুড়া এলাকার বাসিন্দা তথা সরকারি শিক্ষক সঞ্জিত জমাতিয়ার বিরুদ্ধে।

তার সাথে সহযোগিতা করে মুঙ্গিয়াকামী এলাকার সুরজ দেববর্মা এবং তেলিয়ামুড়া থানাধীন মিলিং মালা এলাকার বাসিন্দা কুমার জমাতিয়া। কেরলা রাজ্যের মহিলা স্থানীয় থানায় তার একাউন্ট থেকে ৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হ্যাক করার বিষয়টি জানায়। কেরালা পুলিশ মহিলার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালায়। তদন্ত সাপেক্ষে পুলিশ জানতে পারে মহিলার একাউন্ট থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমার মুঙ্গিয়াকামী এলাকার বাসিন্দা সুরজ দেববর্মা এবং তেলিয়ামুড়া থানাধীন মিলিং মালা এলাকার বাসিন্দা কুমার জমাতিয়ার একাউন্টে টাকাগুলি জমা পড়েছে।

সেই সূত্র ধরে কেরালা রাজ্যের পুলিশ তেলিয়ামুড়া থানার সহযোগিতায় মাস্টারমাইন্ড সঞ্জিত জমাতিয়া সহ দুই সহযোগী কুমার জমাতিয়া এবং সুরজ দেববর্মাকে শনিবার গভীর রাতে মুঙ্গিয়াকামী, মিলিং মালা এবং কুঞ্জমুড়া থেকে আটক করে। জানা গেছে সঞ্জিত দেববর্মা সাথে চুক্তি হয় সূরজ দেববর্মা এবং কুমার জমাতিয়ার দুজনকে দশ শতাংশ কমিশন দেওয়া হবে। আরো জানা গেছে মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে প্রায় ২৩ লক্ষ টাকা হ্যাক করে নেওয়া হয়েছে।

আরো জানা গেছে নাইজেরিয়ার কুখ্যাত ব্যাংক হ্যাকার এই কাজে জড়িত রয়েছে। রবিবার তিনজনকে খোয়াই আদালতে তোলা হয় এবং পাঁচদিন এর রিমান্ড এর আবেদন জানানো হয়। জানা গিয়েছে ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃতদের কেরালা নিয়ে যাওয়া হবে।

ব্যাঙ্ক একাউন্ট হ্যাক করে টাকা আত্মসাতে জড়িত তিনজন গ্রেপ্তার তেলিয়ামুড়ায়। ছবি নিজস্ব।

প্রসঙ্গত, ব্যাঙ্ক একাউন্ট হ্যাক করে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ প্রতিনিয়ত হচ্ছে। গ্রাহকদের সাথে নানা ভাবে প্রতারণার ঘটনাও ঘটছে। রাজ্যের বহু গ্রাহক প্রতারিত হয়েছে। যাদের কোন হদিশ এখনও ত্রিপুরার পুলিশ দিতে পারেনি। কিন্তু, সুদূর কেরালায় প্রতারিত মহিলার অভিযোগ মূলে কেরালার পুলিশ ত্রিপুরার পাহাড়ি জনপদের তিন জনকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এই ঘটনা রাজ্য পুলিশকে রীতিমতো চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ব্যর্থতার চিত্র।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বারুণী স্নান করলেন পূণ্যার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/ আগরতলা, ১৯ মার্চ।। প্রতি বছরের ন্যায় সাব্রুম পোস্ট অফিস সংলগ্ন আমতলী মাঠে শম্ভুনাথ শিব মন্দিরের পূজাকে কেন্দ্র করে এই বছরও মিলন মেলার আয়োজন করা হয়। এই মিলন মেলাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ বছর যাবত সাব্রুমের আমতলী ঘাটে ভারত-বাংলাদেশের ফেনীতে বারুনী স্নান উপলক্ষে দুই দেশের লোকজনরা একসাথে মিলন বন্ধন হয়ে এইদেশের লোকজন বাংলাদেশ যায় আবার বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের আমতলী শম্ভুনাথ শিব মন্দিরের মেলাতে জাতিভেদ নির্বিশেষে হাজার হাজার লোক সাব্রুমের এই মেলাতে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

দীর্ঘ বছরের বহু পুরানো এই মিলনমেলা তথা বারুনী স্নানকে কেন্দ্র করে সর্বশেষ ২০১৭ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুমের লোকজন এবং বাংলাদেশের লোকজনদের মধ্যে শেষবারের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্মীদের দলীয় অনুশাসন মেনে চলার পরামর্শ বিজেপি প্রদেশ সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। রবিবার আগরতলা রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে মুখ্যমন্ত্রী ড: মানিক সাহার উপস্থিতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠনের পর রবিবার আগরতলায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে দলের তরফ থেকে দলীয় কর্মকর্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা সহ সর্বস্তরের নেতা মন্ত্রী বিধায়ক সহ কার্যকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এদিন কার্যকর্তা সম্মাননা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য প্রত্যেক কার্যকর্তাকে সাংগঠনিক অনুশাসন মেনে চলার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেন অনুশাসন মেনে চললেই সংগঠন শক্তিশালী হবে। তিনি বলেন বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকর তারা যে ভূমিকা পালন করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয়। তবে বিধানসভায় জয়লাভ করে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চরম অব্যবস্থায় আমবাসায় অনুষ্ঠিত ধলাই জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হাতে গোণা কয়েকজন দর্শক নিয়ে রবিবার নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে আমবাসা টাউন হলে সম্পন্ন হল জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব।

এদিন ভারত সরকারের যুব কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে হয় জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা। উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও আসেন নি জেলা শাসক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ জেলার একঝাক শীর্ষ আমলারা। এই অনুষ্ঠানের জন্য আগরতলা থেকে দুরদর্শন ও অল ইন্ডিয়া রেডিও র সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও স্থানীয় সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিকরা। এদিক অনুষ্ঠান শুরুর এক ঘন্টা আগে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় দূর্ঘটনায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ।। লরি ও বাইকের সংঘর্ষে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনায় আহত চালক সহ তিন। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটে রবিবার সন্ধ্যা নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন বড়মুড়া পাহাড়ের খামতিং বাড়ি এলাকায়।

সংবাদে প্রকাশ, তেলিয়ামুড়া থানাধীন খামতিং বাড়ি এলাকায় আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কে একটি বাইক ও মালবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনাটি ঘটে। এই দুর্ঘটনায় আহত হয় বাইকে থাকা প্রতাপ দেববর্মা ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পহরমুড়ায় তিন দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। একই রাতে পহরমুড়ায় তিন দোকানে দুঃসাহসিক চুরি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার ব্যবসায়ী ও জনগণে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

শনিবার গভীর রাতে খোয়াইয়ের পহরমুড়া বাজারে দুই দোকানসহ একটি গোডাউনে দুঃ সাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। চোরের দল কাটার দিয়ে তিনটি দোকানেরই তালা কেটে ভেতরে প্রবেশ করে নিয়ে যায় কয়েক লক্ষ টাকার মালামাল। রোববার সকালে এই চুরির ঘটনা দোকান মালিকরা দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কমলপুরে তিন কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। অবৈধ নেশা বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিশাল সাফল্য পেল সীমান্তবর্তী মহকুমা কমলপুরের পুলিশ। তিন নেশা কারবারী সহ আটক তিন কোটি টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার। বাজেয়াপ্ত দু'’টি গাড়ি।

ঘটনা, গোপণ খবরের ভিত্তিতে শনিবার দিন ভর ২০৮ নং জাতীয় সড়কের কমলপুর থানার অধীন নানা জায়গায় তল্লাশি চালায় কমলপুর থানার পুলিশ। এর অঙ্গ হিসাবে শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ জাতীয় সড়কের শ্রীরামপুর নাকা চেকিংয়ে এসডিপিও সুমন মজুমদার, ওসি সঞ্জয় লস্কর, এস আই বিপি ডার্লং এবং এস আই সৌরভ ভট্টাচার্য্যের নেতৃ্ত্বে বিশাল পরিমাণ আধাসামরিক বাহিনী সহ টি আর ০১ এআর ১৭২৮ নম্বরের একটি আদা বোঝাই গাড়ি এবং একটি নম্বর বিহীন মারুতি নেক্সা আটক করে পুলিশ।

আদা বোঝাই গাড়িটিতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি গোপন চেম্বার দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তখন গাড়ি দু’’টি কে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গোপণ চেম্বার ভেঙে ২৪৪ টি সাবান রাখার বাক্সে মোট তিন কিলো ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। এই ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকেরা। এই ঘটনায় দু, টি গাড়িকে বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরা হল বক্সনগরের মাহাবুল আলম, জহর মিয়া এবং বিশালগড়ের পিকলু ভৌমিক। পুলিশের এই ধরণের অভিযান আগামীদিনেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

মানব পাচারের করিডোরে পরিণত বিলোনিয়া, আটক বাংলাদেশী মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ মার্চ।। মানব পাচার যেন কিছুতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না বিলোনিয়ার বিভিন্ন সীমান্তগুলি দিয়ে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে প্রতিনিয়ত চলছে মানুষ ওঠা নামার কাজ।

শনিবার রাতে গতকাল রাতে বিলোনিয়া থানাধীন মতাইয়ের জয়কাতপুর এলাকা থেকে বাংলাদেশি একজন মহিলা নাগরিককে আটক করে বিএসএফ এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সীমান্ত এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া থাকলেও কি করে এই ধরনের মানুষ উঠা নামার কাজ চলে তা নিয়ে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গতকাল রাতে বিলোনিয়া থানাধীন মতাইয়ের জয়কাতপুর এলাকা থেকে স্থানীয় কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন যুবক বাংলাদেশি একজন মহিলা নাগরিককে আটক করে বিএসএফ এবং পুলিশের হাতে তুলে দেয়। জানা যায় মতাই এর কোন একটি জায়গা দিয়ে তারকাটার বেড়া টপকে সীমান্ত পার হওয়ার জন্য যাচ্ছিল বাংলাদেশী এই যুবতী। বেশ কিছু লাগেজ নিয়ে ফাড়ি পথ ধরে রাতে সীমান্তের দিকে যেতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় তাকে আটক করা হয়। ধৃত বাংলাদেশি ওই যুবতীর নাম আরজিনা লিমা।

সে জানায় দিল্লি থেকে আজকে বিমানে করে সে আগরতলা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে নিজ বাড়ি বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য এখানে আসে। যদিও কি কাজ করতো সে বিষয়ে পরিষ্কার নয়। বাড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারত জোড়োয় মহিলাদের যৌন হেনস্থা নিয়ে মন্তব্য

রাহুল গান্ধীর বাড়িতে পুলিশ

নয়াদিল্লী, ১৯ মার্চ।। রবিবার সকাল ১০টায় দিল্লিতে ১২, তুঘলক রোডে রাহুলের বাড়িতে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের একটি দল। সেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষ কমিশনার (আইনশৃঙ্খলা) সাগরপ্রীত হুদা। তাঁর বাড়িতে দিল্লি পুলিশের অভিযানকে ‘অভূতপূর্ব’ বলে বর্ণনা করলেন রাহুল গান্ধী। একই সঙ্গে অমিত শাহের অধীনস্থ পুলিশের কাছে কংগ্রেস সাংসদের প্রশ্ন, আদানিকাণ্ডে সংসদের ভিতর এবং বাইরে যে ভাবে তিনি সরব হয়েছিলেন, তারই কি ‘বদলা’ এই অভিযান?

গত বছরের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ কর্মসূচি শুরু করেছিলেন রাহুল। সেই পদযাত্রা শেষ হয় গত ৩০ জানুয়ারি। শ্রীনগরে এই কর্মসূচিতেই রাহুল বলেছিলেন, “শুনেছি, মহিলারা এখনও যৌন হেনস্থার শিকার হচ্ছেন।” কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতির এই মন্তব্যের ভিত্তিতেই রবিবার সকাল ১০টায় দিল্লিতে ১২, তুঘলক রোডে রাহুলের বাড়িতে গিয়েছিল দিল্লি পুলিশের একটি দল। সেই দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশেষ কমিশনার (আইনশৃঙ্খলা) সাগরপ্রীত হুদা। পুলিশের দাবি, নারী নির্যাতনের অভিযোগ গুরুতর। তাই কোনও নির্যাতিতার সম্পর্কে রাহুলের কাছে তথ্য থাকলে তা জানান তিনি। সে ক্ষেত্রে নির্যাতিতাদের নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং তদন্ত শুরু করা হবে। সেই তথ্য জোগাড় করতেই রাহুলের বাড়িতে রবিবার যায় পুলিশের দল। সূত্রের খবর, সকাল ১০টায় সেখানে গেলেও তার ২ ঘণ্টা পর রাহুলের সাক্ষাৎ পান পুলিশ কর্মীরা। পরে দুপুর ১টা নাগাদ সেখান থেকে চলে যান তাঁরা। রাহুলের বাড়িতে দিল্লি পুলিশ যাওয়ার খবর ঘিরে রবিবাসরীয় রাজধানীতে শোরগোল পড়ে যায়। ‘ভারত জোড়ো যাত্রা’ শেষ হয়েছে ৩০ জানুয়ারি। এত দিন পর কেন এই পদক্ষেপ, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস।

এই নিয়ে রাজনৈতিক টানাপড়েনের মধ্যেই দিল্লি পুলিশের নোটিসের ভিত্তিতে ৪ পাতার প্রাথমিক জবাব পাঠিয়েছেন সনিয়া-পুত্র। ১০টি পয়েন্টে পুলিশকে জবাব দিয়েছেন রাহুল। পুলিশের এই পদক্ষেপকে ‘অভূতপূর্ব’ বলে বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে আদানিকাণ্ডে সরব হওয়ার কারণেই এই পদক্ষেপ করা হল কি না, এই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাংসদ। কেন্দ্রের শাসকদল কিংবা অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নিয়ে এ ভাবে তথ্য যাচাইয়ের ঘটনা আর ঘটেছে কি না সেই নিয়েও সরব হয়েছেন রাহুল। তাঁর মন্তব্যের ভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ১৫৮ ▫২০ মার্চ ২০২৩ইং ▫৫ চৈত্র ▫সোমবার ▫১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বিচারব্যবস্থাকে প্রভাব মুক্ত করিতে হইবে

বাইরের প্রভাব থেকে বিচারব্যবস্থাকে মুক্ত করিতে হইবে", বিতর্কের মাঝে মুখ খুলিলেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়। কোনও ব্যবস্থাই নিখুঁত নয়, যাহা হাতের কাছে রহিয়াছে সেটাই সেরা। এমনটাই মন্তব্য করিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। কলেজিয়াম ব্যবস্থা যেভাবে বিচারক-বিচারপতিদের নিয়োগ করে তাহা নিয়া বলিতে গিয়াই নিজের মত দিয়াছেন তিনি। এই বিষয়টি বেশ কিছুদিন ধরিয়াই সরকার ও বিচারব্যবস্থার মাঝে বিরোধের উৎসেচকের কাজ করিতেছেছে।একইসঙ্গে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় মনে করাইয়া দিয়াছেন যে, বিচারব্যবস্থার স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিতে হইলে বাইরের প্রভাব থেকে তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। প্রধান বিচারপতি বলিয়াছেন, কোনও ব্যবস্থাই নিখুঁত নয়, তবে এটাই সেরা ব্যবস্থা আমাদের কাছে। ফলে বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা বজায় রাখিতে তাহাকে বাইরের প্রভাব থেকে রক্ষা করিতে হইবে।বর্তমানে বিভিন্ন কারণে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। কারণ জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রগুলি ব্যক্তি বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উপর প্রতিনিয়ত হস্তক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে। সরকারি হস্তক্ষেপের কারণে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানগুলি আজ অসহায় হইয়া পড়িয়াছে। এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার জন্য নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।হাইকোর্টের বিচারপতিরা যাহাতে স্বাধীন এবং নিরপেক্ষভাবে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিতে পারেন, সেইজন্য সংবিধানে তাহাদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য অধ্যাপক বেকন, গার্নার, ল্যাস্কি, অ্যালান বল প্রমুখ তাত্ত্বিকবৃন্দ কতকগুলি বিষয়ের সুপারিশ করিয়াছেন। এইসকল সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযগ্যে হইল ,বিচারকের সুষ্ঠু নিয়গে পদ্ধতি, সুনির্দিষ্ট যগ্যেতা, কার্যকালের স্থায়িত্ব, উপযুক্ত বেতন ও ভাতা, অপসারণের ব্যবস্থা, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ।বিশ্বের অধিকাংশ দেশে বিচারপতিরা শাসন বিভাগ কর্তৃক নিয়গেপত্র পান। যাইহাকে, বিচারপতি নিয়গের সুষ্ঠু নিয়গে পদ্ধতি না থাকিলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইতে পারে। বিচারকদের যোগ্যতার নির্দিষ্ট মাপকাঠির উপর তাহাদের স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভরশীল।কোনো অযগ্যে ব্যক্তি বা রাজনৈতিক মদতপুষ্ট কোনো ব্যক্তি বিচারক পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। যদি তিনি নিযুক্ত হন তাহা হইলে বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা ভূলুণ্ঠিত হইতে পারে।

পরিশেষে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কারো কোনো দ্বিমত নাই, তবে মাত্রাতিরিক্ত সামাজিক পারিবারিক ঐতিহ্য, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক চেতনা ও শ্রেণিচেতনা বিপদ সৃষ্টি করিতে পারে। সর্বোপরি শাসকদলের আশীর্বাদমুক্ত হইয়া কীভাবে তাহারা ন্যায়বিচার সম্পন্ন করিবেন সেই বিষয়টিও বিচারপতিদের কপালে চিন্তার ভাজ সৃষ্টি করিয়াছে।

বালুরঘাট স্টেশনের কাজ পরিদর্শন করলেন উত্তর পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম

বালুরঘাট, ১৯ মার্চ (হি.স.) : রবিবার বালুরঘাট স্টেশনে দ্যুতিকরণের কাজ পরিদর্শন করলেন উত্তর পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম শুভেন্দু কুমার চৌধুরী। বালুরঘাট স্টেশনের বৈদ্যুতিকরণের কাজ প্রায় শেষের দিকে। যা দেখে ডিআরএম বলেন, আগামী এপ্রিলে বালুরঘাট রেলস্টেশন থেকে চলবে ইলেক্ট্রিক ট্রেন।

রবিবার বালুরঘাট স্টেশনে কাজ পরিদর্শনে এসে এমনটাই জানালেন উত্তর পূর্ব রেলের কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম শুভেন্দু কুমার চৌধুরী। এদিকে, মার্চের মধ্যেই বালুরঘাট স্টেশনে পিট লাইনের কাজ শেষ হওয়ার কথা। তবে কাজের গতি খুবই কম থাকায় ক্ষুব্ধ ডিআরএম। তাই দ্রুত সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে কাজ শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে রেলমন্ত্রক। অন্যদিকে, হিলি-বালুরঘাট রেল প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণও দেরিতে হওয়ায় জেলার পূর্ত দপ্তরের ঢিলেমিকেই দায়ী করেছে রেলমন্ত্রক।

ডিআরএম শুভেন্দু কুমার চৌধুরী বলেন, 'এই মাসেই বৈদ্যুতিকরণের কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু সেই কাজ এখনও হয়নি। তাড়াতাড়ি সেই কাজ শেষ করার চেষ্টা করছি আমরা। আশা করছি, আগামী এপ্রিলের মধ্যেই সেই কাজ শেষ হবে। পাশাপাশি এপ্রিল থেকে ইলেক্ট্রিক ট্রেন চলবে।'

নাগরাকাটায় প্রবল বৃষ্টিতে গাছে ধাক্কা গাড়ির, মৃত দুই

নাগরাকাটা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুজনের। রবিবার প্রবল বৃষ্টির মধ্যে নাগরাকাটার উপকণ্ঠে খুনিয়া মোড়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারলে আহত হন আরও একজন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন মনপ্রীত সিং এবং চরণদীপ সিং। যুবতীর মনপ্রীত সিংয়ের বোন হরমিত কৌর। জানা গিয়েছে, প্রবল বৃষ্টির মধ্যে খুনিয়া মোড়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই দুজনের মৃত্যু হয়। পেছনে বসা যুবতী গুরুতর আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ পৌঁছে গাড়ির ভেতর থেকে মৃত অবস্থাতেই দুজনকে উদ্ধার করে। আহত যুবতীকে উদ্ধার করে মালবাজার মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখান থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। মৃত ও জখম প্রত্যেকেরই বাড়িই বীরপাড়ায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অমর্ত্য সেনকে উচ্ছেদের নোটিস, "প্রতীচী'র ঠিকানায় পৌঁছল বিশ্বভারতীর চিঠি

শান্তিনিকেতন, ১৯ মার্চ (হি.স.) : এবার বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে ধরালেন উচ্ছেদের নোটিস। রবিবারই অমতর্ত্যের শান্তিনিকতনের 'প্রতীচী'র ঠিকানায় পৌঁছে গিয়েছে উচ্ছেদের চিঠি। চিঠিতে বলা হয়েছে আগামী ২৯ মার্চ অমর্ত্য সেন অথবা তাঁর কোনও প্রতিনিধি যেন বিশ্বভারতীর সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন বিল্ডিংয়ের কনফারেন্স হলে উপস্থিত থাকেন। সেখানেই ওই 'বিতর্কিত' ১৩ ডেসিমেল জমি নিয়ে শুনানি হবে।বিশ্বভারতীর দাবি, নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেন বিশ্বভারতীর ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করে রেখেছেন। এই জমি বিবাদ দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি অর্থনীতিবিদ যখন শান্তিনিকেতনে ছিলেন, সে সময়ই তাঁকে একটি চিঠি পাঠিয়ে অতি শীঘ্র ১৩ ডেসিমেল জমি বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেরত দিতে বলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। সেই সময় থেকেই শুরু হয় বিতর্ক। যদিও অমর্ত্য সেনের পাল্টা দাবি, ওই বাড়ির জমির একটা অংশ বিশ্বভারতীর থেকে লিজ নেওয়া, কিছুটা জমি কেনা। এখন মিথ্যে কথা বলছেন কর্তৃপক্ষ। পরবর্তীতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অমর্তের বাড়ি গিয়ে অর্থনীতিবিদের হাতে জমির মাপজোক সংক্রান্ত কাগজপত্র তুলে দেন।কিছুদিন আগে তাঁর বাবা আশুতোষ সেনের পরিবর্তে নিজের নামে জমির লিজ হোল্ডার হিসাবে নথিভুক্ত করার জন্য আবেদন করেছিলেন অমর্ত সেন। বোলপুর ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরে তার শুনানি ছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন অমর্ত্য সেনের এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনজীবীরা। কিন্তু দীর্ঘ সওয়াল জবাবের পরেও তার মীমাংসা হয়নি।

বাংলার প্রাচীন বিস্মৃত জনপদঃ সমতট

স্বদেশ মিত্র

"আমারও আবাস জেনো
লোহিতাভ মৃত্তিকার দেশে
পূর্ব পুরুষেরা ছিলো পাট্টীকেরা
পুরীর গৌরব, রাক্ষসী গুল্মের
ঢেউ সবকিছু গ্রাস করে এসে
ঝিঁঝির চিৎকারে বাজে
অমিতাভ গৌতমের স্তব।"
(কবি আল মাহমুদ, সোনালী কাবিন)

বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা বলে স্বীকৃত গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের প্রায় ছিয়াশি বছর পূর্বে মেঘনা নদীর পূর্ব অববাহিকা অঞ্চলে গুপ্ত বংশীয় বাঙালি নৃপতি শ্রী বৈন্যগুপ্ত ৫০৭ খ্রিস্টাব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য সূচক "পরমভট্টারক পাদানুধ্যায়ী" উপাধি পরিহার করে নিজেকে ভগবান মহাদেবের পাদানুধ্যায়ী বলে পরিচয় দেন। ইতিহাসের বিস্মৃত কালখণ্ডে এটাই ছিল কোন বাঙালি নৃপতির সর্বপ্রথম স্বাতন্ত্র্যের ঘোষণা। যদিও সমতটের ইতিহাস নিয়ে চর্চার অভাবে মহারাজা শ্রী বৈন্যগুপ্তের গুপ্তসাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হওয়ার এই সাংকেতিক ঘোষণা অস্বীকৃতই থেকে গেছে।

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতটের উল্লেখ ঃ -প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অন্বেশণে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের প্রয়াগ প্রশস্তি সর্বজন মহলে সমাদৃত। সমুদ্রপগুপ্তের সভাকবি হরিসেন রচিত এই প্রশস্তিতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে - "সম্রাট সমুদ্রগুপ্তপর প্রচণ্ড শাসন সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত জনপদের নৃপতিদের এবং মালব, অর্জুনায়ন, যৌধেয়, মাদ্রক, আভীর, প্রার্জুন, সনকানীক, কাক, খরপরিক ইত্যাদি জনগোষ্ঠীদের করপ্রদান, আজ্ঞা অনুপালন, এবং আনুগত্য প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজসমীপে আগমনে বাধ্য করেছিল।" এই প্রশস্তির ২২ ও ২৩ নং শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে - "সমতট ডবাক কামরূপ নেপাল কর্ত্তৃপুরাদি প্রত্যন্তপতি ভির্ম্মালবার্জ্জুনায়ন যৌধেয় মাদ্রকাভীর প্রার্জুন সনকানীক কাক খরপরিকাদিভিশ্চ সর্ব্বকরদানাজ্ঞাকরণ প্রণামাগমন পরিতোষিত প্রচণ্ড শাসনস্য।।২২।।

এবং "অনেক ভ্রষ্টরাজ্যোৎসন্ন রাজবংশ প্রতিষ্ঠাপনোদ্ভূত নিখিলভুবন বিচরণ শ্রান্তযশসঃ ।।২৩।।"

অর্থাৎ, "সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের খ্যাতি অনেক নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার ও উৎসন্ন রাজবংশ সমূহের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য নিখিলভুবন পরিভ্রমণ করে নিজেকে ক্লান্ত করেছে।"

সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগ প্রশস্তির এই শ্লোক সমূহ থেকে আমরা প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির অবস্থান সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাই। গুপ্ত সম্রাটের দিগ্বিজয় সম্পর্কে উনার সভাকবি লিখেছেন - "কৌসলক মহেন্দ্র মহাকান্তারক ব্যাপরাজ কৌরালক মন্টরাজ পৈষ্টপুরক মহেন্দ্রগিরি কৌট্টুরক স্বামীদন্তৈরণ্ডপল্লক দমন কঞ্চেয়ক বিষোপাবমুক্তক নীলরাজ বৈলেয়ক হস্তির্ব পালককোগ্রসেন

দৈবরাষ্ট্রক কুবের কৌস্থলপুরক ধনঞ্জয় প্রভৃতি সর্বদক্ষিণাপথ রাজ গ্রহণমোক্ষানুগ্রহ জনিত প্রতাপোনশ্র মহাভাগ্যস্য।। ১৯-২০।।"

অর্থাৎ, সম্রাট সমুদ্রপুপ্তের বীরত্বব্যঞ্জিত মহানুভবতা দক্ষিণাপথের রাজাদের প্রথমে বন্দী করে তারপর মুক্তিপ্রদানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। এখানে আমরা কোশল রাজ্যের মহেন্দ্র, মহাকান্তারের ব্যাপরাজ, কুরলের মন্টরাজ, পিষ্টপুরের রাজা মহেন্দ্রগিরি, কোট্টুরের রাজা স্বামীদত্ত, এরণ্ডপল্ল রাজ্যের রাজা দমন, কাঞ্চী রাজ্যের রাজা বিষ্ণুগোপ, অবমুক্ত রাজ্যের নীলরাজ, বেঙ্গার রাজা হস্তীবর্মণ, পাল্লকের রাজা উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের রাজা কুবের, এবং কুস্থলপুরের রাজা ধনঞ্জয়ের উল্লেখ পাই।

সম্রাট সমুদ্রপপ্ত দাক্ষিণাত্যের এই সকল রাজাদের পরাস্ত করলেও এঁদের রাজ্য সরাসরি নিজ সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত না করে এই রাজ্যগুলিকে করদ রাজ্যে পরিণত করে এ সমস্ত রাজাদের মুক্তি দেন। দক্ষিণ ভারতের নৃপতিগণ গুপ্ত সম্রাটের অধীনস্থ হলেও প্রাণে বেঁচে যান; কিন্তু আর্যাবর্তের নৃপতিদের ক্ষেত্রে সমুদপ্তের দিগ্বিজয় অভিযানের ফল কিন্তু সুখকর হয়নি।

এর উল্লেখ আমরা পরবর্তী শ্লোকেই দেখতে পাই - "রুদ্রদেব মতিল নাগদত্ত চন্দ্রবর্ম গণপতিনাগ নাগসেন অদ্যুতনন্দি বলর্ম্মদ্যনেকার্যার্ত্তবাজ প্রসভোদ্ধরণোদ্বৃত্ত প্রভাবমহতঃ পরিচারকীকৃত সর্ব্বাটবিক রাজস্য।। ২১।।"

অর্থাৎ, আর্যাবর্তের রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্মণ, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুতনন্দিন, বলবর্ম্মণ প্রমুখ রাজাদের প্রবল সংগ্রামে উৎখাত করে সম্রাট সমুদ্রপপ্ত উনার পরাক্রমের খ্যাতি সুবিস্তৃত করেছিলেন এবং সমস্ত অরণ্যচারী গোষ্ঠীপতিগণ সম্রাটের দাসত্ব স্বীকার করেছিল।

এখানে উল্লেখ্য যে দক্ষিণাবর্তে পরাজিত নৃপতিদের মুক্তিদানের কথা উল্লেখ থাকলেও আর্যাবর্তে সকল প্রমুখ রাজাদের উৎখাত করে সমগ্র আর্ধাবর্তকে একচ্ছত্র গুপ্ত শাসনের অঙ্গীভূত করা হয়েছিল।

আর্যাবর্তের পরাজিত নৃপতিদের ভাগ্য সম্পর্কে ইতিহাস নীরব। প্রসভোদ্ধরণোদত্ত শব্দটি দিয়ে বোঝায় যুদ্ধে বলপূর্বক উৎখাত করা বা সংহার করা" (To exterminate forcefully)। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে প্রাণনাশের উল্লেখ না থাকলেও কোন অবস্থাতেই যে আর্যাবর্তের পরাজিত নৃপতিদের দক্ষিণাপথের নৃপতিদের মত মুক্তি প্রদান বা করদ রাজ্যে পরিণত করা হয়নি তা নিশ্চিত। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে "বঙ্গ" শব্দের উল্লেখ নেই। তাই আমরা বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাসের অন্বেষণে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত করব এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক উপাদানের দিকে।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের পর উনার পুত্র দ্বিতীয় চন্দুপ্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। ভারতীয় জনমানসে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ত "বিক্রমাদিত্য" নামে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁর শাসনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ বলে চিহ্নিত হয়েছে। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভা যে নবরত্বের দ্বারা অলংকৃত হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম হলেন মহাকবি কালিদাস।

কালিদাসের মহান সৃষ্টি "রঘুবংশম" কাব্যটি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অন্বেষণে এক অন্যতম প্রামাণ্য উপাদান।

কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যে বঙ্গীয় নৌযোদ্ধাদের উল্লেখ ঃ- রঘুবংশম্ কাব্যের চরিত্রসমূহ বাল্মিকী রামায়ণ থেকে নেওয়া। মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রামচন্দ্র রঘুকুলসম্ভব। সুর্যবংশী রাজা দিলীপের পুত্র রঘু শ্রীরামচন্দ্রের প্রপিতামহ। মূলতঃ রাজা দিলীপ হতে রাজা অগ্নিবর্ণ পর্যন্ত সূর্যবংশী রাজাদের বংশাবলী ও কীর্তিকাহিনী এর উপজীব্য হলেও কালিদাস এই কাব্যে উনার সমসাময়িক কালখণ্ডের ইতিহাসের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। ঐতিহাসিকদের বিবেচনা মতে কালিদাস রঘুবংশম্ কাব্যের চতুর্থ সর্গে রঘুর দিপিজয়ের যে বিবরণ প্রদান করেছেন তা বাস্তবে বিক্রমাদিত্যের পিতা গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিজয়াভিযান হতে অনুপ্রাণিত। মহাকবি কালিদাস উনার প্রাণবন্ত লেখনীর স্পর্শে পৌরাণিক রঘু চরিত্রের উপর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সমুদ্রগুপ্তের চরিত্র আরোপিত করেছেন। আর এভাবে সমুদ্রগুপ্তকে রঘুর ন্যায় দেবত্বে উত্তীর্ণ করেছেন। তাই গুপ্তকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনায় এই কাব্যের চতুর্থ সর্গের রঘু দিখিজয়ের কাহিনী অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রাসজিক।

অবশ্য একথাও আমাদের স্মরণে রাখতে হবে যে কালিদাস তাঁর কল্পনায় শুধুমাত্র সমুদ্রগুপর দিগ্বিজয়কেই বর্ণিত করেননি; এর সাথে উনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক সম্রাট দ্বিতীয় চন্দরপগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের বিজয়াভিযান থেকেও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে মহাকবির এই উক্তিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য "মন্দোৎকণ্ঠাঃ কৃতাস্তেন গুণাধিকতয়া গুরৌ। ফলেন সহকারস্য পুষ্পোগম ইব প্রজা।৪.৯।।"

অর্থাৎ "মুকুলিত আম্রবৃক্ষের চেয়ে ফলপূর্ণ আম্রবৃক্ষের প্রতি যেমন মানুষের আগ্রহ বেশি হয়, পিতা দিলীপের তুলনায় অধিকতর গুণের কারণে পুত্র রঘুর প্রতি প্রজাগণের ঔৎসুক্য দিলীপকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল"।

এই শ্লোকটিকে আমরা কালিদাসের কবি মনে পিতা সমুদ্রগুপ্তের চেয়ে পুত্র চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অধিক সমীহ পোষণের প্রতিফলন হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। প্র্যান বঙ্গের অবস্থান নির্ণয়ের ব্যাপারে রঘু বংশম্ এর এই স্লোকসমূহ অত্যন্ত তাৎপর্য্যবাহী - "স যযৌ প্রথমং প্রাচীং তুল্যঃ প্রাচীনবর্হিষা। অহিতাননিলোদ্ধুতৈস্তর্জন্নিব কেতুভি ঃ।৪.২৮।।"

অর্থাৎ "দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে তুলনীয় রঘু নিজের বিজয়কেতন উড়িয়ে প্রাচ্য অভিযুখে শত্রুদমনে যাত্রা করলেন"।

"পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তাঞ্জনপদাশ্রয়ী। প্রাপ তালীবন শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ। ৪.৩৪।।'

অর্থাৎ "এইভাবে দিগ্বিজয়ী রঘু প্রাচ্য অভিযানে একের পর এক জনপদ আক্রমণ ও বিজয় করতে করতে তালবনে সুসজ্জিত সমুদ্রের উপকণ্ঠে সমাগত হলেন"।

"অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তস্তস্মাৎ সিন্ধুরয়াদিব। আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈ বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্।৪.৩৫।।"

"অবাধ্য রাজাদের উৎখাতকারী রঘুর সামনে আত্মসমর্পণ করে সুম্ম জনপদের রাজারা নিজেদের প্রাণরক্ষা করলেন, ঠিক যেমন বেতসলতা প্রবল প্রোতবতী নদীর প্রবাহের অনুকূলে মাথা নত করে নিজেকে রক্ষা করে।"

ইতিহাসের মর্ম উপলব্ধি করতে হলে ভূগোলের কিঞ্চিত চর্চা আবশ্যক। বর্তমানে আমরা যে গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্চল দেখি সেটা অপেক্ষাকৃত নবীন। সম্ভবতঃ সমুদ্রগুপর বা কিংবদন্তী রঘুর দিগ্বিজয় যাত্রার সময়ে এই অঞ্চল অপেক্ষাকৃত প্লাবিত ছিল। আর সুহ্মদেশ অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ় ছিল প্রাশের শেষ ভূখণ্ড। এই সুহ্মদেশের রাজধানী ছিল তাম্রলিপ্ত, যার পূর্বভাগে বিস্তৃত ছিল গঙ্গার নিম্নপ্রবাহে প্লাবিত বিস্তীর্ণ অঞ্চল। যে অঞ্চলকে মহাকবি কালিদাস "মহোদধী" বলে উল্লেখ করেছেন। মহোদধী অর্থে বিশাল জলের ভাণ্ডার বোঝায়, যা গঙ্গার মোহনাকে নির্দেশ করে।

মহাকাব্যের নায়ক রঘু এই মহোদধী পার করেননি। পরবর্তী স্লোকে আমরা দেখতে পাই - "বঙ্গানুৎখ্যায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান্।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোন্তরেষু সঃ।৪.৩৬।।"

অর্থাৎ "বঙ্গজাতির যোদ্ধারা নৌবহর নিয়ে যুদ্ধ করতে এলে মহাবীর রঘু বঙ্গীয় নৌযোদ্ধাদের পরাজিত করেন এবং গঙ্গার নদীমধ্যস্থ তীরে নিজ বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন"।

এই শ্লোকের মাধ্যমে এটা প্রকট হয় যে সুহ্মদেশবাসীদের বদলে গাঙ্গেয় বদপের প্লাবিত অঞ্চলের পূর্ব তীরবর্তী কোনো স্থানের নৌসাধনায় তৎপর যোদ্ধা জাতিকেই মহাকবি কালিদাস বঙ্গজাতি বলে চিহ্নিত করেছেন।

এর পরের শ্লোকে বলা হয়েছে -

"আপাদপদ্মপ্রেণতাঃ কলমা ইব
তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্ধয়ামাসুরুৎখাত
প্রতিরোপিতা।৪.৩৭।।"

অর্থাৎ "ঠিক যেমন একটি বৃক্ষের শাখাকে প্রথমে উৎখাত করে পড়ে কলম বানিয়ে রোপণ করা হয়, যাতে সেই নবীন বৃক্ষ অধিক ফলবান হয়, তেমনি রঘুর পাদপনে শ্রদ্ধাভরে প্রণত বঙ্গীয় রাজাদের অধিক সমৃদ্ধশালী হওয়ার আশির্বাদস্বরূপ পুনঃ স্থাপন করলেন"।

"স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধ
দ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ
কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ।৪.৩৮।।"

গঙ্গার বক্ষস্থিত দ্বীপে জয়স্তম্ভ স্থাপনের পর, "রঘু কপিশা নদীর উপর সারিবদ্ধভাবে হস্তী নিবদ্ধ করে সৈন্যসহ নদী অতিক্রম করেন এবং উৎকলরাজের দেখানো পথ ধরে কলিঙ্গ বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন"।

এই কপিশা নদীর অবস্থান নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য। বর্তমানে দক্ষিণ রাটের গাঙ্গেয় বদ্বীপ অঞ্জলের প্রান্তভাগে কপিল মুনির আশ্রম ও গঙ্গাসাগর তীর্থ বলে চিহ্নিত একটি স্থান আছে। অনুমান করা যায়, মহর্ষি কপিলের সাধনক্ষেত্র হিসেবে বর্ণিত এই সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলের কাছাকাছি কপিল মুনির নামাঙ্কিত কপিশা নদী অবস্থিত থাকতে পারে।

বাঁকুড়াকেও বঙ্গ বলা হয়নিঃ- সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির ২১তম শ্লোকে আর্যাবর্তের যে সমস্ত রাজন্যবর্পকে বলপূর্বক উৎখাতের কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে একজনের নাম চন্দ্রবসরণ।

দক্ষিণাপথের বিবরণীর ন্যায় আর্ধাবর্তের নৃপতিদের নামের পাশে তাঁদের রাজ্যের নামের উল্লেখ নেই। তবে এঁতিহাসিকদের মতে চন্দ্রবর্মণের রাজ্য ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাঁকুড়া জেলায়। বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে চন্দ্রবর্মণের নামের উল্লেখ আছে। শ্রী নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাঁকুড়া শহরের ১২ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত শুশুনিয়া পাহাড়ে এটি আবিষ্কার করেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পত্রিকায় (III,p.268) প্রথম প্রকাশ করেন। শিলালিপিটি এইরূপ -

"পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজ
শ্রীসিংহবর্ন্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজ শ্রী চন্দ্রবর্ম্মণ ঃ কৃতিঃ।
চক্রস্বামিনঃ দোসগ্রণতিসৃষ্টিঃ।।"

বাঁকুড়া অঞ্চলের মহারাজা শ্রী চন্দ্রবর্মণ নিজ শিলালিপিতে নিজের রাজ্যের নাম "পুষ্করণ" বলেছেন আর প্রয়াগ প্রশস্তি অনুযায়ী আর্যাবর্তের রাজা চন্দ্রবর্মণ সমুদ্রগুপ্ত কক উৎখাত হন। অন্যদিকে মহাকবি কালিদাসের রচনায় বঙ্গের নৌপটু নৃপতি পুনরাভিষিক্ত হন। তাই, সুমর ন্যায় পুষ্করণ রাজ্যও যে বঙ্গ বলে পরিচিত ছিল না, বরং সমতট রাজ্যই যে বঙ্গ অভিধায় ভূষিত ছিল, আমাদের

এই ধারণা এই শিলালিপির আলোচনায় আরো দৃঢ় হয়।

চন্দপ্তের মেহেরৌলী লৌহস্তম্ভে বঙ্গের উল্লেখঃ কোন কোন এঁতিহাসিক সমুদ্রপুপ্তের পরিবর্তে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যের মূল চরিত্র রঘুর সদৃশ মনে করেন। সম্রাট সমুদ্রপুপ্ত নিজ শাসনকালে চর্ন্দ্রমণ প্রমুখ আর্ধাবর্তের নৃপতিদের উৎখাত করে সম্পূর্ণ আর্বির্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুরের প্রত্যন্ত নৃপতিদের কর প্রদানে, আজ্ঞা অনুপালনে এবং আনুগত্য প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজ সকাশে আগমনে বাধ্য করেন। কিন্তু সমুদ্রপুপ্তের পর উনার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রপ্প বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করলে বিজিত রাজন্যবর্গের মধ্যে পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য লালসার সৃষ্টি হয়। মহাকবি কালিদাস উনার সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন না। তাই তিনি উনার কাব্যের চতুর্থ সর্গের ২য় শ্লোকে এই বিষয়ে পরিষ্কারভাবেই বলেছেন -"দিলীপানন্তরং রাজ্যে তং নিশম্য প্রতিষ্ঠিতম্। পূর্বপ্রধূমিতো রাজ্ঞং হৃদয়েহগ্নিরিবোথিত।।.২।১,।।'

অর্থাৎ "দিলীপের পর রঘু রাজা হয়েছেন শুনে পূর্বে দিলীপের অধীন যে সমস্ত রাজাদের হৃদয়ে ধূম্নবৎ হিংসার আগুন সুপ্ত ছিল, তা পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল"।

কাব্যের নায়ক রঘুকে দ্বিতীয় চন্দ্রপুপ্ত বিক্রমাদিত্য হিসাবে কল্পনা করলে দাঁড়ায়, উনার পিতা সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মণ প্রমুখ আর্যাবর্তের নৃপতিদের উৎখাত করে সমস্ত আর্যাবর্তকে কেন্দ্রীয় শাসনের অন্তর্ভুক্ত করলে আর্যাবর্তে অধীনস্থ রাজাদের রোষানল তীব্র হওয়ার মত ব্যাপার থাকে না। আর

সুহ্মদেশের রাজাকে বৈতসী ধর্ম অবলম্বন করতে দেখা যায়, অর্থাৎ তিনি প্রবল প্রতাপ রঘু বা বিক্রমাদিত্যের সম্মুখে তীব্র জলধারার সমক্ষে বেতস লতার মত নতজানু হয়ে পড়েন। শুধুমাত্র

বঙ্গের নৌসাধনোদ্যত প্রত্যন্ত নৃপতিই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষমতা দেখান।

দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের মেহেরৌলী লৌহস্তম্ভে খচিত প্রশস্তিবাক্যে এর উল্লেখ আছে - "যস্যোদর্তয়তঃ প্রতীপম্ উরসা শত্রুন্ সমেত্যাগতান্ বঙ্গে আহববর্তিনো ভিলিখিতা খড়োন কীর্ত্তির্ভূজে।" অর্থাৎ, "যখন বঙ্গে শত্রপক্ষ সমবেতভাবে আক্রমণ করেছিল, বিক্রমাদিত্য বক্ষ প্রশস্ত করে শত্রুসৈন্যকে প্রতিহত করেছিলেন, আর তখন শত্রুর খড়া নিপাত তাঁর বাহুতে বিজয়শ্রী অঙ্কিত করেছিল।"

এই প্রশস্তি বাক্য থেকে বোঝা যায় সম্রাট সমুদ্রপ্প সমতটকে করদ রাজ্যে পরিণত করলেও খড়াহস্ত বাঙালি জাতি উনার পুত্র দ্বিতীয় চন্দরপ্তের শাসনকালে পুনরায় উথিত হয়। যদিও বিক্রমাদিত্য সেই অ্যুতথানকে বীরত্বের সাথে দমন করেন এবং পুনরায় বঙ্গে গুপ্ত প্রতুত্ব স্থাপন করেন। তাই রঘুবংশম্ কাব্যের নায়ক রঘু বাস্তবিক জীবনে সম্রাট বিক্রমাদিত্য বলে ধারণা করলেও এলাহাবাদ প্রশস্তি, মেহেরৌলী লৌহ স্তম্ভে খচিত বিক্রমাদিত্যের বঙ্গাভিযান গাথা এবং রঘুবংশমের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে গুপ্ত শীসনকালে বঙ্গ ও সমতট শব্দদুটি সমার্থক ছিল। আর বঙ্গ সন্তানদের সামুদ্রিক প্রভুত্ব ও যুদ্ধনৈপুণ্যের কথা কবি সত্যেনরনাথ দত্ত এইভাবে বর্ণনা করেছেন -

"আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে স
তিত চতুরঙ্গে, দশাননজয়া
রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।"

সমতটের প্রত্যন্ত নৃপতি মহারাজ মহেশ্বর নাথচন্দ্রের তাম্রশীসনে বঙ্গাল শব্দের উল্লেখ ঃ -১৮ পৌষ ৯১ গুপ্তাব্দে সম্রাট দ্বিতীয় চন্দপ্ত বিক্রমাদিত্যের সমকালীন সমতটের প্রত্যন্ত নৃপতি মহারাজ মহেশ্বর নাথচন্দ্র এক তাগ্রশাসন প্রদান করে ভগবান চতু স্মখ মণিভদ্রের মূর্তি ও নাথমেটায়তন মন্দির নির্মাণ করে সেখানে আজীবিকা ভদন্ত শ্রমণ সঙ্ঘের নিবাসের জন্য মোট ১২৩৫ দ্রোণ ভূমি দান করেন। এই ভূমির বিবরণে প্রথম উমল বঙ্গাল ও উৎপল বঙ্গাল নামক দুই ব্যক্তির নামের উল্লেখ প্রমাণ করে যে 409-410 খিস্টাব্দে সসতটে একটি প্রাটান শক্তিশালী ভূপতি পরিবার "বঙ্গাল" বংশের উত্থান ঘটেছিল। আর মহারাজ মহেশ্বর নাথচন্দ্রের এই তাম্রশাসন কোন বাঙালি নৃপতির স্বীয় তাত্রশাসনে "বঙ্গ" শব্দের প্রথম উল্লেখের প্রমাণ।

অত্রৈবোমলবঙ্গালোৎপলবঙ্গালাভ্যাং ক্রীতক্ষেত্রদ্রো ১০ ৫ মূল্যং দী ১ মা ৮ (পূর্বমণ্ডলের জয়নাটনে জক্কনশাটিতে উমল বঙ্গাল এবং উৎপল বঙ্গালের কাছ থেকে ১ দীনার ৮ মাষা মূল্যে এই ১৫ দ্রোণ ভূমি কেনা হয়েছিল।)

বঙ্গভূমির সুপ্রাচীন জনপদ সমতটের বিস্তৃতি বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু হয়ে মেঘনা বা বরাক নদীর সমগ্র পূর্ব অববাহিকা জুড়ে। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমতটের উত্তরে প্রত্যন্ত নৃপতি শাসিত ডবাক

জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গতঃ এই ডবাক জনপদের অবস্থান আসামের হোজাই জেলার

বর্তমান ডবকা শহরে। সেই হিসাবে গুগযুগের ভারতবর্ষে বাংলার সমতট রাজ্য বাংলাদেশের ত্রিপুরা জেলা (বর্তমান কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া), নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং ভারতবর্ষের ত্রিপুরা রাজ্য ও আসামের বরাক ভ্যালী জুড়ে অবস্থিত ছিল বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। আক্ষেপের বিষয় এই সুপ্রাচীন জনপদের ইতিহাস চর্চা নিয়ে এক অবহেলা আমাদের ঐতিহ্যকে বিস্মৃতির অন্তরালে ঠেলে দিচ্ছে। সমতটের ইতিহাস অনুসন্ধানই আগামী দিনে বরাক-মেঘনা ভ্যালির উয়ারি- বটেশ্বর, শালবন-ময়নামতী, পিলাক-বক্সনগর প্রভৃতি সভ্যতার রহস্যমভেদ করতে পারে।

কোন কোন ঐতিহাসিক সমুদ্রগুপ্তের পরিবর্তে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তকেই কালিদাসের রঘুবংশম্ কাব্যের মূল চরিত্র রঘুর সদৃশ মনে করেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত নিজ শাসনকালে চন্দ্রবর্ম্মণ প্রমুখ আর্যাবর্তের নৃপতিদের উৎখাত করে সম্পূর্ণ আর্যাবর্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত করেন। সমতট, ডবাক, কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুরের প্রত্যন্ত নৃপতিদের কর প্রদানে, আজ্ঞা অনুপালনে এবং আনুগত্য প্রদর্শনের নিমিত্ত রাজ সকাশে আগমনে বাধ্য করেন। কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের পর উনার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করলে বিজিত রাজন্যবর্গের মধ্যে পুনরায় ক্ষমতা দখলের জন্য লালসার সৃষ্টি হয়। মহাকবি কালিদাস উনার সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন না।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রবিবার আগরতলায় গেজেটেড অফিসার্স সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

পর্ন তারকাকে অর্থ দেওয়ার অভিযোগে মঙ্গলবারই গ্রেফতারের আশঙ্কা ডোনাল্ড ট্রাম্প-র

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ (হি.স.) : পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে অনৈতিকভাবে অর্থ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে। আর ওই মামলায় আগামী মঙ্গলবার তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে বলে আগাম আশঙ্কাপ্রকাশ করেছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে ওই আশঙ্কাপ্রকাশ করে অনুগামীদের উদ্দেশে তিনি প্রতিবাদে রাস্তায় নামারও অনুরোধ জানিয়েছেন। ২০১৮ সালে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে তাঁর যৌন সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আনেন বিখ্যাত নীল ছবির নায়িকা স্টর্মি ড্যানিয়েলস। তিনি দাবি করেন, '২০১৬ সালে যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে লড়াই করেছিলেন ট্রাম্প তখনও তাঁদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক ছিল। আর সেই যৌন সম্পর্ক নিয়ে যাতে মুখ খোলেন তার জন্য ট্রাম্পের আইনজীবী মাইকেল কোহেনের কাছ থেকে এক লাখ ৩০ হাজার ডলার ঘুষ পেয়েছিলেন।' স্টর্মির ওই দাবি নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। যদিও ট্রাম্পের পক্ষ থেকে ওই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতেই তাঁর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অভিযোগ আনা হয়েছে বলে অভিযোগও করেছেন তিনি।

রাতেই আসানসোলে জিতেন্দ্রকে নিয়ে এল পুলিশ, রবিবার তোলা হবে আদালতে

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে শনিবার রাতে নয়ডা থেকে কলকাতায় হয়ে রাত ২টো নাগাদ আসানসোলে ঢুকল পুলিশ। তাঁকে আসানসোল উত্তর থানায় রাখা হয়েছে। রবিবারই তোলা হবে আদালতে।

কম্বলকাণ্ডে জিতেন্দ্রকে শনিবার গ্রেফতার করা হয়। আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা দফতর এবং আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ যৌথ ভাবে অভিযান চালিয়ে নয়ডায় যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে। তার পর বিজেপি নেতাকে উড়িয়ে আনা হয় দমদম বিমানবন্দরে। রাতেই দমদমের সরকারি হাসপাতালে জিতেন্দ্রের স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল পুলিশ। তার পর তাঁকে নিয়ে সোজা আসানসোল পৌঁছেছে তারা।

আসানসোল উত্তর থানা এবং আসানসোল আদালত চত্বরে ইতিমধ্যেই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জিতেন্দ্রকে আদালতে তোলার সময় যাতে কোনও রকম গোলমাল না হয়, তা নিশ্চিত করতেই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে পুলিশ।

বিজেপির অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জিতেন্দ্রকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্য বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা বলেন, তৃণমূল প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। এভাবে জিতেন্দ্রকে আটকে রাখা যাবে না। আমরা শেষ দেখে ছাড়ব। তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, যে গরিব মানুষগুলো মারা গেলেন, তাদের মৃত্যুর দায় কে নেবে। ঘটনার পর জিতেন্দ্ররা পালিয়ে গিয়েছিলেন কেন। তাঁদের তো উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসা উচিত ছিল।

রবিবারও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও আজ রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৯৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে টানা প্রায় এগারো মাস ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।

রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।

ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।

প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

ইকুয়েডরে ৬.৮ মাত্রার ভুমিকম্পে ১৪ জনের মৃত্যু

কুইটো (ইকুয়েডর), ১৯ মার্চ (হি.স.) : শনিবার বিকেলে দক্ষিণ ইকুয়েডরে ৬.৮ মাত্রার ভুমিকম্পে ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে স্থানীয় সরকারি কর্তারা জানিয়েছেন। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। পাশাপাশি অন্তত ৩৮০ জন এই ভূমিকম্পের ফলে আহত হয়েছেন।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে টুইট করে জানানো হয়েছে, শনিবার ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৪২ মিনিট নাগাদ ইকুয়েডরে ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে এই কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৮। ইকুয়েডরের পাশাপাশি কেঁপে ওঠে পেরুর উত্তরাংশও।

জানা গিয়েছে, আচমকা কম্পনের ধাক্কায় একাধিক বাড়ি ভেঙে পড়ে। স্কুল, কলেজ এমনকি, চিকিৎসা কেন্দ্রেও ফাটল দেখা দেয়। তা ছাড়া, বেশ কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইকুয়েডরের ভূমিকম্পে ৪৪টি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। আরও ৯০টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ভূমিকম্পে এখনও পর্যন্ত ১৪ জনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আহতদের উদ্ধারের কাজ চলছে।

ইকুয়েডরের প্রেসিডেন্ট গুইলেরমো লাসো টুইট করে এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি তিনি জানিয়েছেন, এই দুর্যোগে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের যথাসম্ভব সাহায্য করবে সরকার।

সাতসকালে টালিগঞ্জের স্টুডিওতে অগ্নিকাণ্ড

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : আগুনের গ্রাসে টালিগঞ্জের এনটি ওয়ান স্টুডিওর একাংশ। রবিবার সকালে পাঁচটা নাগাদ আচমকাই স্টুডিওর একাংশে আগুন ধরে যায়। দমকলে খবর দেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। তবু শেষরক্ষা হয়নি। কার্যত ছাই হয়ে গিয়েছে স্টুডিওর স্টোর রুম। কালো ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আশপাশের পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে আনা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এদিন সকাল পাঁচটা নাগাদ আচমকা স্টুডিওর একাংশ থেকে আগুনের লেলিহান শিখা বেরিয়ে আসতে দেখেন তাঁরা। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারা জল ঢেলে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু করেননি। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। দমকলের ৩টি ইঞ্জিন দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আপাতত পকেট ফায়ার নেভানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকলকর্মীরা।

খালিস্তান সমর্থক অমৃতপাল সিং পলাতক ঘোষণা, পঞ্জাব জুড়ে জারি হাই অ্যালার্ট

চণ্ডীগড়(পঞ্জাব), ১৯ মার্চ (হি.স.) : খালিস্তানপন্থী বিচ্ছিন্নতাবাদী অমৃতপাল সিংকে ঘোষিত অপরাধী হিসাবে ঘোষণা করে পঞ্জাব পুলিশ "ওয়ারিস পঞ্জাব দে" প্রধানের দুটি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছে। তার অস্ত্রের বৈধতা পরীক্ষা করা হচ্ছে। তার গ্রেফতার নিয়ে গতকাল দিনভর হইচই চলে। গভীর রাতে স্পষ্ট করা হয়েছিল যে তার সাত সহযোগীকে অস্ত্রসহ গ্রেফতার করা হলেও সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে নাকি বাইক নিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত সেই দাবিকেই মান্যতা দিয়েছে পুলিশ। জানানো হয়েছে, অমৃতপাল পলাতক। তাঁকে ধরতে চিরুনি তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ফেরার অমৃতপালের কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সঙ্গীও। এই অবস্থায় পঞ্জাবে জারি করা হয়েছে কড়া সতর্কতা।

শনিবার থেকে রাজ্যজুড়ে তার সম্ভাব্য আস্তানায় অভিযান চালানো হচ্ছে। এছাড়াও পঞ্জাবে নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে আজ বিকেল পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও প্রশাসন গুজবে কান না দেওয়ার জন্য আবেদন করেছে। এখনও পর্যন্ত অমৃতপালের সঙ্গে যুক্ত ৭৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজ্যজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, এক বছর আগে দুবাই থেকে ফিরে আসা অমৃতপাল একজন খালিস্তান সমর্থক এবং তার ফিরে আসার পর থেকে লাল কেল্লায় তেরঙার অসম্মান করার জন্য দোষী সাব্যস্ত দীপ সিধুর সংগঠন ওয়ারিস পঞ্জাব দে কাজ করছিল। সিধু মুসেওয়ালার মৃত্যুবার্ষিকীতে কয়েকদিনের মধ্যে একটি বড় অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনাও ছিল তার। এভাবে তিনি আবার পঞ্জাবের খালিস্তানি আন্দোলনে ইন্ধন দেন। কয়েকদিন ধরে আজনালা থানা ঘেরাও করা হয়েছিল তা পঞ্জাব পুলিশ ও সরকারের উদ্বেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক

জম্মু, ১৯ মার্চ (হি.স.) : জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের দুদিক থেকে ছোট যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। রবিবার সকাল থেকে মহাসড়কের দুই পাশে ছোট যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র জম্মু থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত ভারী যান চলাচলের অনুমতি রয়েছে। তুষারপাতের কারণে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানের সাথে রাজৌরি ও পুঞ্চ জেলার সংযোগকারী মুঘল সড়ক এখনও বন্ধ রয়েছে। এই পথ পরিষ্কার করা হচ্ছে।

পুলওয়ামা সড়ক দুর্ঘটনায় আরও এক শ্রমিকের মৃত্যু

পুলওয়ামা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : শনিবার পুলওয়ামা জেলার অবন্তিপোরা এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত বিহারের আরেক শ্রমিক রবিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এখন মৃতের সংখ্যা বেড়ে পাঁচজনে দাঁড়িয়েছে।

বিহারের গুলজার আনসারির ছেলে মুনিব আনসারি রবিবার শ্রীনগরের এসএমএইচএস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান, এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, শনিবার সকালে অবন্তীপোরা এলাকায় যাত্রীবাহী একটি বাস উল্টে যায়। এই দুর্ঘটনায় চারজনের মৃত্যু হয়েছে। চারজনই বিহারের বাসিন্দা এবং বহু যাত্রী আহত হয়েছেন।

তামিলনাড়ুর তিরুচিরাপল্লীতে সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জনের মৃত্যু

তিরুচিরাপল্লী (তামিলনাড়ু), ১৯ মার্চ (হি.স.) : আজ রবিবার সকালে তিরুচিরাপল্লীতে একটি মিনি ভ্যান এবং একটি ট্রাকের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে চারজন পুরুষ, একজন মহিলা ও একজন শিশু রয়েছে।

পুলিশ জানায়, মিনি ভ্যানে মোট নয়জন ছিলেন। তাদের মধ্যে ছয়জন মারা গেছেন, তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগে কেরল-তামিলনাড়ু সীমান্তের কাছে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় আটজন সবরীমালা তীর্থযাত্রীর মৃত্যু হয়েছিল।

পুনে-বেঙ্গালুরু জাতীয় সড়কে বাস উল্টে ২৭ যাত্রী অল্পের জন্য রক্ষা, জখম ৮

মুম্বই, ১৯ মার্চ (হি.স.) : শনিবার গভীর রাতে পুনে জেলার বাধওয়ান এলাকার চাঁদনি চকের কাছে পুনে-বেঙ্গালুরু জাতীয় সড়কে একটি বেসরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আট যাত্রী। বাকি ২৭ জন যাত্রী অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। আহতদের কোথরুদ সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বাসটি শর্মা ট্রাভেলসের। এতে ৩৫ জন যাত্রী ছিলেন। বাসটি মুম্বই থেকে বেঙ্গালুরু যাচ্ছিল। এই বাসের যাত্রী লিঙ্গোজি রাও জানান, বাসটি মুম্বই ছেড়েছিল সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। পুনের চাঁদনি চক এলাকায় পৌঁছতেই বাসটি হাইওয়ের পরিবর্তে সেবা রোডের দিকে বাঁক নিয়ে হঠাৎ উল্টে যায়।

আজ অযোধ্যায় রামলালা দর্শনে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

অযোধ্যা (উত্তরপ্রদেশ), ১৯ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ আজ রবিবার রাম নবমী মেলার আগে অযোধ্যায় রামলালা দর্শনে পৌঁছে যাচ্ছেন। তিনি হনুমানগড়িতে হনুমত লালা এবং শ্রী রাম জন্মভূমিতে শ্রী রাম লালার পূজা করবেন। এছাড়াও তিনি রাম মন্দির নির্মাণের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন, রামপথ, ভক্তিপথ এবং জন্মভূমি পথ পরিদর্শন করবেন।

প্রায় ৫ ঘন্টা অযোধ্যায় থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী। মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার সকাল ১০টা ৪০ মিনিটে রাম কথা পার্ক হেলিপ্যাডে অবতরণ করবে। এরপর প্রথমে হনুমানগড়ির পুজো করব। এখান থেকে শ্রী রাম জন্মভূমি কমপ্লেক্সে পৌঁছে রামলালার পূজা করবেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শ্রীমণিরাম দাস সেনানিবাসে শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের সভাপতি মহন্ত নৃত্য গোপালদাসের সাথে দেখা করবেন এবং আশরাফি ভবনে চলমান অনুষ্ঠানের মধ্যে রাম ভবনের উদ্বোধন করবেন। দুপুর দেড়টায় সার্কিট হাউসে পৌঁছাবেন। এখানে দরবেশ ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে খাবার থাকবে। দুপুর ২:০৫ মিনিটে কমিশনার অডিটোরিয়ামে উন্নয়ন কাজের পর্যালোচনা সভা শেষে নির্মাণাধীন মরিয়দা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রী রাম বিমানবন্দর পরিদর্শন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী দর্শন নগরের সূর্যকুণ্ডের সৌন্দর্যায়ন পরিদর্শন করবেন।

দুর্গাপুরে বাবা-মা, ২ ছেলেমেয়ের দেহ উদ্ধার, খুন না আত্মহত্যা, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ১৯ মার্চ (হি.স.) : একই পরিবারের চারজনের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল দুর্গাপুরের কুড়ুলিয়াডাঙা মিলনপল্লি এলাকায়। রবিবার ভোরে মিলনপল্লির বাসিন্দা অমিত মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ঘর থেকে। তাঁর স্ত্রী, ৭ বছরের এক ছেলে ও এক বছরের মেয়ের দেহ ঘরের মধ্যে পড়েছিল। তদন্তের স্বার্থে কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ঘটনাস্থলে আসেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। পরিবারের অভিযোগ, সম্পত্তির জেরেই খুন। মৃত্যুর আগে পরিবারের কয়েকজনকে হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একটি বার্তা দেন। আর তাতেই পরিবারের লোকের সন্দেহ দানা বাঁধে। ঘটনাস্থলে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পরিবারের লোকজন ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

বাংলাদেশে যাত্রীবাহী বাস দুর্ঘটনায় নিহত ১৬, জখম প্রায় ৩০

ঢাকা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশের খুলনা জেলার মাদারিপুরের শিবচর উপজেলার কুতুবপুর এলাকায় ঢাকাগামী ইমাদ পরিবহণের একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ১৬ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৩০ জন। আজ রবিবার সকালে পদ্মা সেতুর এক্সপ্রেসওয়েতে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা ইমাদ পরিবহণের বাসের চালক পদ্মা সেতুর আগে শিবচরের কুতুবপুর এলাকায় এক্সপ্রেসওয়েতে নিয়ন্ত্রণ হারান। বাসটি রাস্তা থেকে নীচে পড়ে যায়। বাসটির সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে যায়। দুর্ঘটনাস্থল থেকে সকাল সোয়া ৮টা পর্যন্ত ১৪ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও দুজন মারা যান।

দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া বাসের ভিতর থেকে রক্তাক্ত আবস্থায় একের পর এক যাত্রীর মৃতদেহ বের করে আনা হয়। পাশাপাশি আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরও ৩০ যাত্রীকে উদ্ধার করে ফরিদপুর ও ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। নিহতদের কারও পরিচয় এখনও শনাক্ত করতে পারেনি পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, স্মরণকালের মধ্যে ঢাকা-ভাঙ্গা সড়কে এত বড় বাস দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশের এক আধিকারিকের কথায়, 'দ্রুতগতিতে যেতে গিয়েই বাসচালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। না হলে রেলিং ভেঙ্গে বাস খাদ পড়ে যাওয়ার কথা নয়।'

ফের তুষারপাত পাহাড়ে, সাদা বরফের ঢাকল সান্দাকফু, ফালুট সহ একাধিক এলাকা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বরিবাসরীয় সকালে ফের তুষারপাত পাহাড়ের একাধিক এলাকায়। এদিন ভোরবেলা থেকেই সান্দাকফু, ফালুট, মানেভঞ্জন সহ দার্জিলিং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তুষারপাত শুরু হয়েছে। সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে এলাকাগুলি। এদিকে সাতসকালে ঝড়ের তাণ্ডব এবং সঙ্গে দোসর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রার পতন ঘটল এক লাফে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো রবিবার সকাল ৫টা বাজতেই শুরু হয়ে যায় হাওয়ার তাণ্ডব। পাহাড় থেকে সমতলের একাধিক জায়গায় গাছ উপরে পড়েছে। পাহাড়ের কিছু এলাকায় গাছ বিদ্যুতের পোলে উপড়ে পড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যহত হয়। পাহাড়গামী রাস্তায় কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে যান চলাচল। তবে ছুটির দিনে এমন বৃষ্টি হওয়ায় তা অনেকেই উপভোগ করেছেন। সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে বাগডোগরা সহ শিলিগুড়ি মহকুমার কয়েকটি জায়গায়।

ফের তুষারপাত পাহাড়ে, সাদা বরফের ঢাকল সান্দাকফু, ফালুট সহ একাধিক এলাকা

শিলিগুড়ি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বরিবাসরীয় সকালে ফের তুষারপাত পাহাড়ের একাধিক এলাকায়। এদিন ভোরবেলা থেকেই সান্দাকফু, ফালুট, মানেভঞ্জন সহ দার্জিলিং সংলগ্ন এলাকাগুলিতে তুষারপাত শুরু হয়েছে। সাদা বরফের চাদরে ঢেকে গিয়েছে এলাকাগুলি। এদিকে সাতসকালে ঝড়ের তাণ্ডব এবং সঙ্গে দোসর বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় তাপমাত্রার পতন ঘটল এক লাফে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিলই, সেই মতো রবিবার সকাল ৫টা বাজতেই শুরু হয়ে যায় হাওয়ার তাণ্ডব। পাহাড় থেকে সমতলের একাধিক জায়গায় গাছ উপরে পড়েছে। পাহাড়ের কিছু এলাকায় গাছ বিদ্যুতের পোলে উপড়ে পড়ায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যহত হয়। পাহাড়গামী রাস্তায় কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকে যান চলাচল। তবে ছুটির দিনে এমন বৃষ্টি হওয়ায় তা অনেকেই উপভোগ করেছেন। সকাল থেকে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে বাগডোগরা সহ শিলিগুড়ি মহকুমার কয়েকটি জায়গায়।

জিতেন্দ্র তেওয়ারিকে ৮ দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠাল আদালত

আসানসোল, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বিজেপি কর্মীদের বিক্ষোভের মধ্যেই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে রবিবার সকালে আসানসোল আদালতে জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে পেশ করে পুলিশ। শুনানি শেষে আপাতত ৮ দিনের জন্য তাঁকে পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত। যদিও সুপ্রিম কোর্টে আগামীকালই রয়েছে জিতেন্দ্র তিওয়ারির জামিন চেয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানি। তাঁর অনুগামীরা আপাতত দেশের শীর্ষ আদালতের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন যদি সেখান থেকে কোনও সুরাহা মেলে। যদিও খুব দ্রুত যে ছাড়া নাও পাওয়া যেতে পারে সেটা মনে করেই এদিন আদালতে ঢোকার মুখে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জিতেন্দ্র দাবি করেন, 'শেষ কথা তৃণমূল কংগ্রেস বলবে না। শেষ কথা পুলিশও বলবে না। শেষ কথা বলবেন আসানসোলের মানুষ ২০২৪ সালে।'

প্রসঙ্গত, গতবছর ১৪ ডিসেম্বর আসানসোল পুরনিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণডাঙাল এলাকায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে কম্বল বিলির ঘটনায় পদপিষ্ট হয়ে ৩জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। সেই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আবার জিতেন্দ্রর স্ত্রী চৈতালী তিওয়ারি। আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র ও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক জিতেন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী সেই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বলেই পুলিশের দাবি। এই ঘটনার মামলায় শনিবার বিকেলে উত্তরপ্রদেশের নয়ডার যুমনা এক্সপ্রেস থেকে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে আসানসোলে আনা হয়।

লাটাগুড়িতে সড়ক দুর্ঘটনা, আহত ৪ জন

চালসা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : জলপাইগুড়ি জেলার জাতীয় সড়কে ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হলেন চারব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাকি একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। শনিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝে ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে। জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে ছোট গাড়িতে ৪ জন লাটাগুড়ি থেকে বাতাবাড়ির দিকে আসছিল। জঙ্গলের রাস্তায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে নীচে পড়ে যায়। পরবর্তীতে গাড়িতে থাকা চার ব্যক্তিকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তিনজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আহতরা সকলেই বাতাবাড়ির বাসিন্দা। রাতেই খবর পেয়ে মেটেলি থানার পুলিশ গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

উত্তরাখণ্ড-হিমাচল সীমান্তে টন নদীতে গাড়ি পড়ে, ৪ জন মৃত

উত্তরকাশী, ১৯ মার্চ (হি.স.) : উত্তরাখণ্ড-হিমাচল সীমান্তে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। এ দুর্ঘটনায় একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টন নদীতে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। বলা হয়েছে, গাড়ি আরোহীরা হিমাচলের বিকাশ নগর থেকে চৌপালের দিকে যাচ্ছিল। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই উদ্ধারকারী দল, এসডিএম চক্রটা ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে দুজন হিমাচলের এবং দুজন বিকাশনগরের বলে জানা গেছে।

ঘটনাটি রবিবার সকালে বলা হচ্ছে। লোকজন জানায়, বিকাশ নগর থেকে কোয়ানু-মীনাস সড়কে মীনাসের দিকে যাওয়া একটি গাড়ি হিমাচল ও উত্তরাখণ্ড সীমান্তের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে সরাসরি টন নদীতে প্রবেশ করে। গাড়িতে থাকা চারজন বিকাশ নগর থেকে হিমাচলের চৌপাল যাচ্ছিলেন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে এসডিএম চক্রতা যুক্ত মিশ্রের নির্দেশে রেভিনিউ পুলিশ ও এসটিএফের দল উদ্ধারের জন্য ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছে।

গাড়ির দুর্ঘটনার কারণে আশেপাশের গ্রামবাসীরা ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন। স্থানীয় গ্রামবাসীরা জানান, গাড়িতে থাকা চারজন ঘটনাস্থলেই মারা যান। নিহতদের মধ্যে দুজন হিমাচলের বাসিন্দা বলে জানা গেছে এবং অন্য দুজনের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি। তবে তিনিও হিমাচলের নর্ভা-চৌপালের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তবে এখন পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসনের কোনো দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি। মৃত ৩৫ বছর বয়সী সন্দীপ, নের্ভা শিমলা-হিমাচলের বাসিন্দা, ৩২ বছর বয়সী মনোজ জিনতা, হিমাচলের বাসিন্দা এবং বাকি দুই মৃতের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।

সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ থাকবে পঞ্জাবে

চণ্ডীগড়, ১৯ মার্চ (হি.স.) : খালিস্তানি সমর্থক এবং ওয়ারিস পঞ্জাব দে সংগঠনের প্রধান অমৃতপাল সিং-র বিরুদ্ধে শনিবার বড় ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার পর সরকার সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত পঞ্জাবে ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত রাখার ঘোষণা করেছে। এর সাথে এসএমএস পরিষেবাও স্থগিত করা হয়েছে।

পঞ্জাব সরকার এর আগে রবিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত ইন্টারনেট পরিষেবা স্থগিত করার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু রবিবার সরকার তার মেয়াদ বাড়িয়েছে। ইন্টারনেট সহ এসএমএস। সোমবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত পরিষেবাগুলিও বন্ধ থাকবে, যার কারণে জনগণকে অনেক সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

শিখ মৌলবাদী অমৃতপাল সিং এখনও পঞ্জাব পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। জলন্ধর পুলিশ কমিশনার কেএস চাহাল বলেন, পুলিশ তাকে প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার তাড়া করেছিল, কিন্তু সে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। গতকাল পুলিশ তাকে পলাতক অপরাধী ঘোষণা করেছে। আমরা বেশ কিছু অস্ত্র ও ২টি গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অস্ত্রগুলো পরীক্ষা করা হচ্ছে। মডেল টাউন এলাকায় ফ্ল্যাগ মার্চ করেছে পঞ্জাব পুলিশ এবং র্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স। তল্লাশি চলছে এবং শিগগিরই তাকে গ্রেফতার করা হবে। আইনশৃঙ্খলা বজায় থাকবে। তাকে গ্রেফতার করতে পঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ লাগাতার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চাল ছাড়াই বানিয়ে নিন মুড়িঘন্ট

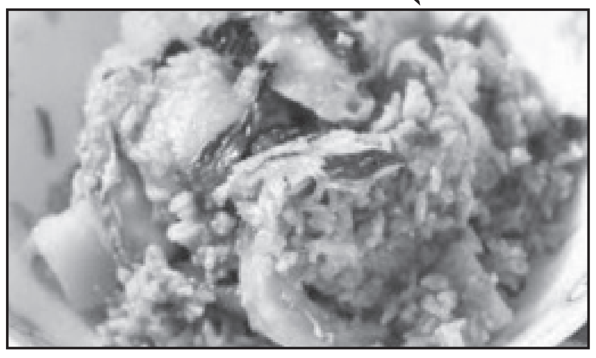

বাঙালির হেঁশেলে অনেক জনপ্রিয় রান্নার মধ্যে একটি হল মুড়িঘন্ট। খুবই সহজ রেসিপি হলেও ঝামেলার বভয়ে অনেকেই তা রাঁধতে চান না। আগে নিয়ম করে প্রায় সব বাড়িতেই মুড়িঘন্ট রান্না করা হত। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা মাছের কাঁটা ছাড়িয়েই খেতে পারে না। তায় আবার মুড়িঘন্ট। মোচার ঘন্ট, শুক্তো, থোড়, ডুমুর এসব থেকে বাঙালি প্রায় মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। আর সেই জায়গার দখল নিয়েছে পিতা, পাস্তা, স্প্যাগেটি। রুই বা কাতলা মাছের মাথা দিয়েই মুড়িঘন্ট রান্না করা হয়। যেহেতু গোবিন্দভোগ চালের সঙ্গে মুড়ো মাখামাখি করে রান্না করা হয় তাই একে মুড়িঘন্ট বলা হয়।' মাছে-ভাতে বাঙালি' এই তকমা বহুদিনের। তবে এই চালের সঙ্গে মুড়োর সম্বন্ধ ঘটিয়ে মুড়িঘন্ট কীভাবে এল তা জানা আছে কি? অনেক বছর আগে মুড়িঘন্ট আসলে ছিল গরীব নাবিকদের খাবার। বাংলার মাছ রসিক নাবিকরা আগেকার দিনে যখন চন্দ্রভাগা অথবা তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে জাহাজ নিয়ে ব্যবসা বাণিজ্যে করার জন্য দূর-দুরান্তে যাত্রা করত তখন সেই সময় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের খাদ্য হিসাবে জুটতো নানা ধরনের মাছ। মাছের ঝোল বা ভাজা খাওয়ার পর বাকি অংশ ফেলে না দিয়ে তার সঙ্গে চাল মিশিয়ে খানিকা পোলাওয়ের আকারে বানিয়ে ফেলা হল মুড়িঘন্ট। পরবর্তীতে এই পদটি এতই জনপ্রিয় হয় যে এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে মালয়েশিয়া পর্যন্ত। সমুদ্র উপকূলে এই পদ এখন খুবই জনপ্রিয়। গোবিন্দ ভোগ চাল দিয়েই অধিকাংশ বাড়িতে বানানো হয় মুড়িঘন্ট। চিঁড়ে দিয়েও বানানো যেতে পারে এই মুড়িঘন্ট। একটু বড় মাপের মাছের মাথা নিন। মাথায় অল্প করে মাছ থাকলেই চলবে। এবার মাছ ভাল করে ধুয়ে নিয়ে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখতে হবে। এবার আদা, পেঁয়াজ, রসুন কিশমিশ আর কাঁচালঙ্কা মিশিয়ে বেটে নিন। একটা বড় মাপের পেঁয়াজ নিয়ে স্লাইস করে নিন। আদা, রসুন অল্প পরিমাণে বেটে নিন। চিঁড়ে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখুন। কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে প্রথমে মাছের মাথা ভেজে নিতে হবে। এবার ওই তেলের মধ্যে গোটা জিরে, গোটা গরম মশলা দিয়ে পেঁয়াজ স্লাইস দিন। এবার আদা, রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে মাছের মাথা দিয়ে দিতে হবে। এবার পেঁয়াজের বাটা দিয়ে আবার কষিয়ে নিন। অবার চিঁড়ে দিয়ে গরম মশলা গুঁড়ো, ঘি, চিনি মিশিয়ে নিন স্বাদমতো। ২ মিনিট ঢাকা দিয়ে রেখে নামিয়ে নিন। ব্যাস তৈরি মুড়িঘন্ট।

রাতে ঘুম আসে না ? ট্রাই করুন এই পানীয়গুলো

এমন সমস্যায় যাঁরা আছেন, তাঁরা অনেকেই ঘুমানোর জন্য ঘুমের ওষুধের সাহায্য নিয়ে থাকেন। কিন্তু ঘুমের ওষুধের প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। কারণ হিসেবে হতে পারে ভুল রাতের খাবার নির্বাচন, আর মানসিক চাপ।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ঘুমের আগে কয়েক ধরনের পানীয় খেলে আপনার ঘুম ভাল হবে। রাতের পর রাত জেগে কাটাতে হবে না। দেখে নিন, ইনসোমনিয়া বা অনিদ্রা দূর করতে কী কী খাবেন।

গরম দুধ- চন্দ্রবিন্দুর একটা গান ছোটবেলাতে বিশাল হিট ছিল! ''দুধ না খেলে হবে না ভাল ছেলে!'' তাই রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস গরম দুধ খাওয়ানোর কথা বলতেন বাড়ির মা ঠাকুমারা। সেটা কিন্তু আপনার ভালো ঘুমের জন্যই। আসলে এটা অনেক পুরনো নিয়ম। বিশেষজ্ঞরাও জানিয়েছেন, গরম দুধ ঘুমোনোর আগে খেয়ে নিলে ভালো ঘুম হয়। কারণ দুধের মধ্যে রয়েছে অ্যামাইনো অ্যাসিড ট্রিপটোফ্যান। এই উপাদান কার্বোহাইড্রেট মিলের মধ্যেও থাকে। যা খেলে সহজেই ঘুম পেতে শুরু করে। এখন থেকে ঘুমোতে যাওয়ার ৯০ মিনিট আগে নিয়ম করে এক গ্লাস গরম দুধ খান।

ক্যামোমাইল চা- ক্যামোমাইল চা গরম দুধের মতোই প্রাচীন কাল থেকেই ইনসোমনিয়ার দাওয়াই। ক্যাফিন ফ্রি এই চা কামিং এবং সুদিং। ফলে ঘুম তাড়াতাড়ি আসে। আর ঘুমও ভাল হয়। আরও ভাল যাতে কাজ হয়, তার জন্য অনেকেই ম্যাগনেসিয়াম সাপলমেন্টস ব্যবহার করেন। ঘুমোতে যাওয়ার ৯০ মিনিট আগে ক্যামোমাইল চা-এর মধ্যে অল্প পরিমাণ মধু মিশিয়ে খেয়ে নিন। ঘুম ভাল হবে।

আমন্ড মিল্ক- দুধ খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। সে ক্ষেত্রে আমন্ড মিল্ক খেতেই পারেন। কারণ আমন্ড মিল্কও কিন্তু ঘুমের জন্য দারুণ। আর লড়বে ইনসোমনিয়ার সঙ্গেও। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমন্ড মিল্ক ম্যাগনেশিয়ামে সমৃদ্ধ। ঘুমের জন্য দারুণ এই নিউট্রিয়েন্টস।

ঠান্ডা ডাবের জল- গরম কালে তো রাস্তায় বেরোলেই ডাবের জল খেয়ে তেষ্টা মেটান, শরীর ঠান্ডা রাখেন। কিন্তু জানেন কি, ডাবের জলও ইনসোমনিয়া দূর করতে সাহায্য করে। কারণ ডাবের জলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম- যা আপনার পেশিকে শিথিল করে ও ভাল ঘুমে সাহায্য করে। এ ছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে ভিটামিন বি। যা আপনার স্ট্রেস লেভেল কমাবে।

কোন ধরনের মাথাব্যথায় কি রোগের ইঙ্গিত মেলে

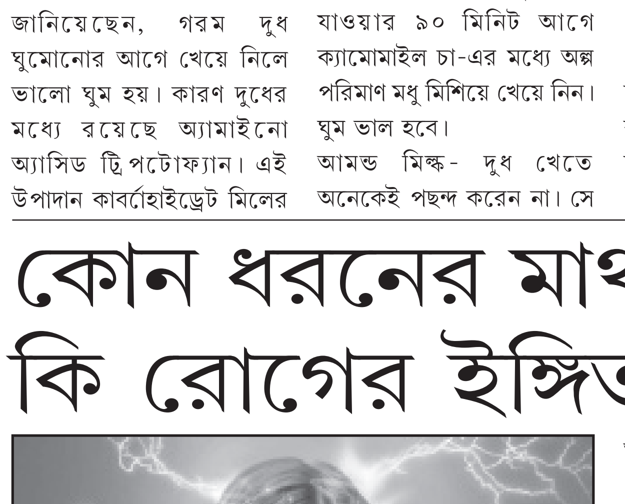

আমাদের আশপাশের অনেকে মাথাব্যথার কথা প্রায়ই বলে থাকেন। এদের কেউ কেউ দিনের বেশির ভাগ সময় মাথাব্যথার কষ্টে ভোগেন। চা-কফি খেয়েও কোন উপকার পান না। আবার মাথাব্যথার কারণে কাজেও মন দিতে পারছেন না। তবে কেউ কেউ রোদে নামলে, ঘুম কম হলে এবং অনেকক্ষণ ধরে খালি পেটে থাকার কারণে মাথাব্যথায় ভোগেন। তবে যারা প্রায়ই মাথাব্যথায় ভোগেন তাদের জন্য এটি বিপদের!

মনে রাখবেন, প্রায়ই মাথাব্যথা বড় কোনো রোগের হাতছানিও হতে পারে। হয়তো সেই রোগের ঈঙ্গিত হিসেবেই মাথাব্যথায় এতটা কষ্ট পাচ্ছেন আপনি। এবার জেনে নেওয়া যাক কোন ধরনের মাথাব্যথায় কি রোগের ইঙ্গিত মেলে, সে সম্পর্কে.

অপটিক নিউরাইটিস চোখের পিছনের দিক থেকে মাথাব্যথার রেশ থাকলে আপনার অপটিক নিউরাইটিসের সমস্যা হতে পারে। এতে অপটিক নার্ভ নষ্ট হয়ে যায়। চোখে ঝাপসা দেখা, কখনও কখনও দৃষ্টি হারানো আশঙ্কা থাকে। এরকম হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। গ্রেভস ডিজিস অতিসক্রিয় থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে এই সমস্যার সূত্রপাত হতে পারে। যদি হরমোন উতাদনের পরিমাণ বেড়ে যায়। তবে এটিও চোখের পিছনে ব্যথা থেকে শুরু হয়।

রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত মাথায় রক্ত চলাচল বাধাগ্রস্ত হলে মাথাব্যথা হতে পারে। যদি মাঝে মাঝেই তীব্র ব্যথার শিকার হন তবে কিন্তু শীঘ্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। এ থেকে স্ট্রোক পর্যন্ত হতে পারে। মস্তিষ্কজনিত রোগ মাথাব্যথার সঙ্গে জ্বর, বমি, ঘাড়ে আর গলায় ব্যথা হয়, তাহলে তা মস্তিষ্কে ইনফেকশন হওয়ার ইঙ্গিত হতে পারে। মাথাব্যথার সঙ্গে কেউ যদি অজ্ঞান হয়ে যায়, তবে তা মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের কারণ। দিনের পর দিন যদি মাথাব্যথ চলতে থাকে তবে তা ব্রেন টিউমার বা মস্তিষ্কের কোনো অসুখের সংকেত। তাই মাথাব্যথাকে অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

ডাবের জলের উপকারিতা

ডাবের জল না বোতলে ভরা ঝাঁ চকচকে দোকানের ঠান্ডা মেশিনে রাখা পানীয়। এ দুটি নিয়ে অনেকেরই মনে রয়েছে নানা সংশয়। আজকের সমাজ প্রতিনিয়ত নানা বহুজাতিক সংস্থার বিচিত্র রঙের পানীয় পান করতেই বেশী অভ্যস্ত। এখন সারা দেশের সর্বত্র খুব সহজে মেলে এই সকল পানীয়। অপরদিকে এইসকল পানীয় কতটা স্বাস্থ্যসম্মত তা নিয়ে প্রচুর গবেষণাও হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু আমরা কি তাতে খুব একটা সচেতন।

না, আমরা বোধহয় এই বিষয়ে খুব একটা সচেতন নয়, কারণ তা হলে প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের সাথে এত ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যেতে পারত না বহুজাতিক সংস্থার এই সকল কোমল পানীয়।

আসলে আমরা ব্যবহারিক জীবন বিজ্ঞাপনের দ্বারা অনেক টাই প্রভাবিত।অপরদিকে আমাদের দেশীয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক একটি পানীয়কে আমরা বেমালুম ভুলে গিয়ে আজ তুলে নিয়েছি বিজ্ঞাপনের ছলনে ভুলে বোতলে ভরা বহুজাতিক সংস্থার তৈরী রঙীন পানীয় বা বিশেষ করে বিক্রয় হওয়া কিছু এনার্জী ড্রিংক। আমরা নিজেরাই প্রকৃতির এই সম্পদকে ভুলতে বসেছি।

কারণ আমরা বিজ্ঞাপনকে খাই, আমরা নিজেদের বিচার, বিবেচনা, বুদ্ধি সব শিকেয় তুলে রাখি, কারণ বিভিন্ন ভাবে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওই সকল বহুজাতিক সংস্থাগুলি আমাদের সবসময়ই নিয়ন্ত্রন করে চলেছে।সকল পানীয় যে সকল রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রনে তৈরী তা কতটা আমাদের উপকার সাধন করতে পারে তার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। এই সকল ঠাণ্ডা পানীয় অধিক পরিমানে নিয়মিত পান করার ফলে একজন মানুষ নানা শারীরিক অসুবিধার সম্মুক্ষীণ হতে পারে, যার মধ্যে একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের রক্তচাপ বাড়তে পরে ৩৬ শতাংশ বা ক্রমশ মোটা হয়ে যাওয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে ডায়াবেটিস রোগের কারণও এই জাতীয় ঠান্ডা পানীয়, আবার বিশেষ কোন কারণ ছাড়াই দাঁতের ক্ষয়, এ সবই ঘটতে পারে ঠান্ডা পানীয়'র দৌলতে।

আসলে এই সকল ঠাণ্ডা পানীয়তে যে সকল রাসায়নিক উপাদান মেশানো হয় তার প্রধান উপকরণ জলের সাথে সেগুলিই আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে ক্রমশ জানা যাচ্ছে। প্রধানত এই সকল পানীয়তে থাকে ফসফরিক জাতীয় অ্যাসিড, অপর দিকে এই এ্যাসিডের টক স্বাদ ঢাকতে মেশানো হয় চিনি বা স্যাকারিন, এর সাথে মেশানো হয় কোক প্রধানত কোলা জাতীয় পানীয়গুলিতে। অপরদিকে প্রকৃতির অপরূপ দান ডাব। যার জল প্রাকৃতিক পানীয়র মধ্যে অন্যতম এক মহার্ঘ পানীয়। বিশেষ করে গরমের সময়ে শরীরের কোনরকম ক্ষতি না করে আমাদের দেহের ক্লান্তি দুর করতে এবং শরীরকে চাঙ্গা করতে একমাত্র সক্ষম ডাবের জল।

ডাবের জলে অল্প ক্যালোরি ছাড়াও থাকে বিভিন্ন ভিটামিন, পটাসিয়াম, সোডিযাম, ক্লোরাইড ও ফসফরাস জাতীয় মিনারেলস, এ ছাড়াও থাকে কার্বোহাইড্রেট, সুগার, আঁশ ও সামান্য পরিমানে থাকে প্রোটিন। ডাবের জল শরীরের ইলেকট্রোলাইটিক ভারসাম্যে বিশেষ সহায়তা করে থাকে এবং শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহন করতে পারে, যা অন্য কোন পানীয়তে পাওয়া সম্ভবপর নয়। ডাবের জলে শতকরা ৯৫.৫ ভাগ থাকে জলীয় অংশ, ০১ ভাগ থাকে আমিষ .০১ ভাগ স্নেহ ৪.০ শর্করা, ০.০৪ ভাগ খনিজদ্রব্য, আর ডাবের শাঁসে থাকে স্নেহ জাতীয় পদার্থ বেশী পরিমানে, তবে ডাবের শাঁসে ও জলে থাকে অনেক কম ভিটামিন।

ডাবের জলে থাকা খাদ্যশক্তি ৪৪৪ কিলোক্যালরি, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ভিটামিন বি২, সহ পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও গ্লুকোজ সমেত থাকে সোডিয়াম জাতীয় পদার্থ যা অন্য কোন জলে বা পানীয়তে পাওয়া সম্ভবপর নয়, আর মনে রাখতে হবে এগুলি সবই কিন্তু প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত। সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানা গেছে খেলোয়াড়দের জন্য ব্যবহৃত স্পোর্টসড্রিংক্স এর থেকে ডাবের জলে বেশী পরিমানে পুষ্টিগত ও গুনগত বৈশিষ্ট থাকায় অদুর ভবিষ্যতে হয়তো বা ডাবের জল খেলোয়াড়দের নতুন স্পোর্টস ড্রিংক্স হিসাবে বাজারে আসলে অবাক হবার কিছুই নেই।

কাজেই সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে ডাবের বিকল্প আজ অবধি নেই, একথা সতত প্রমানিত। তাই স্বাস্থ্যর সুরক্ষায় বোতলে ভরা বহুজাতিক সংস্থার ঠান্ডা সফটড্রিংক্স নয়, অভ্যাস করুন সম্পূর্ণ দেশজ, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ডাবের জল। তাহলেই দেখবেন আপনার স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবনা কিছুটা হলেও দূর হবে।

থানকুনি পাতা খুব পরিচিত একটি ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ

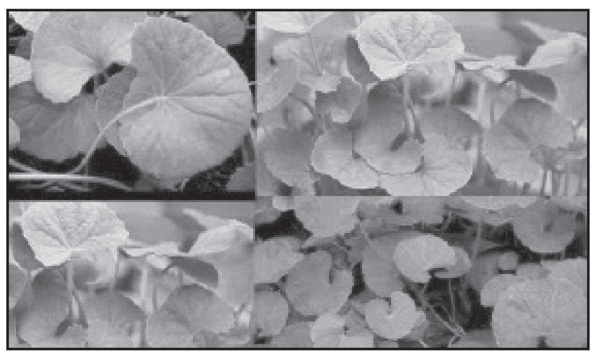

এক পাতার রসে ১০ রোগের উপশম, এই পাতা সম্পর্কে আপনার জানা জরুরী। ছোট্ট প্রায় গোলাকৃতি পাতা। নাম থানকুনি। খুব পরিচিত একটি ভেষজ গুণসম্পন্ন উদ্ভিদ। ল্যাটিন নাম। গ্রামাঞ্চলে থানকুনি পাতার ব্যবহার আদি আমল থেকেই চলে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে ওষুধি সব গুণ। থানকুনি পাতার রস রোগ নিরাময়ে অতুলনীয়।

রোগ নিরাময়ে থানকুনি যথার্থ ভূমিকা রাখতে সক্ষম। অঞ্চলভেদে থানকুনি পাতাকে আদামনি, তিতুরা, টেয়া, মানকি, থানকুনি, আদাগুনগুনি, ঢোলামানি, থুলকুড়ি, মানামানি, ধূলাবেগুন, নামে ডাকা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে কেউ যদি নিয়মিত থানকুনি পাতা খান, তাহলে মাথার চুল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি অংশের কর্মক্ষমতা বাড়তে শুরু করে। চলুন যেনে নেয়া যাক, থানকুনির ওষুধি সব গুণ সম্পর্কে-

আমাশয় দূর করে: প্রতিদিন সকালে খালি পেটে নিয়ম করে থানকুনি পাতা খেতে হবে। টানা ৭ দিন খেলে মামলা খালাস!

পেটের রোগের চিকিৎসা: অল্প পরিমাণ আম গাছের ছালের সঙ্গে ১টা আনারসের পাতা, হলুদের রস এবং পরিমাণ মতো থানকুনি পাতা ভালো করে মিশিয়ে বেটে নিন। মিশ্রনটি নিয়মিত খেলে অল্প দিনেই যে কোনো ধরনের পেটের অসুখ সেরে যায়।

কাশির প্রকোপ কমে: ২ চামচ থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে অল্প করে চিনি মিশিয়ে খেলে সঙ্গে সঙ্গে কাশি কমে যায়। আর যদি এক সপ্তাহ খেতে পারেন, তাহলে তো কথাই নেই।

জ্বরের প্রকোপ কমে: জ্বরের ধাক্কায় কাবু হয়ে পড়েন অনেকে। তাদের থানকুনি পাতা খাওয়া জরুরি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে- জ্বরের সময় ১ চামচ থানকুনি এবং ১ চামচ শিউলি পাতার রস মিশিয়ে সকালে খালি পেটে খেলে অল্প সময়েই জ্বর সেরা যায়। চুল পড়ার কমে যায়: সপ্তাহে ২-৩ বার থানকুনি পাতা খেলে স্কাল্পের ভেতরে পুষ্টির ঘাটতি দূর হয়। ফলে চুল পড়া কমতে শুরু করে। পরিমাণ মতো থানকুনি পাতা নিয়ে তা থেঁতো করে নিতে হবে। তারপর তার সঙ্গে পরিমাণ মতো তুলসি পাতা এবং আমলা মিশিয়ে একটা পেস্ট বানিয়ে নিতে হবে। সবশেষে পেস্টটা চুলে লাগিয়ে নিয়ে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে। ১০ মিনিট পরে ভাল করে ধুয়ে ফেললেই হবে।

শরীর থেকে বেরিয়ে যায় টক্সিক উপাদান: ক্ষতিকর টক্সিন আমাদের শরীরে, রক্তে প্রবেশ করে। কিন্তু প্রতিদিন সকালে অল্প পরিমাণ থানকুনি পাতার রসের সঙ্গে ১ চামচ মধু মিশিয়ে খেলে রক্তে উপস্থিত ক্ষতিকর উপাদান বেরিয়ে যায়।

ক্ষতের চিকিৎসা: শরীরের কোথাও কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে অল্প করে থানকুনি পাতা বেঁটে লাগিয়ে দেবেন। দেখবেন নিমেষে কষ্ট কমে যাবে।

হজম শক্তি বৃদ্ধি: থানকুনি পাতা হজম ক্ষমতারও উন্নতি করে। থানকুনি পাতায় উপস্থিত একাধিক উপকারি উপাদান হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ যাতে টিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে। ফলে বদ-হজম এবং গ্যাস-অম্বলের মতো সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে না।

ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি: থানকুনি পাতায় উপস্থিত অ্যামাইনো অ্যাসিড, বিটা ক্যারোটিন, ফাটি অ্যাসিড এবং ফাইটোকেমিকাল ত্বকের অন্দরে পুষ্টির ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি বলিরেখা কমাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দূর: গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা থাকলে নো প্রবেলম! থানকুনি পাতা কিনে আনুন বাজার থেকে। তাহলেই দেখবেন সমস্যা একেবারে হাতের মধ্যে চলে আসবে। আসলে এক্ষেত্রে একটা ঘরোয়া চিকিৎসা দারুণ কাজে আসে। কী সেই চিকিৎসা? হাফ লিটার দুধে ২৫০ গ্রাম মিশ্রি এবং অল্প পরিমাণে থানকুনি পাতার রস মিশিয়ে একটা মিশ্রন তৈরি করুন। তারপর সেই মিশ্রন থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে প্রতিদিন সকালে খাওয়া শুরু করুন। এক সপ্তাহ করলেই হাতেনাতে মিলবে উপকার। সুস্থ থাকুন, নিজেকে এবং পরিবারকে ভালোবাসুন। আমাদের লেখা আপনার কেমন লাগছে ও আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তবে নিচে কমেন্ট করে জানান। আপনার বন্ধুদের কাছে পোস্টটি পৌঁছে দিতে দয়া করে শেয়ার করুন। পুরো পোস্টটি পড়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

হেঁশেলে এই জিনিস রাখলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে হাই প্রেশার

উচ্চ রক্তচাপ বা হাই প্রেশারের সমস্যা থাকলে প্রতিনিয়তই ওষুধ খেতে হয়। কিন্তু কেবল ওষুধ খেলেই কি সব সমস্যার নিরসন হয়ে যায় ? বিশেষজ্ঞরা বলেন, একটি স্বাস্থ্যকর লাইফস্টাইলই পারে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। শরীর ভালো রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা করা এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। তার পাশাপাশি কমাতে হবে অকারণ উদ্বেগ।

তাই স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার পাশাপাশি যদি খাবারের তালিকায় হেঁশেলের কিছু জিনিস যোগ করেন তাহলে কিন্তু ওষুধ ছাড়াই নিয়ন্ত্রণে রাখা যাবে হাই প্রেশার। আজকাল হাই প্রেশার দেখা যাচ্ছে যুবকদের মধ্যেও, তাই এর লক্ষণগুলি খুব ভালোভাবে মনে রাখবেন। আপনার যদি ঘন ঘন মাথাব্যথা, শ্বাসকষ্ট, নাক থেকে রক্তপাত, চোখ লাল বা ঘাম হয় তবে একবার আপনার রক্তচাপ পরিমাপ করুন। আর খান এই খাবারগুলি। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদান কুমড়োর বীজে পাওয়া যায়। এতে রয়েছে আরজিনিন, যা অ্যামিনো অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অক্সাইডের সম্ভার। গবেষণা অনুসারে, নাইট্রিক অ্যাসিড স্নায়ু শিথিল করে রক্তচাপ কমায়।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে টমেটোও খাওয়া যেতে পারে। এই সবজির মধ্যে রয়েছে লাইকোপিন, যা রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করতে সাহায্য করে। এই সবজি হৃদরোগ ঝুঁকি এড়াতেও সাহায্য করে। গবেষণা অনুসারে আমরা যখন ডালের পরিবর্তে অন্যান্য খাবারের পরিমাণ বাড়াই, তখন বিপি সমস্যা হতে শুরু করে। তাই আপনাকে অবশ্যই রোজকার পাতে ডাল রাখতে হবে। আপনার রান্নাঘরে যদি গাজর থাকে তাহলে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সবজি খেলে মানুষের রক্তচাপের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। আসলে গাজরে যে ফেনোলিক যৌগ থাকে তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার খেলে বাড়বে হৃদরোগের ঝুঁকি

অনেকেই চিনি ছাড়া খেতে পারেন না? প্রতিদিনের খাবারে অন্তত একটা মিষ্টি অবশ্যই চাই। জানেন কি এতেই হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ছে। যে খাবারে বেশি চিনি, সেই খাবারেই পুষ্টি কম। টাইপ ২ ডায়াবিটিস থেকে অ্যাকনে, হৃদরোগ- সবের পিছনেই রয়েছে চিনি, এমনটা বললে ভুল হবে না। চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার অতিরিক্ত খেলে প্রভাব পড়বে হৃদযন্ত্রে।

সতর্ক করছেন চিকিসত থেকে পুষ্টিবিদ।

বেশি পরিমাণে চিনি খেলে শরীরের ইনসুলিন হরমোন তা গ্রহণ করতে পারে না। শরীরে অতিরিক্ত ক্যালোরি ফ্যাট হিসেবে মজুত হয়। অতিরিক্ত ফ্যাটে মেটাবলিক ডিসফাংশন এবং শরীরে এর ফলে ইনসুলিন রেসিস্ট্যান্স তৈরি হয়। শুধু অতিরিক্ত ওজন নয় সেই সঙ্গে বাড়ে হৃদরোগের সম্ভাবনা ও। শরীরে চিনি বেশি পরিমাণে গেলে হাই অ্যাবডমিনাল ফ্যাট তৈরি হয়। ক্ষতিকারক কোলেস্টরল উতাদনের পরিমাণ বাড়ে। যেগুলি রক্ত চলাচলে সমস্যা তৈরি করে। ব্লাড ভেসেলে রক্ত জমে। শরীরে রক্ত জমাটের সম্ভাবনা তৈরি করে। হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপে ও প্রভাব পড়ে।

ডায়েটে অতিরিক্ত চিনি থাকলে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। হৃদপিণ্ডের স্বাভাবিক কার্যকলাপে হাইপারটেনশনের প্রভাব পড়ে। হৃদযন্ত্র আগের তুলনায় দ্রুত রক্ত পাম্প করা শুরু করে। ব্লাড ভেসেলের ক্ষতি হয়। বাড়ে স্ট্রোকের সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে চিকিৎসক দেবব্রত রায় বলেন, চিনি বা অতিরিক্ত মিষ্টি খেলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে। ডায়াবিটিসের সম্ভাবনাও বাড়ে। প্রভাব পড়ে

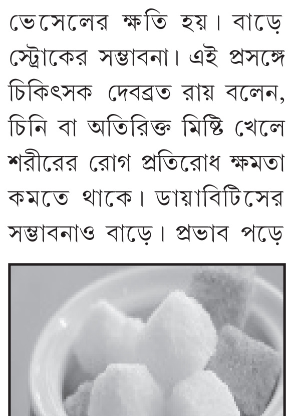

হৃদযন্ত্রে। তাই করোনা বা অন্য সংক্রামক রোগের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। ডায়াবিটিস থাকলেই ইনসুলিন তৈরির পরিমাণ কমে যায়। করোনারি ব্লকেজের সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে। হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনাও বাড়বে। হৃদপেশি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। পাম্পিং ফাংশনে সমস্যা হয়ে হার্ট ফেলিওর পর্যন্ত হতে পারে।

চিনি বা মিষ্টিজাতীয় খাবার খেলে হৃদরোগের ঝুঁকি প্রসঙ্গে পুষ্টিবিদ সোমা চক্রবর্তী বলেন, চিনি বলতে যদি চোখে দেখা যায় সে রকম চিনি অর্থাৎ সকালে চায়ের সঙ্গে খাওয়া চিনিটা ধরি, সেক্ষেত্রে ক্ষতি তো হবেই। তবে তা পরিমাপ করে খাওয়ার একটা প্রবণতা মানুষের রয়েছে। কিন্তু যে চিনি চোখে দেখা যাচ্ছে না, অর্থাৎ কুকিজ, বিস্কুট, পেস্ট্রি জাতীয় খাবারে যে চিনি রয়েছে, তা আরও বেশি ক্ষতিকর। কিন্তু সুগার ৬৩ রকমের। তাই মল্টোজ, ডেক্সট্রোজ এই যে কোনও ধরনের সুগার শরীরের মধ্যে বেশি পরিমাণে গেলেই তা শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক। ফলে হাইপারটেনশনের সম্ভাবনা। তাই অতিরিক্ত চিনি বা মিষ্টি জাতীয় খাবার খেলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়বেই। অন্য রোগেরও ঝুঁকি তৈরি হবে। তাই চিনি বর্জন করে ফাইবার জাতীয় খাবার আরও বেশি করে ডায়েটে রাখতে হবে।

জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মাকে রবিবার সংবর্ধনা জানানো হয়।

ভারতসেরা হয়ে শহরে ফিরল মোহনবাগান, বৃষ্টি উপেক্ষা করেই রাজপথে সমর্থকদের সুনামি

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ভারত জয় করে শহরে ফিরল এটিকে মোহনবাগান দল। গোয়ার ফতোরদা স্টেডিয়ামে আইএসএল ফাইনালে বেঙ্গালুরু এফসিকে পেনাল্টি শুট আউটে হারায় সবুজ মেরুন। আইএসএল জয়ের পর বিশাল কায়েথ, প্রীতম কোটালরা বিমানবন্দরে নামতেই বাঁধভাঙা উল্লাসে ভাসলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। আকাশ মেঘলা, কোনও কোনও জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিও হচ্ছে। বৃষ্টি উপেক্ষা করে, নাওয়া-খাওয়া ভুলে প্রীতম কোটাল, পেত্রাতসদের টিম বাসের পিছনে 'জয় মোহনবাগান' স্লোগান তুলে এগিয়ে চললেন ভক্তরা।

শনিবার গোয়ায় রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে টাইব্রেকারে বেঙ্গালুরুকে হারায় জুয়ান ফেরান্দোর দল। বিশাল কাইথের হাত ধরে আবারও ভারতসেরা হয় মোহনবাগান আর এরপরই সঞ্জীব গোয়েঙ্কা ঘোষণা করেন, মোহনবাগানের নামের সামনে থেকে এটিকে সরিয়ে দেওয়ার কথা। জানান, এবার থেকে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টস নামে খেলবে দল। একরাতে জোড়া স্বপ্নপূরণ হয়েছে সবুজ-মেরুন ভক্তদের।

আনন্দে আত্মহারা সমর্থকরা তাই প্রিয় দলকে স্বাগত জানাতে কোনও ঘাটতি রাখেননি।

এদিন বেলা পৌনে একটা নাগাদ বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসেন মোহনবাগান ফুটবলার, কর্মকর্তারা। প্রীতমদের দেখেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন অপেক্ষারত সমর্থকরা। এরপর দল টিম বাসে উঠলে তার পিছন পিছন গাড়ি ও বাইকে চেপে যাত্রা শুরু করেন তাঁরা। কারও গালে সবুজ-মেরুন আবির তো কেউ ওড়াচ্ছেন পতাকা। সব মিলিয়ে এদিন শহরের রং সবুজ-মেরুন।

এদিকে, মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত জানিয়েছেন, ক্লাব তাঁবুতেই ফুটবলারদের বিশেষ সংবর্ধনা জানানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে এখনও দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়নি। প্রচুর খাটনি হয়েছে তারকাদের। আপাতত তাঁরা একটু বিশ্রাম নিক।

টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত স্মিথের, ভারতীয় দলে রোহিত-অক্ষর

বিশাখাপত্তনম, ১৯ মার্চ (হি.স.) : মুম্বইয়ে প্রথম একদিনের ম্যাচ জিতে এবার বিশাখাপত্তনমে মুখোমুখি ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। রবিবার টস জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অজি অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ। এই ম্যাচে ভারতীয় দলের ফিরলেন অধিনায়ক রোহতি শর্মা। সেই সঙ্গে টপ-অর্ডারের ব্যাটিং লাইন-আপেও বদল হয়েছে ভারতের। প্রথম ম্যাচে ওপেন করা ঈশান কিষাণকে এই ম্যাচে বেঞ্চে বসানো হয়েছে। শার্দূল ঠাকুরের বদলে দলে ফিরেছেন অক্ষর প্যাটেল। ওপেন করছেন রোহিত এবং শুভমন গিল।

অস্ট্রেলিয়া দলেও দু'টি বদল হয়েছে দ্বিতীয় একদিনের ম্যাচে। গ্লেন ম্যাক্সওয়েল চোটের কারণে ফের ছিটকে গিয়েছেন। তাঁর জায়গায় দলে এসেছেন নাথন এলিস এবং উইকেট-কিপার জস ইংগলিসের বদলে প্রথম একাদশে ফিরেছেন অ্যালেক্স কেরি। বিশাখাপত্তনমের পিচ অনেক বেশি ব্যাটিং সহায়ক হবে বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে, নতুন বলে পেসাররা কিছুটা হলেও সাহায্য পেলেও পেতে পারেন। তবে, টসে অধিনায়ক রোহিত শর্মা জানিয়েছেন, দ্বিতীয় ইনিংসে শিশির সমস্যা না করলে, স্পিনাররা টার্ন পাবেন এই উইকেট থেকে।

উল্লেখ্য, ভারতের হয়ে প্রথম ম্যাচে ছন্দে দেখা শুভমন বড় রান করতে পারেননি। ভারতের বাকি ব্যাটাররা নতুন বলে ওয়াংখেড়ের পিচে সমস্যায় পড়লেও শুভমন তাঁর স্বাভাবিক ব্যাটিং করছিলেন। তবে, আজ তাঁর ব্যাট থেকে চেনা ছন্দে বড় রানের অপেক্ষায় রয়েছে দল এবং ভারতীয় সমর্থকরা।

শান্তনু ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার অয়ন শীলের বাড়ি থেকে উদ্ধার ওএমআর শিট

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ফের বিপুল সংখ্যক ওএমআর শিট উদ্ধার। এবার শান্তনু-ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার অয়ন শীলের সল্টলেকের অফিস থেকে উদ্ধার ওএমআর শিট। সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ ওএমআর শিট উদ্ধার করেছে ইডি, খবর সূত্র।

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়ন শীলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ইডি। তাঁর সল্টলেকের এফ ডি ব্লকের ৩৮৮ নম্বর বাড়ি থেকে রাতভর তল্লাশিতে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি। বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে আডমিট কার্ড-সহ নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক নথি। সাড়ে ৩০০ থেকে ৪০০ ওএমআর শিট উদ্ধার করেছে ইডি। তল্লাশি মেলা নথির ভিত্তিতে ফের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে প্রমোটার অয়ন শীলকে। এসএসসি দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসার পর সল্টলেকে প্রোমোটারের অফিসে লুকিয়ে রাখা হয় নথি, অনুমান গোয়েন্দাদের।

ইডি সূত্রে খবর, অয়নের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বহু চাকরিপ্রার্থীর তালিকা ও নথি মিলেছে। এক জন প্রোমোটারের বাড়ি থেকে কীভাবে নিয়োগের নথি উদ্ধার হল, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। পুরসভার চাকরি সংক্রান্ত নথিও উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। ইডি-র বক্তব্য, অয়ন শীলের সঙ্গে দুর্নীতির যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। তাঁর সল্টলেকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া নথিই তার প্রমাণ। প্রদীপ সিং প্রসন্ন রায় নামে যে দুজন মিডলম্যানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাঁদেরও এই ধরনের ব্যবসা ছিল, সল্টলেকে অফিস ছিল। সেখান থেকে গোটা বিষয়টি নিয়ন্ত্রিত হত।

অয়ন শীলের সঙ্গে এখনও কোনও প্রভাবশালী নেতার যোগাযোগের প্রমাণ মেলেনি। তবে শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্পষ্ট বলে দাবি ইডি আধিকারিকদের। শান্তনু ঘনিষ্ঠ প্রোমোটার অয়ন শীলের সল্টলেকের ভাড়াবাড়িতেও তল্লাশি করা হয়। সিনেমা প্রযোজনার সঙ্গেও জড়িত অয়ন। সেখানে একাধিক কম্পিউটারের অ্যাক্সেস করতে পারছিলেন বা ইডি কর্তারা। অয়নের পাশাপাশি তাঁর বাবা-মাকেও জেরা হয়। কারণ ইডি-র হাতে এরকম একাধিক নথি এসেছে, যাতে তাঁর বাবা সদানন্দ শীলের সই রয়েছে। এখন এই অয়নের হাত কতটা বিস্তৃত, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

বালাঘাট প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় উদ্ধার দুই পাইলটের মৃতদেহ, আজ পৌঁছবে দুটি তদন্ত দল

বালাঘাট/ভোপাল, ১৯ মার্চ (হি.স.) : শনিবার মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় প্রশিক্ষণ বিমান দুর্ঘটনায় নিহত দুই পাইলটের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার দেহ দুটির ময়নাতদন্ত করা হবে। একটি তদন্ত দল মহারাষ্ট্রের গোন্দিয়া থেকে বালাঘাটে পৌঁছেছে। উত্তরপ্রদেশের আমেথিতে অবস্থিত ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ফ্লাইং অ্যাকাডেমির একটি দলও বিষয়টি তদন্ত করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছাবে।

কিরনাপুরের ভাক্কুটোলা জঙ্গলে শনিবার বিকেলে ট্রেনি বিমান দুর্ঘটনায় এক পাইলট ও এক মহিলা প্রশিক্ষণার্থী পাইলট মারা গিয়েছেন। এই দুর্ঘটনায় বিমানটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে বালাঘাটের পুলিশ সুপার সমীর সৌরভ বলেন, পুলিশ বিকেল ৪টায় ঘটনার খবর পেয়েছিল। নকশাল অধ্যুষিত এলাকায় পাহাড়ের মাঝখানে ১০০ ফুট গভীর খাদে বিমানটির ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। খবর পেয়ে সিআরপিএফ জওয়ানরা এলাকাটি ঘিরে রাখার পরে পুলিশ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। ঘটনার খবর পুলিশ গোন্দিয়া এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের সাথে যোগাযোগ করে তাদের জানায়। কন্টোল রুম থেকে জানানো হয়, প্রশিক্ষণার্থী বিমানটি আধা ঘণ্টা ধরে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। ওই বিমানটি ডায়মন্ড-৪১ রায়বেরেলির বলা হচ্ছে। একে বলা হয় একক ইঞ্জিনের ডি-৪১ প্রশিক্ষণার্থী বিমান।

রবিবার গোন্দিয়া বিমানবন্দর এবং এয়ার ট্রাফিক কন্টোলের তদন্তকারী অফিসাররা বালাঘাট ঘটনাস্থলে পৌঁছাবেন।

আজমির শতাব্দী এক্সপ্রেস পরিদর্শন করলেন রেলমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : রেল সম্পর্কে যাত্রীদের মতামত জানতে রবিবার নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশন থেকে আজমির শতাব্দী এক্সপ্রেসে ভ্রমণ করেন রেলমন্ত্রী অশ্বানি বৈষ্ণব।

এ সময় তিনি ট্রেন পরিদর্শন করেন এবং যাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। তাদের কাছ থেকে রেলওয়ের সুবিধা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সম্পর্কেও তিনি জানতে পারেন। এ সময় যাত্রীরা মন্ত্রী বৈষ্ণবকে গত কয়েক বছরে ভ্রমণ অভিজ্ঞতার পরিবর্তনের কথা জানান। যাত্রীরা জানান, রেলওয়েতে এখন পরিচ্ছন্নতা বেশি। প্ল্যাটফর্ম পরিষ্কার থাকে। পরিদর্শনকালে রেলমন্ত্রী নিশ্চিত করেছেন যে বন্দে ভারত ট্রেনটি নয়াদিল্লি-জয়পুর রুটে চলবে। রুটে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সেমি-হাই-স্পিড ট্রেনের কার্যক্রম শুরু করা হবে।

বিজেপি বিধায়কের কর্মসূচিতে বিক্ষোভ তৃণমূলের

দেওয়ানহাট, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বিজেপি বিধায়ককে কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল। রবিবার কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বিজেপি কর্মী রতন পালের বাড়িতে 'বুথ সশক্তিকরণ' কর্মসূচিতে যোগ দেন। সেই সময় তৃণমূল নেতা-কর্মী সমর্থকরা ওই বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান। বিক্ষোভের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়।

রবিবার সকালে কোচবিহারের ঘুঘুমারি পালপাড়া এলাকায় ১৬৯ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী রতন পালের বাড়িতে 'বুথ সশক্তিকরণ' কর্মসূচিতে যোগ দেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। সেই সময় এলাকার তৃণমূল নেতা-কর্মী সমর্থকরা ওই বিজেপি কর্মীর বাড়ির সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিক্ষোভের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু তারপরও এলাকা ছাড়েননি তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা। বিধায়ক কর্মসূচি সেরে ফিরে যাওয়ার সময় বিক্ষোভকারীরা তাঁকে কালো পতাকা দেখায়।

শান্তিপুরে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নদীয়া, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ছেলের মৃত্যুর শোকে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী এক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের। ঘটনাটি ঘটেছে, নদীয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া বুইচা বসাকপাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম গৌরাঙ্গ বসাক(৪৮)। রবিবার সকালে বাড়ির তাঁত ঘরের ভেতরে ওই ব্যক্তিকে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃতদেহ দেখতে পায় পরিবারের লোকজন। মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে মৃত ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠায় ময়নাতদন্তে। পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি গত ১৮ বছর ধরে বেঙ্গালুরুতে একটি বেসরকারি সংস্থায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ কর্মরত ছিলেন। গত এক বছর আগে তার একমাত্র পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। তারপর থেকেই বেঙ্গালুরু থেকে ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে বাঁকুড়ার শ্বশুর বাড়িতে থাকতেন। একমাস আগে শান্তিপুর ফুলিয়ায় নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন তাঁরা। ছেলের মৃত্যুর পর থেকে সবসময় অন্যমনস্ক হয়ে থাকতেন গৌরাঙ্গ বসাক। তবে এই আত্মহত্যার পেছনে মানসিক অবসাদের কারণ বলে মনে করছেন গৌরাঙ্গ বসাকের পরিবার। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানার পুলিশ।

'এখন প্রোমোটাররা জমি পাচ্ছে না, তাই চাকরি বিক্রিতে ঢুকেছে': শমীক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : 'এখন প্রোমোটাররা জমি পাচ্ছে না, তাই চাকরি বিক্রিতে ঢুকে গিয়েছে'। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ প্রমোটার অয়ন শীলের সল্টলেকের এফ ডি ব্লকের ৩৮৮ নম্বর বাড়ি থেকে আডমিট কার্ড, ওএমআর শিট-সহ নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক নথি উদ্ধার হওয়ায় এমন প্রতিক্রিয়া দিলেন বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য।

বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য রবিবার বলেন, ''আজ যাঁরা তৃণমূল তাঁরা বাম আমলে স্লোগান দিতেন, প্রোমোটারের সরকার, আর নেই দরকার। সিপিএমের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তারা বহু সরকারি জমি ও ওয়াকফ বোর্ডের জমি প্রোমোটারদের হাতে তুলে দিচ্ছে। সেই নিয়ে তৃণমূল আন্দোলন করত। কিন্তু তৃণমূল সিপিএমের থেকে আরও এগিয়ে গিয়েছে।''শমীকের দাবি, তৃণমূল যে পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তির উপর দখলদারি করেছে তা সর্বকালীন রেকর্ড। এখন প্রোমোটাররা জমি পাচ্ছে না, তাই চাকরি বিক্রিতে ঢুকে গিয়েছে।

ঝাড়খণ্ডে আরও তিনজন করোনা আক্রান্ত

রাঁচি, ১৯ মার্চ (হি.স.) : রাজ্যে আরও তিনজন করোনা রোগী পাওয়া গেছে। রাঁচিতে দুইজন এবং দেওঘর জেলায় একজনের করোনা আক্রান্ত নিশ্চিত হয়েছে। রাঁচিতে ২৪ বছর বয়সী একজন পুরুষ এবং ৫১ বছর বয়সী এক মহিলার আক্রান্ত হয়েছেন। একই সঙ্গে দেওঘর থেকে এক রোগীর মধ্যে করোনা শনাক্ত হয়েছে। তিনটি রোগীর মধ্যে লক্ষণগুলি পাওয়ার পরে নমুনাগুলি রাঁচি আরআইএমএস-এ পরীক্ষা করা হয়েছে। তিনজনেরই টেস্ট রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। এর আগেও, ১৪ মার্চ রাঁচিতে দুজন রোগীর মধ্যে করোনা শনাক্ত হয়েছিল। আক্রান্ত দুজনই একই পরিবারের।প্রসঙ্গত, শনিবার ৮৬ বছর বয়সী একজন সংক্রমণে মারা গেছেন। মৃত জামশেদপুরের বাসিন্দা। এছাড়া তিনি নানা রোগে ভুগছিলেন। তিনি জামশেদপুরের টিএমএইচ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

নেশা কারবারের বিরুদ্ধে বিশাল সাফল্য পুলিশের, ৩ কারবারী সহ আটক ৩কোটি টাকা মুল্যের ব্রাউন সুগার

আমবাসা(ত্রিপুরা), মার্চ ১৯(হি স) : অবৈধ নেশা বাণিজ্যের বিরুদ্ধে বিশাল সাফল্য পেল সীমান্তবর্তী মহকুমা কমলপুরের পুলিশ। তিন নেশা কারবারী সহ আটক তিন কোটি টাকা মূল্যের ব্রাউন সুগার। বাজেয়াপ্ত দু''টি গাড়ি।

ঘটনা, গোপণ খবরের ভিত্তিতে শনিবার দিন ভর ২০৮ নং জাতীয় সড়কের কমলপুর থানার অধীন নানা জায়গায় তল্লাশি চালায় কমলপুর থানার পুলিশ। এর অঙ্গ হিসাবে শনিবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ জাতীয় সড়কের শ্রীরামপুর নাকা চেকিংয়ে এসডিপিও সুমন মজুমদার, ওসি সঞ্জয় লস্কর, এস আই বিপি ডার্লং এবং এস আই সৌরভ ভট্টাচার্য্যের নেতৃ, বিশাল পরিমাণ আধাসামরিক বাহিনী সহ টি আর ০১ এআর ১৭২৮ নম্বরের একটি আদা বোঝাই গাড়ি এবং একটি নম্বর বিহীন মারুতি নেক্সা আটক করে পুলিশ। আদা বোঝাই গাড়িটিতে তল্লাশি চালানোর সময় একটি গোপন চেম্বার দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। তখন গাড়ি দু''টি কে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। গোপণ চেম্বার ভেঙে ২৪৪ টি সাবান রাখার বাক্সে মোট তিন কিলো ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। এই ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকা বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকেরা। এই ঘটনায় দু,টি গাড়িকে বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এরা হল বক্সনগরের মাহাবুল আলম, জহর মিয়া এবং বিশালগড়ের পিকলু ভৌমিক।

পুলিশের এই ধরণের অভিযান আগামীদিনেও অব্যাহত রাখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ। হিন্দুস্থান সমাচার/অনিষ

চরম অব্যবস্থায় আমবাসা টাউন হলে উদযাপিত জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব

আমবাসা(ত্রিপুরা), মার্চ ১৯(হি স) চরম অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে হাতে গোণা কয়েকজন দর্শক নিয়ে রবিবার নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে আমবাসা টাউন হলে সম্পন্ন হল জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব।

এদিন ভারত সরকারের যুব কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন নেহরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে হয় জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতরের অধিকর্তা সুবিকাশ দেববর্মা। উপস্থিত থাকার কথা থাকলেও আসেন নি জেলা শাসক, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ জেলার একঝাক শীর্ষ আমলারা। এই অনুষ্ঠানের জন্য আগরতলা থেকে দুরদর্শন ও অল ইন্ডিয়া রেডিও র সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হলেও স্থানীয় সাংবাদিকদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাংবাদিকরা। এদিক অনুষ্ঠান শুরুর এক ঘন্টা আগে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্থানীয় চিঠি শেয়ার করায় তা জানতে পারেন স্থানীয় সংবাদিকরা। তবে এতবড় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কোন প্রচার না হওয়ায় স্থানীয় মানুষজন কোন কিছু জানতে পারেন নি। ফলে সুবিশাল টাউন হলে মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে সম্পন্ন হল জেলা ভিত্তিক উৎসব।

এই ঘটনায় জেলা জুড়ে সাধারণ মানুষজন এবং শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

জঙ্গলে পাতা তুলতে গিয়ে হাতির আক্রমণে মৃত্যু মহিলার

ঝাড়গ্রাম, ১৯ মার্চ (হি. স.) : জঙ্গলে কাঠ, পাতা সংগ্রহ করতে গিয়ে আবারও হাতির হানায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর ।রবিবার দুপুর দেড়টা নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার ওড়িশা সীমান্তবর্তী নয়াগ্রাম রেঞ্জের পাঁচকাহানিয়া বীটের ছোটোনেগুই এলাকায়।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত গৃহবধূর নাম দৈমন্তি মাহাত (২৫) বাড়ি বড়নেগুই গ্রামে।স্থানীয় ও বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন দুপুরে বড়নেগুই গ্রামের পাশে জঙ্গলে কাঠ, পাতা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন গ্রামের বেশ কয়েকজন মহিলারা। গ্রামের ওই মহিলাদের সাথেই দৈয়ন্তী মাহাতোও জঙ্গলে গিয়েছিলেন। কাঠ, পাতা সংগ্রহ করার সময় দৈমন্তী মাহাতো একটি হাতির মুখোমুখি হয়ে যায়। এরপর হাতিটি দেখতে পেয়ে তিনি পিছন ফিরে পালানোর সময় শুঁড় দিয়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই গৃহবধূর। পরে ওই গৃহবধূর চিৎকারে শুনে জঙ্গলে থাকা পাশাপাশি মানুষজনেরা এসে দেখেন একটি হাতি ওই গৃহবধূর উপর আক্রমণ চালিয়েছে। এরপর হাতিটিকে তাড়ানোর পর গৃহবধূকে উদ্ধার করে প্রথমে নয়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন। এরপর মৃত ওই গৃহবধূর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঝাড়্গাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়ে দেন। এদিকে মৃত মহিলার খবর গ্রামে পৌছানোর পরেই গোটা এলাকা জুড়ে নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া। বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে ওড়িশা সীমান্তবর্তী চাঁদাবিলা রেঞ্জ এলাকায় সাত থেকে আটটি হাতি রয়েছে। এই হাতি গুলি ওড়িশার দিক থেকে এসেছে বলে বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ওডিশা সীমান্তবর্তী নয়াগ্রাম ব্লকের কেশররেখা রেঞ্জের বালিমুন্ডি এলাকায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হয়েছে আটান্ন বছরের ধানী হেম্ব্রম নামে এক মহিলার। এদিকে একের পর এক হাতির হানায় মৃত্যু ও আহতের ঘটনা ঘটতে থাকায় উদ্বেগ বাড়ছে বনদফতরের। হাতির দলকে সামাল দিতে নাজেহাল অবস্থা বনকর্মীদের।

গত চার ফেব্রুয়ারি কেশররেখা রেঞ্জের জামডহরা গ্রামে হাতির আক্রমণে গুরুতর ভাবে জখম হয়েছিলেন ক্ষুদিরাম মুর্মু নামে এক ব্যক্তি। তার আগে গত ২৮ জানুয়ারি রাতে গিধনী রেঞ্জের বড়রাজগ্রামে হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে এক মহিলার। এবং ১৭ জানুয়ারি নিজের বাড়ির সামনে আগুন পোহানোর হাতির হানায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। এবিষয়ে খড়্গাপুর বন বিভাগের ডিএফও শিবানন্দ রাম বলেন,' ওই এলাকায় সাত থেকে আটটি হাতি রয়েছে। এদিন ওই গৃহবধূ জঙ্গলে কাঠ, পাতা সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন। সেই সময় একটি হাতির সামনে পড়ে গেলে তাঁকে শুঁড়ে ধরে আছাড় মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে। মৃত ব্যক্তির পরিবারকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবেন।'

ক্যানিংয়ে মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি

ক্যানিং, ১৯ মার্চ (হি. স.) পারিবারিক অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক ব্যক্তি। মৃতের নাম কর্ণ সর্দার(৬২)। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের বাহিরসোনা গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, দীর্ঘদিন ধরেই পারিবারিক অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। গতরাতে সকলের অলক্ষ্যে বিষ খান তিনি। এরপর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে এলে সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় কর্ণর। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে বাসন্তীতে অবরোধ

বাসন্তী, ১৯ মার্চ (হি. স.) বছরের পর বছর ধরে রাস্তার অবস্থা বেহাল হলেও সেই রাস্তা সংস্কার হচ্ছে না। প্রতিদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অটো, টোটো থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রীরা। গত সপ্তাহে এই রাস্তাতেই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক যাত্রীর। তবুও প্রশাসনের টনক নড়েনি। তাই এবার রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অবরোধ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করলেন অটো, টোটো চালক ও সাধারণ গ্রামবাসীরা। রবিবার সকালে এই ঘটনার জেরে দীর্ঘক্ষণ বাসন্তীর সরবেরিয়া থেকে কুমড়োখালি রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। পড়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে প্রায় দু ঘণ্টা বাদে অবরোধকারীদের হটিয়ে দেন।

দীর্ঘদিন ধরেই বাসন্তী ব্লকের চরাবিদ্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর কুমড়োখালি থেকে সরবেরিয়া বাজার পর্যন্ত প্রায় পাঁচ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা। রাস্তা কোনভাবেই চলাফেরার যোগ্য নেই। প্রতিদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়ছে গাড়ি। একদিকে যেমন প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে তেমনি খারাপ রাস্তার কারণে হাত পা ভাঙছে, গাড়ির ক্ষতিও হচ্ছে। এ বিষয়ে বারে বারে প্রশাসনের আধিকারিকদের জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। সেই কারণে এদিন সকাল থেকেই স্থানীয় মানুষদের সাথে নিয়ে অটো ও টোটো চালকরা অবরোধ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। স্থানীয় বাসিন্দা নুরুল জমাদার, সাব্বির শেখরা বলেন, "বারে বারে এই রাস্তার জন্য দরবার করেছি, বিধায়ককে জানিয়েছি কিন্তু কোন লাভ হয়নি। চলাফেরা করাই যাচ্ছে না। প্রতিদিন দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হচ্ছে।"

স্থানীয় অটো চালক আব্দুল্লাহ লস্কর, সুজাউদ্দিন গায়েনরা বলেন, " অটো, টোটো প্রতিদিন ভাঙছে, খারাপ হচ্ছে এই রাস্তার কারণে। সকলকে জানিয়েছি কিন্তু কোন লাভ হয়নি তাই এই অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। দ্রুত রাস্তা সারাই না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো।" এ বিষয়ে বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, " ওই রাস্তা সংস্কারের জন্য ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর পথশ্রী প্রকল্পে দেওয়া রয়েছে। আশাকরি দ্রুত রাস্তা সারাইয়ের অনুমোদন মিলবে।

ক্যানিংয়ে ট্রাক উল্টে দুর্ঘটনা, মৃত ১

ক্যানিং, মার্চ (হি. স.) ক্যানিংয়ে মুরগির গাড়ি উল্টে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল খালাসির। মৃতের নাম খোকন বিশ্বাস(৩২)। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিংয়ের গোপালপুর গোলকপাড়া এলাকায়।

উত্তর ২৪ পরগনার বাদুরিয়ার বাসিন্দা খোকন চালকের সঙ্গে ট্রাকে করে পোল্ট্রি ফার্ম থেকে মুরগি নিতে এসেছিল ক্যানিংয়ে। সেখানেই আচমকা ট্রাক উল্টে যায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে চালক ও খালাসিকে উদ্ধার করলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় খোকনের। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বাংলাদেশের ওড়াকান্দিতে শুরু স্নানোৎসব, দেশ-বিদেশের মতুয়া ভক্তের ভিড় ঠাকুরবাড়িতে

ঢাকা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বাংলাদেশের গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার ওড়াকান্দিতে রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্ববৃহৎ স্নানোৎসব ও তিন তিনব্যাপী মহাবারুণী মেলা। এ উপলক্ষে কয়েকদিন আগে থেকে শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে হাজার হাজার মতুয়া ভক্তরা আসতে শুরু করেছেন। ঠাকুরবাড়ি ঘেঁষে বসেছে কয়েক হাজার দোকানপাট। জানা গেছে, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ফাল্গুন মাসের মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে প্রতি বছর ওড়াকান্দিতে এ স্নানোৎসব ও বারুণী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবার শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১২তম আবির্ভাবোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ উৎসবকে ঘিরে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশ, নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কাসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে কয়েক লাখ মতুয়া ভক্তের আগমন ঘটবে ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়িতে।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, স্নানোৎসবে যোগ দিতে হাজার হাজার মতুয়া ভক্ত ও অনুসারীরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে ঠাকুর বাড়িতে সমবেত হয়েছেন। কেউ কেউ ঠাকুর বাড়িতে বিছানা পেতে স্নানের অপেক্ষায় আছেন। কেউ কেউ দোকানপাট পেতে বসেছেন।

স্নান উৎসবকে ঘিরে ঠাকুর বাড়ির পাশ ঘেঁষে ৬০ একর জায়গাজুড়ে বসেছে লোকজ মেলা। মেলায় কাঠ, বাঁশ, বেত, মাটির তৈরী জিনিসপত্র ও খেলনা সামগ্রী, তালপাখা, চানাচুর, মিষ্টি দোকান, হোটেল-রেস্তোরার দোকান বসেছে।বাগেরহাটের মোড়েলগঞ্জের আমবাড়িয়া গ্রাম থেকে আসা বিপুল কুমার মিস্ত্রী বলেন, আমি প্রতি বছর ওড়াকান্দি ঠাকুর বাড়িতে আসি। গত দু'বছর করোনার কারণে আসতে পারিনি। এবার কয়েকদিন আগেই এখানে চলে এসেছি। ঠাকুরের পূর্ণভূমিতে আসতে পেরে খুবই ভাল লাগছে।উৎসবকে সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে ঠাকুর বাড়ি এলাকায় বসানো হয়েছে সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ চৌকি ও সিসি ক্যামেরা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে নেয়া হয়েছে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। পুলিশের পাশাপাশি মতুয়া সংঘের ২ শতাধিক স্বেচ্ছাসেবককর্মী দায়িত্ব পালন করবেন।স্নানোৎসব ও মেলা পরিচালনা কমিটির সভাপতি শ্রী পদ্মনাথ ঠাকুর জানান, শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের আবির্ভাবোৎসব উদযাপন উপলক্ষে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ভক্তদের জন্য বিশুদ্ধ খাবার পানি, প্রস্রাব-পায়খানা ও স্নান করে মহিলাদের কাপড় পাল্টানোসহ সকল ধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিভিল সার্ভিস অফিসার এসোসিয়েশনের উদ্যোগে বিশালগড়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মার্চ।। রক্তদান মহৎ দান। রক্তের ধর্ম নেই,জাত নেই,লিঙ্গ নেই।রক্ত তৈরীর বিকল্প ব্যবস্থাও নেই।তাই রক্ত সংকট দূর করতে সমাজের সকল অংশের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। রবিবার ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন এবং বিশালগড় মহাকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান অনুষ্ঠানে এসে এ কথা গুলো বললেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা।ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস এসোসিয়েশন এবং বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় রবিবার বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হল ঘরে।উক্ত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় বিধানসভার বিধায়ক সুশান্ত দেব, কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা দেব সরকার, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, জেলা শাসক ড় সন্দীপ আর রাঠোর, এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সরকার, বিশালগড় মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবক নবাদল বনিক প্রমুখ। রবিবার আয়োজিত রক্তদান অনুষ্ঠানে মোট ১১৩ জন রক্তদান করেন।এই রক্তদান অনুষ্ঠানে টিসিএস অফিসার, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক সহ স্থানীয় নাগরিকরা উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা বলেন ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্তের সংকট দেখা দিয়েছে। তাই আমি খবরের কাগজ এবং সামাজিক মাধ্যমে রক্তের সংকট দূরীকরণে সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানাই। এরপর বিভিন্ন সংগঠন রাজ্য জুড়ে রক্তদান শিবির করছে। রক্ত বেশিদিন সংরক্ষণ করা যায় না।তাই চাহিদার সঙ্গে যোগানের ভারসাম্য বজায় রেখে শিবির করতে হবে। সারা বছর এই প্রক্রিয়া জারি রাখলে আর সমস্যা হবে না।একমাত্র অসুস্থ রোগীকে রক্তদান করে সুস্থ করে তুলতে পারে মানুষই। তিনি অফিসারদের উদ্দেশ্যে বলেন আপনাদের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়। আপনাদের অধিকার রক্ষায় সরকার আন্তরিক। কিন্তু যে আস্থা রেখেছিলাম তার ফল পাইনি। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের স্বচ্ছতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। এদিন বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাঁশ বেতের তৈরি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের বিজয় রথের প্রতীক তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক অসীম সাহা বলেন ২২ টি মহকুমায় রক্তদান শিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংগঠন। আগামী দিনে মহকুমার অন্যান্য সংগঠন গুলোকে ও অনুরূপ রক্তদান শিবির করার আহ্বান জানান মহাকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস।

পূণ্যার্থীরা

● প্রথম পাতার পর

মতো মিলনে আবদ্ধ হয়েছিল। ২০১৮ সালের থেকে এই বারুনী স্নান উপলক্ষে মিলন মেলাতে দুই দেশের লোকজনদের মধ্যে আর মিলন দেখতে পাওয়া যায় না।একসময় এই মেলাতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছোট বড় বহু ব্যবসায়ীরা একদিনের এই মেলাতে অংশগ্রহণ করতেন। আর বর্তমানে এই মেলাতে তেমন কোন উপচে পড়া ভিড় দেখা যায় না।ব্যবসায়ীরাও আগের মতন আসেন না।প্রতিবছর বারুনী স্নান আসলে সাব্রুম মহকুমা বাসী ঐদিনের ইতিহাসের কথা প্রতি মুহূর্তে হৃদয়ে মনে পড়ে।প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও বারুনী স্নান করে সাব্রুম মহকুমারের বিভিন্ন স্থানে লোকজনরা শিব বাবা ভোলানাথের আরাধনায় ব্রত হয়ে গাজন নিত্য শুরু করেন। এই গাজন নিত্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে প্রায় সারা রাত্রি যাবত মহকুমারের বিভিন্ন এলাকার লোকজনদের বাড়ীতে গিয়ে একমাস যাবত চলবে। ৩১-শে চৈত্র তথা সংক্রান্তির দিন শিব বাবা ভোলানাথের গাছ ঘুরিয়ে এই গাজন নিত্য শেষ হবে। আজ রাজ্যেও চৈত্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে পূন্যার্থীরা ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে বারুণী স্নান করেছেন। রাজ্যের সর্বত্রই এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে শতভিষা নক্ষত্র যোগ হলে সেই তিথি বারুণী নামে পরিচিত।এই তিথিতে স্নান করলে বহুশত সূর্যগ্রহনের জন্য গঙ্গাস্নানের যে ফল সেই ফল লাভ করা যায়।হিমালয় কন্যা গঙ্গার অপরনাম বারুণী। বারুণী স্নান এখানে গঙ্গা স্নানেরই প্রতিরূপ।বাঙলা সনের প্রতি চৈত্র মাসের শতভিষা নক্ষত্রযুক্ত মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে এই স্নান অনুষ্ঠিত হয়।শাস্ত্র মতে এই স্নানটি বস্তুত্ব হিন্দু ধর্মীয় একটি পূন্য স্নান উৎসব।জীব জগতের পঙ্কের মধ্যে পথ চলতে গিয়ে পাপাচারে পূর্ণক্লেদাক্ত মুনস্যকুল এই পূণ্য স্নানের মধ্যমে পাপ মুক্ত হয়।

যুব উৎসব

● প্রথম পাতার পর

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে স্থানীয় চিঠি শেয়ার করায় তা জানতে পারেন স্থানীয় সংবাদিকরা। তবে এতবড় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কোন প্রচার না হওয়ায় স্থানীয় মানুষজন কোন কিছু জানতে পারেন নি। ফলে সুবিশাল টাউন হলে মাত্র কয়েকজনকে নিয়ে সম্পন্ন হল জেলা ভিত্তিক উৎসব। এই ঘটনায় জেলা জুড়ে সাধারণ মানুষজন এবং শিল্প সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রীতিলতা ও স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ (হি স)। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগের প্রকৃত ঘটনাগুলো এই প্রজন্মের অনেকের কাছে অজানা। এগুলো বিস্মৃত হয়ে গেলে জাতির মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে পড়বে। বিপ্লবীদের কথাগুলো এই প্রজন্মের কাছে আরও বেশি করে তুলে ধরা উচিত।'' রবিবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার এক আলোচনায় এই মন্তব্য করেন বিধায়ক তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার।

শহীদ সূর্য সেন ভবনে এ দিন দেখানো হয় প্রদীপ ঘোষ পরিচালিত 'বীরকন্যা প্রীতিলতা' ছবিটি। তার আগে এক আলোচনাসভায় দেবাশিসবাবু বলেন, ''সবাইকে বোঝাতে হবে কেবল কথায় স্বাধীনতা আসেনি। এর জন্য অনেক রক্ত ঝড়াতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের উল্লেখ করেন দেবাশিসবাবু।

এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি পল্লব সেনগুপ্ত প্রীতিলতার বিপ্লবী সত্বার কথা আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী'-র কথা বলেন। চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সভাপতি সালাহউদ্দিন মোঃ রেজা বলেন, ''প্রীতিলতার এই অমর বীরত্বের কথা সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত''। 'বীরকন্যা প্রীতিলতা' এবং স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসঙ্গে মূল্যায়ণ করেন বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার সভাপতি লীলা পুরকায়স্থ, সংস্থার সহ সভাপতি তথা এশিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডঃ সত্যব্রত চক্রবর্তী, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ডঃ সাজ্জাদ হোসেন, ছবির পরিচালক প্রদীপ ঘোষ প্রমুখ।

মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রযোজক ডা. মং উষা থোয়াই মারমা, চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক দেবদুলাল ভৌমিক, ছবির সহযোগী প্রযোজক শারমিনা চৌধুরী প্রমুখ। চট্টগ্রামের আন্দোলন প্রসঙ্গে নিজের লেখা একটি বই প্রসঙ্গে বলেন বিপ্লবতীর্থ চট্টগ্রাম স্মৃতি সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক অজয় সেন। সংযোজনায় ছিলেন সংস্থার অপর যুগ্ম সম্পাদক তপন বিকাশ দত্ত। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন পিনাকি চক্রবর্তী এবং চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের কার্যনির্বাহী পরিষদের অন্যতম সদস্য জসিমুদ্দিন চৌধুরী সবুজ।

সভাপতির

● প্রথম পাতার পর

বসে থাকলে চলবে না আসন্ন লোকসভা নির্বাচন সহ অন্যান্য নির্বাচনের জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে। তিনি বলেন যেসব বুথ তুলনামূলকভাবে দুর্বল সেই সব এলাকা চিহ্নিত করে সেগুলিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। প্রদেশ সভাপতি বলেন রাজ্যে যাতে কোথাও এখন আর বিজয় মিছিল সংঘটিত না করা হয় সেই নির্দেশ মেনে চলতে হবে। তিনি বলেন যারা আমাদেরকে ভোট দিয়েছেন তারা যেমন আমাদের আপনজন ঠিক তেমনি যারা ভোট দেননি তাদেরকেও আপন করে নিয়ে তাদের মন জয় করতে হবে। রাজ্যের সর্বত্র শান্তি সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে কার্যকর্তাদের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার জন্য তিনি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাংলাদেশী মহিলা

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের খুলনার বাগেরহাটে। তার কাছে পাসপোর্ট থেকে শুরু করে কোন বৈধ কাগজপত্র কিছুই নেই। প্রশ্ন হল এত নিরাপত্তার মধ্যে কি করে চোরাপথে বাংলাদেশ থেকে এই দেশে আসে এবং দিল্লী পর্যন্ত যেতে পারে। এখন যদিও মেয়েটির গতিবিধি নিয়ে পুলিশি তদন্ত শুরু হবে।

প্রশ্ন হল মানব পাচারকারী সুমন মিয়ার নামে অনেক অভিযোগ থাকলেও পুলিশ কিংবা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ কেন এই মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না প্রশ্ন সাধারণ মানুষের। যদিও মেয়েটিকে পাচার করে দেওয়ার জন্য সহযোগী হিসেবে মিলন মিয়া নামে আমজাদ নগরের এক ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। এইদিকে বিএসএফের মিলন মিয়ার উপর সন্দেহ হওয়ায় আটক করে মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু এই কাজে সে জড়িত নয় বলে জানায়।

তেলিয়ামুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

সুপর্ণা দেববর্মা নামের দুজন এবং লড়িটির চালক জাহিরুল ইসলাম। দুর্ঘটনার বিকট শব্দে ছুটে আসে এলাকার লোকজন এবং এই ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় তেলিয়ামুড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীদের। অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে আহতদের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের জরুরী কালীন বিভাগে।

পহরমুড়ায়

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ এই চুরির ঘটনার সঙ্গে স্থানীয় দুর্বৃত্তরা জড়িত রয়েছে। এ ব্যাপারে খোয়াই থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এই ঘটনার কোন কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। পহরমুড়া বাজারে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে।

রাহুল গান্ধীর

● প্রথম পাতার পর

দিল্লি পুলিশ যে প্রশ্নমালা পাঠিয়েছে, তার বিস্তারিত জবাব দিতে রাহুল ৮-১০ দিন সময় চেয়েছেন বলে খবর।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাহুলের 'ভারত জোড়ো যাত্রা' সফল হয়েছে বলে মত কংগ্রেস নেতাদের। এই কর্মসূচির পর আদানিকাণ্ডে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন রাহুল। পাল্টা একাধিক কর্মসূচিতে কংগ্রেসকে বিঁধতে দেখা গিয়েছে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। এই আবহে রাহুলের বাড়িতে দিল্লি পুলিশের যাওয়া নিয়ে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, পুরোটাই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বাসভবনে দিল্লি পুলিশের দেওয়া নোটিশকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটি নতুন উপায় বলে বর্ণনা করেছে কংগ্রেস। দলীয় নেতারা বলেন, আদানি ইস্যু থেকে দৃষ্টি সরাতে সরকার এমন কৌশল অবলম্বন করছে।

দলের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ, নেতা অভিষেক মনু সিংভি এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট রবিবার কংগ্রেস সদর দফতরে একটি যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন করে দিল্লি পুলিশের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্রের নির্দেশে করা হয়েছে বলে অভিহিত করেছেন। সিংভি বলেন, আজ হয়রানি, ভয় দেখানো এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসার একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ৪৫ দিন আগে রাহুল যা বলেছিলেন তার জন্য ৩ দিনের মধ্যে দুবার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। রাহুল আগেই বলেছিলেন যে তিনি এই বিষয়ে শীঘ্রই উত্তর দেবেন।

মুখ্যমন্ত্রী গেহলট বলেন, একজন নেতা হিসাবে আমরা অনেক যাত্রা, জনসভা এবং সমাবেশ করি। আমরা জনসাধারণের কাছ থেকে মত বিনিময় করি। এমতাবস্থায় তাদের উপর ভিত্তি করে পুলিশের পদক্ষেপ। দেশের ইতিহাসে এমন ঘটনা আগে কখনও ঘটেনি।

জয়রাম রমেশ বলেন, বিরোধীদের ১৬ টি দল সর্বসম্মতভাবে আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্ত চায়। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমাদের এই দাবি মানতে হবে। রাহুল গান্ধী যখন সংসদে এই বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন, তখন থেকেই সরকার কোনও না কোনও অজুহাতে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালাচ্ছে।

টিএমসি-র বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে, সাগরদিঘিতে টাকার খেলা চলছে : মমতা

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : সাগরদিঘিতে হারের পর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মুর্শিদাবাদ দিয়ে শুরু হল তৃণমূলে নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক। রবিবার সেই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী তোপ দাগেন, "টিএমসি-র বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হচ্ছে।সাগরদিঘিতে টাকার খেলা চলছে।" তাঁর আরও বিস্ফোরক বক্তব্য, "অধীররঞ্জন চৌধুরী আরএসএস-এর হয়ে কাজ করছে।"

রবিবার মুর্শিদাবাদের জেলার নেতাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে বসেই সেই ভার্চুয়াল বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিকরাও। সাগরদিঘির উপনির্বাচনে হারের ক্ষত ভুলে সবাইকে একসঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাজে ঝাঁপানোর নির্দেশ দিলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে ফোনে আলোচনা সেরেছেন তিনি। ফোনের লাউডস্পিকার অন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সকলকে শোনানো হয়। নেত্রীর সঙ্গে কথা বলেন জেলার সাংসদ, বিধায়ক-সহ ৬ নেতা। তৃণমূল সুপ্রিমোর সাফ বার্তা, সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হয়েছে। সাগরদিঘিতে টাকার খেলা চলেছে। কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্বকে মাঠে নেমে সরকারি প্রকল্পগুলির বিশেষত সংখ্যালঘুদের জন্য যে যে কাজ হয়েছে, তা সবিস্তারে জানানো, বোঝানোর কাজ করতে হবে। শুনতে হবে অভাব-অভিযোগের কথা। ১৯ মিনিট ধরে নিজের বক্তব্য রাখেন মমতা।

জেলা নেতৃত্বের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পর মুর্শিদাবাদ সফরে যাবেন বলে জানিয়েছেন নেত্রী। জেলার নেতাদের তিনি বলেন, "দল যে কর্মসূচী দিয়েছে সেই কাজ করতেই হবে। জেলায় মানুষ কোন কোন বিষয়ে অভাব-অভিযোগ জানাচ্ছেন, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই দলের কাছে রিপোর্ট আসছে। তাহলে জেলার জনপ্রতিনিধিরা কী করছেন? মানছি, সাগরদিঘিতে আমরা হেরেছি। তবে সেখানে অনৈতিক জোট হয়েছিল, টাকার খেলা চলেছে। সংখ্যালঘুদের ভুল বোঝানো হয়েছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। তবে ভোটের ফলে সবকিছু স্থির হয় না। প্রতি পঞ্চায়েত ও ব্লকে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজ করতে হবে।'

চালসায় নর্দমা থেকে উদ্ধার হরিণের দেহ

চালসা, ১৯ মার্চ (হি.স.) : চালসা পথের সাথী আবাস থেকে উদ্ধার হল হরিণের দেহ। রবিবার রাত্রে পথের সাথী আবাসের কর্মীরা আবাসের পিছনের নালায় একটি হরিণকে মৃত অবস্থায় দেখতে পায়। ঘটনার চাউর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন খুনিয়া স্কোয়াডের কর্মীরা। পরে তাঁরা হরিণের দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

খুনিয়া স্কোয়াডের রেঞ্জার সজল কুমার দে বলেন, হরিণটিকে উদ্ধার করে লাটাগুড়ি প্রকৃতি বিক্ষণ কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্ত করা হবে। আবাসের কর্মী মিনা দাস বলেন, এদিন রাত্রে জানতে পারি একটি হরিণ আবাসের পিছনে মৃত অবস্থায় আছে। যেহেতু এলাকাটি পিছনে তাই আমরাও দেখিনি কিভাবে হরিণ টি মারা গেছে। আনুমানিক কোনও ভাবে ড্রেনের মধ্যে পড়ে হরিণটির মৃত্যু হয়েছে।

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে ঠাকুরনগরে শুরু স্নানোৎসব, মতুয়া ভক্তের ভিড় ঠাকুরবাড়িতে

ঠাকুরনগর, ১৯ মার্চ (হি.স.) : ঠাকুরনগরে শুরু হল মতুয়াদের মহাস্নানোৎসব ও বারুণি মেলার। রবিবার শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্মতিথিতে কয়েক লক্ষ মতুয়া ভক্ত পুণ্য লাভের আশায় ঠাকুরবাড়ির কামনা সাগরে স্নান করেছেন।উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগর বারুণি মেলা উপলক্ষে ভক্ত সমাগম। লক্ষ লক্ষ মতুয়াদের সমাগম। আজ রবিবার হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১২ তম জন্মতিথি। সেই উপলক্ষে কয়েক লক্ষ মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্ত পুণ্য লাভের জন্য কামনা সাগরে স্নান করেছেন। সময় যত গড়াচ্ছে ততই মতুয়া সম্প্রদায়ের ভক্তদের ভিড় বাড়ছে ঠাকুরনগর ঠাকুরবাড়িতে। তিথি মেনে সকাল ৫টা বেজে ৫৭ মিনিটে থেকে স্নানের পুণ্য যোগ শুরু হয়েছে।রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগরে শুরু হচ্ছে মতুয়া ধর্মগুরু হরিচাঁদ ঠাকুরের ২১২ তম জন্মতিথি এবং মতুয়া ধর্ম মহামেলা। ৭ দিনের এই মেলায় যোগ দিতে মতুয়া ধামে আসতে শুরু করেছেন ভক্তরা। মেলায় যোগ দিতে শনিবারই ঠাকুরবাড়িতে আসেন কেন্দ্রীয় জাহাজমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোওয়াল। তাঁকে স্বাগত জানান কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর।শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী ট্যুইট করেন, মতুয়া মহামেলা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। তা মতুয়া সম্প্রদায়ের সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। আমার অনুরোধ, সবাই এই মেলা দেখুন...দয়া ও সেবার পথ দেখানোর জন্য ঠাকুর শ্রীশ্রী হরিচাঁদজীর প্রতি মানবজাতি চিরঋণী হয়ে থাকবে।সারা ভারত মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, "এই রাজ্যের অপদার্থ মুখ্যমন্ত্রী যিনি হরি গুরুচাঁদকে অসম্মান করে আনন্দে আটখানা হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে...রাজ্য সরকারের কোনও প্রয়োজন আমাদের পড়বে না"ঠাকুরনগরের মতুয়া মেলায় পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করছে পূর্ব রেল। শিয়ালদহ ডিভিশনের বনগাঁ শাখায় আপ-ডাউন মিলে মোট ১৪টি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। শিয়ালদহ-বনগাঁ ছাড়াও গেদে-ঠাকুরনগর, কৃষ্ণনগর-ঠাকুরনগর, কাঠগোদাম-ঠাকুরনগর রুটেও একাধিক স্পেশাল ট্রেন চালানোর ঘোষণা করা হয়েছে রেলের তরফে।

দুর্গাপুর এনআইটিতে "স্পিকম্যাকে"র খ্যাতনামা শিল্পীদের নিয়ে ৫ দিনের কর্মশালা

দুর্গাপুর, ১৯ মার্চ (হি. স.) ভারতীয় সংস্কৃতিকে যুব সমাজে প্রসার ঘটাতে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্র সরকার। দেশের বিভিন্ন নামীদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খ্যাতনাম জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের নিয়ে কর্মশালার উদ্যোগ নিয়েছে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ, তথ্য সংস্কৃতি, ক্রিড়া ও যুবকল্যান মন্ত্রক। করোনা আবহের পর আবারও নতুন করে ওই তিন মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় স্পিক ম্যাকের ত্বত্ত্বধানে যুবসমাজে ভারতীয় সংস্কৃতির উৎসাহ দিতে শুরু হয়েছে কর্মশালা। সম্প্রতি এমনই এক মনজ্ঞ কর্মশালা চলছে দুর্গাপুর জাতীয় প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় এনআইটিতে। সন্ধ্যায় সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের সঙ্গে রয়েছে পড়ুয়াদের নিখরচায় প্রশিক্ষনের কর্মশালা। আর তাতেই উৎসাহ বাড়ছে যুবসমাজের মধ্যে। প্রসঙ্গত, স্পিক ম্যাক মুলত হেরিটেজ ক্লাব। যার পুরো নাম সোসাইটি ফর দ্যা প্রোমোশন অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিকাল মিউজিক এন্ড কালচার অ্যামঙ্গেস্ট ইয়ুথ। ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন তৎকালীন দিল্লী আইআইটির বরিষ্ঠ অধ্যাপক কিরন শেঠ। উদ্দেশ্য ছিল ক্লাসিকাল, লোকনৃত্য, ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যুবসমাজকে উৎসাহি করা। ২০০৯ সালে তাঁর ওই অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে বেশ কয়েকটি শাখা তৈরী হয়। দেশের বিভিন্ন নামী দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খ্যাতনাম জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের নিয়ে অনুষ্ঠান ও কর্মশালা করা হয়। যার খরচ বহন করে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ, তথ্য সংস্কৃতি, ক্রিড়া ও যুবকল্যান মন্ত্রক। ২০১৪ সাল থেকে দুর্গাপুর এনআইটিতে এধরনের কর্মশালা শুরু হয়েছে। ওইসময় শুধু অনুষ্ঠান ও পড়ুয়াদের বিভিন্ন নৃত্যও বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব হত। ২০১৯ সাল থেকে যুবসমাজের মধ্যে খ্যাতনাম শিল্পীদের দিয়ে নিখরচায় হাতে কলমে শেখানোর কর্মশালা শুরু হয়। করোনা আবহে এধরনের কর্মশালা বন্ধ ছিল। ২০২২ সালে এই কর্মশালা পুনরায় শুরু হয়। ওই বছর পটচিত্র তৈরী শেখানোর ওপর কর্মশালা হয়েছিল। চলতিবছর গত ১৫ মার্চ থেকে ৫ দিনের এই কর্মশালা ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। এবারে কারু শিল্প ছৌনৃত্যের মুখোশ তৈরী ও ভারতনাট্যম নৃত্য প্রশিক্ষণের কর্মশালা রয়েছে। ছৌনৃত্যের মুখোশ তৈরী করা শেখাচ্ছেন পুরুলিয়ার বিখ্যাত শিল্পী জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ধর্মেন্দ্র সুত্রধর।তিনি বিগত ৩২ বছর ধরে এই কারু শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। রামায়ন, মহাভারত কিম্বা পৌরানিক কাহিনীর নানান চরিত্রের মুখোশ তৈরীর পাশাপাশি নিজস্ব কিছু সৃষ্টি মুখোশ তৈরী করেছেন। পরুবেশ দুষন, অসহায় কৃষক, নজরকাঠি, সৎ অসৎ সবই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। ২০১৮ সালে মুসুর ডাল, বিউলি ডাল, চাল, ধান, পাঠ ও রং দিয়ে ঘটৎকচতৈরী করে জাতীয় পুরস্কার সম্মানে নির্বাচিত হন। চলতি বছর কয়েকদিন আগেই ওই পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়াও রাজ্য সরকারের কারু শিল্প প্রতিযোগিতায় ২০১৫ সাল থেকে পর পর তিনবার প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। ২০১৯-২০ সালে এমএসএমই থেকে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন। ২০২২ সালে জিআই রেজিস্টার পায় তার শিল্পকলা। এনআইটিতে ধর্মেন্দ্রবাবুর প্রশিক্ষনে ৪০ জনের ওপর আসানসোল, দুর্গাপুর, বাঁকুড়া, বীরভুম, কোলকাতা সহা রাজ্যের নানান প্রান্তের পড়ুয়া ও উৎসাহী যুক যুবতীরা অংশ নিয়েছে। পাঁচদিনের নির্দিষ্ট সময়ে দুর্গাপুর এনআইটির কমিউনিটি হলে প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়েছে।এদিন প্রশিক্ষক তথা জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী ধর্মেন্দ্র সুত্রধর বলেন,' খুব ভাল লাগছে। যেখানে দেশ বিদেশের প্রযুক্তি কারিগরি তৈরী হয়। সেখানে পড়ুয়াদের মধ্যে ছৌনৃত্যের মুখোশ তৈরী আগ্রহ দেখে নিজেকে গর্বিত মনে হচ্ছে। এই শিল্পরপ্ত করতে পারলে, যুবক যুবতীরা স্বনির্ভরতার আশা দেখবে।' এছাড়াও ভারতনাট্যমের ওপর কর্মশালা রয়েছে। যার প্রশিক্ষক দুরদর্শন খ্যাত ভারতনাটম্য শিল্পী ডঃ লক্ষ্মী রামস্বামী। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অতিথী অধ্যাপিকা। ভারতনাট্যামের ওপর মাস্টারডিগ্রি পড়ুয়াদের জন্য একাধিক পাঠ্যবই লিখেছেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রক থেকে সিনিয়র স্কলারসিপ পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর নিজস্ব ভারতনাট্যম নৃত্য শেখানোর প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা নৃত্য শিখে দেশ বিদেশে নানান ডিগ্রি ও সম্মান পেয়েছেন। তামিলনাড়ুর সঙ্গীত নাট্য অ্যাকাডেমির ''কালাইমামনি'' পুরস্কারও পেয়েছেন লক্ষ্মী রামস্বামী। সরকারের সহযোগিতায় দু হাজার বছর আগে ''সঙ্গম'' পয়েট্রির ওপর গবেষনা করে নৃত্য উপস্থাপনা করেছেন। শাস্ত্রীয় বিষয় ছাড়াও নানান বিষয়ে গবেষনা করে নৃত্য উপস্থাপনা করেছেন তিনি। সঙ্গে এসেছেন তাঁর ছাত্রী যাজ্ঞসেনী চট্টোপাধ্যায়। গত ১৫ মার্চ থেকে দুর্গাপুর এনআইটিতে দেড়''শ পড়ুয়া প্রশিক্ষন দিচ্ছেন। এদিন ডঃ লক্ষ্মী রামস্বামী বলেন,' পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতির নৃত্য শিল্পের প্রসার ঘটানোই মূল লক্ষ্য। তার জন্য কর্মশালা। এবারে নতুন, পুরোনো, যুবক যুবতী শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের মধ্যে নতুন কিছু নৃত্যের শিল্পকলা চর্চা ও তুলে ধরা হচ্ছে। প্রশিক্ষনের শেষদিনে এনআইটির অডিটোরিয়ামে শিক্ষার্থীদের নৃত্য প্রদর্শনী সুযোগ থাকবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে উৎসাহ দেখে খুব ভালো লাগছে।' এনআইটির স্পিক ম্যাকের এই কর্মশালার দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক জীতমূন্য চক্রবর্তী ও নীলাঞ্জন চট্টরাজ বলেন,'এধরনেরব কর্মশালার উদ্দেশ্য, যুবসমাজ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার প্রসার ঘটানো। সমাজের সর্বস্তরের উৎসাহি যুবক যুবতীদের মধ্যে ক্লাসিকাল, লোকনৃত্য, কারুশিল্পের বিনামূল্যে প্রশিক্ষনের কর্মশালা রাখা হয়েছে। এছাড়াও তিনদিন সন্ধ্যায় সিতার, ফ্লুট, ওডিসি নৃত্য, ভারতনাট্যম, হিন্দুস্তানি ভোকালিস্টের ওপর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান রয়েছে।'

াঙ্গন

বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে শতদলকে হারিয়ে ওপিসি কো: ফাইনালে

শতদল:- ১৩৩/৬(২৮) ওপিসি:- ৮৭/৪(১৬.২)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। ওল্ড প্লে সেন্টার কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছলো। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে ভিজেডি ও অন্যান্য মেথডে হেরে বিদায় শতদল সংঘের। খেলা ছিল এমবিবি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত তপন মেমোরিয়াল নকআউট টুর্নামেন্ট। সকালে বৃষ্টির জন্য ম্যাচ শুরুতে প্রায় সোয়া তিন ঘন্টা দেরি হওয়ায় ম্যাচের পরিধি কমিয়ে নেওয়া হয়। ২৮ ওভারের ম্যাচ শুরুতে টস জিতে ওপিসি প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে শতদল সংঘ সীমিত ২৮ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রঞ্জিত দেববর্মার ৪৬ রান এবং সম্রাট সিনহার ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য।

রঞ্জিত ৫৬ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৪৬ রান পায়। ওপিসি-র দুর্লভ রায় ৬ রানে দুটি এবং সুজিত চন্দ্র দাস, দীপেন বিশ্বাস ও সাহিল সুলতান প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নামলে ঠিক একইভাবে বৃষ্টির কারণে ওপিসি-র সামনে টার্গেট রাখা হয় ১৮ ওভারে ৮৭ রানের। সেক্ষেত্রে ১৬.২ ওভার খেলে ওপিসি চার উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়।

দলের পক্ষে নবারুন চক্রবর্তী সর্বাধিক ২৪ রান পায়। অধিনায়ক রাহুল চন্দ্র সাহা ২২ রানে এবং সাহিল সুলতান ১৩ রানে অপরাজিত থেকে দলকে জয় এনে দেয়। বিজয়ী দলের দুর্লভ রায় প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাব পেয়েছে। উল্লেখ্য, নক আউটের ক্রীড়া সূচি অনুযায়ী ২৩ মার্চ চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে ওপিসি খেলবে ফুলিঙ্গের বিরুদ্ধে।

তপন স্মৃতি ক্রিকেটে ব্লাডমাউথকে সহজে হারিয়ে স্ফুলিঙ্গ কো:ফাইনালে

স্ফুলিঙ্গ:- ২০৯/৫(২৩) ব্লাডমাউথ:- -১৩৬/১০(২২.৫)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।।বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে বড় ব্যবধানে জয় পেলো স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। জয় পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছে গেলো সদ্য সুপার ডিভিশনে সেরা স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। ২৩ মার্চ তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল স্ফুলিঙ্গ খেলবে ও পি সি-র বিরুদ্ধে। রবিবার স্ফুলিঙ্গ ৭৩ রানে পরাজিত করে ব্লাডমাউথ ক্লাবকে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতায়। নরসিংগড় পুলিস ট্রেণিং আকাদেমি মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এদিন খেলা হয় ২৩ ওভারের।

বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ের পর খেলা শুরু হওয়ায় ওভার কমিয়ে আনা হয়।

সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট নিয়ে স্ফুলিঙ্গ নির্ধারিত ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ২০৯ রান করে। দলকে বড় স্কোর গড়াতে মুখ্য ভূমিকা নেন মারকুটে ব্যাটসম্যান শ্রীদাম পাল। শ্রীদাম ৩৫ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫১, জয়দীপ বনিক ৪৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৫৪,বিক্রম কুমার দাস ২৪ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৮,সন্দীপ তোমর ১৭ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারি ও ৩ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩১ এবং অভিজিৎ সরকার ৬ বল খেলে১ ২ টি বাউন্ডারি ও ২ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ১৬ রান করেন।

ব্লাডমাউথের পক্ষে স্বপন দাস (২/৬৪) সফল বোলার। জবাবে খেলতে নেমে জয়দীপ ভট্টাচার্য-র (৩/৩২) ভেলকির সামনে ১৩৬ রানে গুটিয়ে যায় ব্লাডমাউথ ক্লাব। দলের পক্ষে দিবাকর জহোরী ২৩ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ৪ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৫, জয়ন্ত ভট্টাচার্য ৪৪ বল খেলে ৪ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩২ এবং রণদীপ পাল ২৮ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারি ও ১ টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে ২০ রান করেন। স্ফুলিঙ্গের পক্ষে জয়দীপ ছাড়া চিরঞ্জীৎ পাল (২/২২), শ্রীদাম পাল (২/২৮) এবং সন্দীপ তোমর (২/২৮) সফল বোলার।

আন্তঃ মেট্রিক্স দাবায় কনিষ্ক, রোহিত সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। প্রাকৃতিক দুর্যোগকে উপেক্ষা করে অনুষ্ঠিত হলো আন্তঃ মেট্রিক্স দাবা প্রতিযোগিতা। তাতে অপরাজিতভাবে প্রথম স্থান দখল করে কনিষ্ক চৌধুরি এবং রোহিত বিশ্বাস (১০৮৯)। রবিবার কৃষ্ণনগর মেট্রিক্স চেস আকাদেমির অফিসবাড়িতে হয় আসর। তাতে আগরতলা এবং উদয়পুর শাখার মোট ৩০ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলো। বৃষ্টির জন্য বিলোনিয়া ও উদয়পুর থেকে বেশ কয়েকজন দাবাড়ু অংশ নিতে পারেনি। খেলা শেষে আকাদেমির দাবাড়ুদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলো আকাদেমির গর্ব দাবাড়ু বিস্ময় বালিকা অর্শিয়া দাস। দীর্ঘক্ষণ আকাদেমির দাবাড়ুদের সঙ্গে খেলে এবং ভালো খেলতে হলে কী কী করা দরকার এর পরামর্শ দেয়। আর তাতেই উৎসাহিত হয়েছে আকাদেমির খুদে দাবাড়ুরা। এবারের আসরের লক্ষ্যণীয় বিষয় ছিলো দুই খুদে দাবাড়ু-র অংশগ্রহণ। পৌনে ৪ বছরের অয়নজিৎ নাগ এবং ৪ বছর বয়সী দিবাঙ্গী শীল সকলের আকর্ষন কেড়ে নেয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া পর্যদের যুগ্ম সচিব সরযূ চক্রবর্তী, বিশিষ্ট চিকিৎসক কংচাই চৌধুরি, বিশিষ্ট আইনজীবি বিনয় ভূষন সাহা এবং মেট্রিক্স চেস আকাদেমির পেট্রণ প্রবোধ রঞ্জন দত্ত। আসরে জুনিয়র বিভাগে ৫ রাউন্ডে পুরো ৫ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কনিষ্ক চৌধুরি। সাড়ে ৩ পয়েন্ট পেয়ে অপ্রতীম দেব দ্বিতীয়, অদ্রিত রায় ভট্টাচার্য তৃতীয়, ৩ পয়েন্ট পেয়ে রুদ্রজিৎ পাল চতুর্থ, সায়ান্স বসিস্ট পঞ্চম, আড়াই পয়েন্ট পেয়ে শ্রীজন সাহা ষষ্ঠ এবং অবান্তিকা চক্রবর্তী সপ্তম স্থান দখল করে। ওই বিভাগে ১৪ জন দাবাড়ু অংশ নিয়েছিলো। বাকি ৭ দাবাড়ুকে সান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়। সিনিয়র বিভাগে ৫ রাউন্ডে সাড়ে ৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম রোহিত বিশ্বাস (১০৮৯), ৪ পয়েন্ট পেয়ে প্রাঞ্জল দেবনাথ (১১৯৮) দ্বিতীয়, সাড়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে রুদ্র মজুমদার তৃতীয়, মেলাঘরের সিদ্ধার্থ মজুমদার চতুর্থ এবং উদয়পুরের পৃথ্বিরাজ সাহা (১০০৮) পঞ্চম স্থান দখল করে। আসরের সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ুর পুরস্কার পেয়েছে অয়নজিৎ নাগ। খেলা পরিচালনা করেন প্রবোধ রঞ্জন দত্ত। প্রতি মাসেই এমন আসর করার পরিকল্পনা নিয়েছেন আকাদেমির কোচ কিরীটী দত্ত। পাশাপাশি কোচ জানান, আকাদেমিতে এখন ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। ভর্তি হতে ইচ্ছুক দাবাড়ু এবং অভিভাবকদের আকাদেমিতে বা ৭০০৫২৯১৯৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করে ভর্তি সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে পারেন বলে কোচ জানিয়েছেন।

কুশল ওপেন টেনিসে ওড়িশার চিন্ময় অমৃতজয় ও ত্রিপুরার তুইজিলাং চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। কুশল স্মৃতি ওপেন টেনিসে ওড়িশার জয়জয়কার। অনূর্ধ ১৬ বিভাগে ত্রিপুরার তুইজিলাং চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মালঞ্চ নিবাসস্থিত রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্সে সিন্থেটিক কোর্টে অনুষ্ঠিত ১৯তম কুশল ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টে ওড়িশা দল পুরুষ ওপেন ডাবলসে নতুন চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। বৃষ্টির বাধার কারণে বিলম্বিত মেনস ওপেন ডাবলসের রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে ওড়িশার চিন্ময় প্রধান এবং অমৃতজয় মোহান্তি জুটি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অবিনাংশু বড়ঠাকুর এবং বাংলার মোঃ ফারদিনকে ৭-৬-এ কঠিন লড়াইয়ে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়। যদিও মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে বাংলা ৬-১ সেটে ওড়িশাকে হারিয়ে মোক্ষম জবাব দিয়েছে। টুর্নামেন্টে বাংলার প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন অভিনাংশু বড়ঠাকুর, অমৃতা ওহেদার এবং শিরিন আহমেদ। তিন দিনের অল ইন্ডিয়া টেনিস অ্যাসোসিয়েশন অনুমোদিত চ্যাম্পিয়নশিপ সিরিজে, ত্রিপুরার খেলোয়াড় তুইজিলাং দেববর্মা বয়েজ সিঙ্গলস অনূর্ধ ১৬ শিরোপা জিতে নিয়েছে। তুইজিলাং ফাইনাল ম্যাচে ওডিশার আহান মিশ্রকে ৬-০ ও ৬-০ সেটে হোয়াইটওয়াশ করেছেন। মেয়েদের সিঙ্গেলস অনূর্ধ ১৬ বিভাগে, বাংলার সারাহ লুইস গোমেস রাজ্যের সাথী প্রতিষ্ঠা রায়কে ৬-০ ও ৬-১ এ পরাজিত করেছেন। রাজ্য টেনিস কমপ্লেক্স, মালঞ্চা নিবাসে আজ বিকেল ৪:০০ টায় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেয়র দীপক মজুমদার, চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সন্তোষ সাহা, সিআরপিএফ ডিআইজি বিজয় কুমার, টুর্নামেন্ট ডিরেক্টর রুচির জৈন, রাজ্য টেনিস সংস্থার সভাপতি বিধান রায় প্রমুখ। রাজ্য টেনিস সংস্থার পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানানো হয়। উল্লেখ্য, মেন সিঙ্গেলস বিভাগের ফাইনাল ম্যাচ বৃষ্টির জন্য আজ অনুষ্ঠিত হয়নি। আগামীকাল সকাল সাতটায় ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে ত্রিপুরা টেনিস সংস্থার সচিব সুজিত রায় এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন।

হার্ভেকে নকআউট করে চলমান সংঘ শেষআটে

চলমান:- ১৪৫/৮(২১) হার্ভে:- ১১৭/৯(২১)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে চলমান সংঘও শেষ আটে পৌঁছল। নকআউট হতে হলো হার্ভেকে। বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচে চলমান সংঘ ২৮ রানের ব্যবধানে তপন স্মৃতি নক আউটের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। খেলা ছিল মেলাঘরের শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে। টিসিএ আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সকালের বৃষ্টিতে ম্যাচ দুপুর সোয়া একটায় শুরু হলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে একুশ করা হয়। টস জিতে হার্ভে প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিংয়ের সুবিধা পেয়ে চলমান সংঘ সীমিত ২১ ওভারে আট উইকেট হারিয়ে ১৪৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে নবজ্যোতি দেবনাথের অপরাজিত ৪৩ রান এবং ওপেনার তন্ময় দাসের ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। শেষদিকে দেবোত্তম ঘোষের অপরাজিত চৌদ্দ রান উল্লেখ করার মতো। হার্ভের তথাগত চক্রবর্তী, পৌরুষ মিশ্র ও অর্কজিৎ দাস দুটি করে এবং সুরজ সরকার ও সমীর দেববর্মা একটি করে উইকেট পেয়েছে।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে হার্ভে ৯ উইকেট হারিয়ে ১১৭ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ২১ ওভার ফুরিয়ে যায়। দলের পক্ষে পামির দেবনাথ ৩১ রান এবং প্রতীক দেববর্মা ২৬ রান পেলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। চলমান সংঘের অধিনায়ক লক্ষণ পাল ২২ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের খেতাবও পায়।

এছাড়া রাজিব সাহা ও জয়দেব দেব দুটি করে এবং কৃষ্ণধন নমঃ ও তন্ময় দাস একটি করে উইকেট পেয়েছে। উল্লেখ্য, ২৩ মার্চ তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে চলমান সংঘ খেলবে সংহতির বিরুদ্ধে।

ক্রীড়ামন্ত্রী সকাশে রাজ্য দাবা সংস্থা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। নব নিযুক্ত যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের সঙ্গে সৌজন্যমুলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছেন ত্রিপুরা চেসঅ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। রবিবার। ক্রীড়ামন্ত্রীর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য দাবা সংস্থার পক্ষ থেকে তুলে দেওয়া হয় শংসাপত্রও। ত্রিপুরা দাবা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন রাজ্য দাবা সংস্থার কর্তারা। ত্রিপুরার দাবা-র উন্নতিতে কী কী করা হচ্ছে তাও নবনিযুক্ত ক্রীড়ামন্ত্রীর সামনে তুলে ধরা হয়। ক্রীড়ামন্ত্রীও আশ্বাস দেন যাবতীয় সহযোগিতা করার। রাজ্য দাবা সংস্থার পক্ষে সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু, সচিব দীপক সাহা, যুগ্ম সচিব নির্মল দাস, কোষাধ্যক্ষ মিঠু দেবনাথ প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

ধর্মনগরে ক্রিকেট বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। হলো না ম্যাচ। মুষলধারে বৃষ্টির জন্য। ধর্মনগর মহকুমা ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত মালাবতি প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেটে।

রবিবার কলেজ স্টেডিয়ামে জিনিয়াস ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিলো পানিসাগরের। কিন্তু বৃষ্টি না কমায় ম্যাচটি হতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত দুদলকেই পয়েন্ট ভাগ করে দেওয়া হয়। আকাশের যে অবস্থা তাতে আজ ম্যাচ কীনা তা নিয়েও রয়েছে সন্দেহ। আজ মুখোমুখি হবে ও পি সি এবং এন এস সরণী।

NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT)

Hiring of I(one) "Maruti Eeco" vehicle~having. commercial registration along with driver for a period of 01 (one) year for official use in the College of Veterinary Science & A.H., R.K. Nagar, West Tripura.

E-tender is hereby invited on behalf of the Animal Resources Developme" Department, Govt. of Tripura from bonafide vehicle owner for Hiring of 1(one) "Maruti Eéco™ vehicle having commercial registration along with driver for a period of 01 (one) year for official use in the College of Veterinary Science & A.H.. R.K. Nagar, West Tripura. The details of Tender, Quantity. Specification and Tender documents are made available in the website http://tripuratenders.gov.in and www.ardd.tripura.gov.in. The last date/time of submission of the Tender documents by online is on 07/04/2023 at 03:00 PM.

All future Modification/Corrigendum, if any, shall be made available in the e-Procurement portal. So, Bidders are requested to update themselves from the e-Procurement We? portal only.

principal
College of Veterinary Sciences &A.H.
R.K.Navar- West Tripura

ICA/C-4502/23

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

ক্রীড়া মন্ত্রীকে সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। রবিবার অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের নবনিযুক্ত মন্ত্রী টিংকু রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর টিংকু রায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করল অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল রবিবার ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়ের সরকারি বাসভবনে গিয়ে তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এদিন সংবর্ধনা জ্ঞাপন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা জানান রাজ্যে দাবার প্রসার ঘটাতে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী প্রশান্ত কুন্ডু মহোদয় সঙ্গে ছিলেন জেনারেল সেক্রেটারি দীপক সাহা যুগ্ম সম্পাদক নির্মল দাস সহ-সভাপতি জয়পদ সাহা কোষাধক্ষ্য শ্রী মিঠু দেবনাথ অর্গেনাইজিং সেক্রেটারি অভিজিৎ ঘোষ এবং অফিস এক্সিকিউটিভ অনুপম ভট্টাচার্য ত্রিপুরা রাজ্যে দাবার প্রসারে এবং দাবার উন্নয়নে মন্ত্রী সর্বতোভাবে রাজ্য দাবা সংস্থাকে সহযোগিতা করবে এবং রাজ্য দাবা সংস্থাও মন্ত্রীর পরামর্শে এগিয়ে যেতে চায়।

সাবার হচ্ছে বনাঞ্চল নব্যতা হারাচ্ছে খোয়াই নদী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ।। বনদস্যুদের নিত্য তান্ডবে আঠারোমুড়ার ঘন বনাঞ্চল ন্যাড়া মাথার মতো রূপ নিচ্ছে। খোয়াই নদী নাব্যতা হারাচ্ছে এবং পাহাড় বৃষ্টির জল ধরে রাখতে পারছে না। ফলে একদার খরস্রোতা খোয়াই নদীতে বালির চর পড়ছে। আর সেই বালির চরে তৃণভূমি গজিয়ে উঠছে। নদীর গতিপথ পাল্টে যাচ্ছে। সবকিছু মিলিয়ে আগামী দিনের জন্য এক অশনি সংকেতের পদধ্বনি ঘনীভূত হচ্ছে। আঠারোমুড়া পাহাড় পূর্বে ঘন বনাঞ্চল ছিল, আর ছিল সেই বনাঞ্চলে গুল্ম জাতীয় লতানু উদ্ভিদ। কিন্তু সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে আঠারোমুড়ার ঘন বনাঞ্চল বনদস্যুর একাংশ বন কর্মীদের বগল দাবা করে ঘন বনাঞ্চল ন্যাড়া মাথার আকার ধারণ করছে। অন্যদিকে খোয়াই নদীর উৎস স্থল বনদপ্তর সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছে না। এছাড়াও মানুষজন প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে বনাঞ্চলের মূল্যবান বৃক্ষ ছেদন করে বসতি তৈরি করছে। যা বনদপ্তরের অজানার কথা না। সবকিছু জেনেশুনেও খোয়াই জেলা বনদপ্তর আঠারোমুড়া পাহাড়ে নতুন করে বন সৃজন করছে না। ফলে একদার খরস্রোতা খোয়াই নদী তার ন্যাব্যতা হারিয়ে ফেলছে। নদী গর্ভে রাশি রাশি বালির চর জমছে। ওইসব কারণে নদী তার গতিপথ আংশিক ভাবে পরিবর্তন হয়েছে। ফলে বর্ষাকালে নদীর দুই কুল ছাপিয়ে জলশ্রুতে কৃষি জমি থেকে শুরু করে বসতবাড়ি পর্যন্ত নদীগর্ভে তলিয়ে যায়। বসন্ত কালে খোয়াই নদীর এমন শুষ্কতা অশনি সংকেতের মত। কারণ এই খোয়াই নদী জলের উপর নির্ভর করতে হয় তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডের মানুষজনদের। এই নদীর উপর নির্ভর করেই তেলিয়ামুড়া শহরের লাগোয়া স্থানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরি করা হয়েছিল। খোয়াই নদীর শুষ্কতার কারনে বসন্তকাল এবং গ্রীষ্মকাল এই দুইটি ঋতুতে তেলিয়ামুড়া পৌর এলাকার মানুষজনরা প্রচন্ড জল সমস্যা ভোগ করতে হয়। তবে এলাকার বনদপ্তর যদি খোয়াই নদীর উৎস স্থল সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং আঠারোমুড়া পাহাড়ে নতুন করে বনসৃজন করে তাহলে খোয়াই নদী ফের ভরা যৌবনে পরিপূর্ণ খরস্রোতা হয়ে উঠতে পারে। এতে তেলিয়ামুড়া শহরের মানুষজনের জল সংকট অনেকটাই লাঘব হতে পারে।

তরমুজের চাহিদা পূরণ করতে আমদানি হচ্ছে বহিঃরাজ্য থেকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। গরমকালের অন্যতম সুস্বাদু রসালো ফল তরমুজ। চাহিদার তুলনায় রাজ্যে উৎপাদন কম হয় বহির রাজ্য থেকে তরমুজ আমদানি করতে হয়।

রাজ্যে তরমুজের যথেষ্ট চাকিদা রয়েছে। তরমুজের চাহিদা থাকলেও রাজ্যে উৎপাদন অনেকটাই কম। তরমুজ চাষে চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য হর্টিকালচার দপ্তর থেকে কিছু কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। সে কারণেই তরমুজ চাষের জন্য রাজ্যের মাটি উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তরমুজ চাষে দেখাচ্ছেন না অনেক চাষী। রাজ্য সরকার এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর এব্যাপারে সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এবং সার কীটনাশক সহ অন্যান্য সহযোগিতা করলে বহির রাজ্য থেকে এত বিশাল পরিমাণ তরমুজ আমদানি করার প্রয়োজন হতো না। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে এখন আর সেভাবে রাজ্যে উৎপন্ন হয় না গরমের সুস্বাদু ফল তরমুজ। উৎপন্ন না হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে যেরকম সময় মত সার না পাওয়া পাশাপাশি যে পরিশ্রম করে কৃষকরা ফলন ফলাবে সে মত দাম না পাওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কমে গেছে রাজ্যে উৎপাদনের হার। ফলে বহির রাজ্যের মুখাপে গিয়েই হয়ে থাকতে হয় তরমুজের স্বাদ আস্বাদনের জন্য। এখন আসতে শুরু করেছে বহি রাজ্য থেকে যেরকম কোচবিহার, বেঙ্গালুরু এইসব জায়গা থেকেই আসছে সুস্বাদু তরমুজ।

বারুণী স্নানে সামিল লক্ষাধিক পুণ্যার্থী জনজোয়ারে ভাসল বরাকের উভয় তির

পাঁচগ্রাম (অসম), ১৯ মার্চ (হি.স.) : প্রতিকূল আবহাওয়াকে উপেক্ষা করেই লক্ষাধিক মানুষের সমাগমে বরাকের কুম্ভ হয়েই যেন ধরা দিল বদরপুর কাটিগড়ায় বরাকের দুই পার। প্রাকৃতিক প্রতিকূলতায় মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীর শতভিষা নক্ষত্রে পুণ্যস্নান বারুণীকে কেন্দ্র করে রবিবার দিন জনজোয়ারে ভাসল বরাকের উভয় তীর বারুণী ময়দান ও কপিলাশ্রম শিববাড়ি। বিভিন্ন প্রান্তের পুণ্যার্থীরা পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে তর্পণ, অস্তিদান করলেন গোটা দিন। আট থেকে আশি সবাই শামিল হয়েছিলেন পুণ্যস্নানে। বারুণী ঘাট ও কপিলাশ্রম শিববাড়ি ঘাটে এদিন ভোর হতে না-হতেই উপচে পড়ে ভিড়। সময় বাড়ার সঙ্গে বাড়তে থাকে জনজোয়ার। একসময় বরাক নদীর উভয় তীর জনসমুদ্রের রূপ নেয়।

সুদূর অতীত থেকে এই স্নানপর্বকে ঘিরে জনজোয়ার প্রবাহিত হয় বরাকের দুই তীর অর্থাৎ কাটিগড়া বারুণী ময়দান ও ঠান্ডাপুর কপিলাশ্রম শিববাড়ি। পুণ্যার্থীদের ঢল সামাল দিতে হিমশিম খেতে হয় পুলিশ, আধা সামরিক বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে। বরাক নদীর জলস্তরও বেড়ে গিয়েছিল, তাই বারুণী স্নানকালে অঘটন ঠেকাতে বরাক নদীর উভয় পারে মোতায়েন ছিল এসডিআরএফ টিম। সমারোহ উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের সুবিধার্থে উভয় তীরে ছিল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও।যানজট এড়াতে শিলচর বদরপুর সড়কের পাঁচগ্রাম, ঠান্ডাপুর, বদরপুরঘাট, ৬ নং জাতীয় সড়কের চৌরঙ্গি, কাটিগড়ার অংশে প্রচুর পুলিশবাহিনী সক্রিয় থাকার পরও অগণিত যানবাহনের কারণে যানজট সামাল দিতে ব্যর্থ বলা যায়। যানজটের কবলে পড়ে অনেকেই ভোগান্তির শিকার হন। সন্ধ্যা ৭টা অবধি যানজটে নাকাল থাকে দুই তীরের জাতীয় সড়ক সহ গ্যামন সেতু।

রবিবার আগরতলায় বিজেপির কার্যকর্তা সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা, বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা। ছবি নিজস্ব।

৪৮ ঘন্টায় কাঞ্চনপুরে দুজনের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। দুইদিনে নিরাপত্তাবাহিনীর কর্মী সহ দুজনের রহস্য জনক মৃত্যুর ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য কাঞ্চনপুর মহকুমায়।দুটি মৃত্যুর ঘটনাই পারিবারিক কলহের জেরে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, শুক্রবার রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছে ইন্দো তিব্বত বর্ডার ফোর্সে কর্মরত এক জওয়ানের। এই ঘটনাটি ঘটেছে কাঞ্চনপুর থানাধীন মহকুমা শাসকের অফিস থেকে ঢ়িলছুড়া দুরত্বে অবস্থিত বধূপাড়া এলাকায়। হাই সিকিউরিটি জোনে জওয়ানের এই রহস্য মৃত্যুতে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। জানা গেছে মৃত জওয়ানের নাম যোসেফ রিয়াং। তার বাড়ি কাঞ্চনপুর মহকুমার আনন্দবাজার এলাকায়। শুক্রবার রাতে বধুপাড়া সড়কের পাশে জোসেফ রিয়াং নামে ওই জওয়ানকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন।পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। পুলিশ ওই জওয়ানকে উদ্ধার করে কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত জওয়ান জোসেফ রিয়াং উত্তর প্রদেশে কর্মরত।দশ দিনের ছুটি নিয়ে গত কয়েক দিন আগে আনন্দবাজারের বাড়িতে আসেন। তার শশুড় বাড়ি বধুপাড়া গ্রামে। খুব সম্ভবত গতকাল শশুর বাড়িতে এসেছিলেন।এর পরই রাতে শশুর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে বধুপাড়া রাস্তার পাশে জোসেফ রিয়াংকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। জওয়ানের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সাথে দীর্ঘ দিন ধরে পারস্পরিক সম্পর্কে ঝামেলা চলছিল। তবে কিভাবে ওই জওয়ানের মৃত্যু হলো সেই রহস্য উন্মোচনে ইতিমধ্যে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। শনিবার কাঞ্চনপুর মহকুমা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর পুলিশ মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয়। এদিকে শনিবার কাঞ্চনপুর মহকুমার দশদা এলাকায় ফের এক যুবকের লাশ উদ্ধার হয়েছে।জানা গেছে মৃত যুবকের নাম আকুল রিয়াং (২৫)।পিতা উত্তম রিয়াং। তার বাড়ি কাঞ্চনপুর থানাধীন দশদা ব্লকের অন্তরগত বৃক্ষপুর এলাকায়। শনিবার বিকালে আশাপাড়া এলাকার দেও নদির জলে ডুবন্ত অবস্থায় যুবকের দেহ উদ্ধার হয়েছে।মৃতের পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় যুবকের স্ত্রী তাকে ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে।বেশ কিছুদিন যাবত সে প্রচন্ড মানসিক চাপে ছিলো।শনিবার সকালে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়।আচমকা স্থানীয়রা যুবককে নদীর জলে পড়ে থাকতে দেখে উদ্ধার করে দশদা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে যুবকটি অতিরিক্ত নেশা করার কারনে নদী পারাপার হতে গিয়েই জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ।। তেলিয়ামুড়া রেল স্টেশন সংলগ্ন রাস্তার পাশ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক ব্যাক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছে দমকল বাহিনীর জোয়ানরা। রবিবার তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন রাস্তার পাশে পড়ে থাকা এক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করেছে দমকল বাহিনীর জোয়ানরা। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় সেখান থেকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার কাছ থেকে দুটি মোবাইল ফোন ওদ্ধার হয়েছে। তার কোন জ্ঞান না থাকায় তার নাম ঠিকানা কিছুই জানা যায়নি। দমকল বাহিনীর জোয়ানরা জানান তাদের কাছে খবর আসে তেলিয়ামুড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন রাস্তার পাশে এক ব্যক্তি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে তারা ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে অজ্ঞাত পরিচয় ওই ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে। কিভাবে এই ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোন তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে দুর্ঘটনায় ওই ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছে।

গণবন্টন ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব আরোপ খাদ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে রবিবার খাদ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে দপ্তরের নবনিযুক্ত মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন। রাজ্যে গণ বন্টন ব্যবস্থাকে আরো সুদৃঢ় করার উপর গুরুত্ব আরো করেছেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। খাদ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর রবিবার প্রথমবারের মতো খাদ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী দফতরের অধিকর্তা সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। এই পর্যালোচনা বৈঠকে খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে অবগত হন দপ্তরের মন্ত্রী। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেন রাজ্য সরকার প্রত্যেকের মধ্যে সুশাসন পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে সেক্ষেত্রে খাদ্য দপ্তরের একটা বড় ভূমিকা রয়েছে। সেই দায়িত্ব যাতে যথাযথভাবে পালন করা যায় সেজন্যই খাদ্য দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করে দিক-নির্দেশিকা নির্ধারণ করা হবে।

বিলোনিয়ায় অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৯ মার্চ।। 'যদি হও রক্তদাতা, জয় করো মানবতা', এই স্লোগানকে সামনে রেখে সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রবিবার সামাজিক সংস্থা 'গডস প্ল্যান '—এর উদ্যোগে বিলোনিয়া মহাকুমা হাসপাতালে ব্লাড ব্যাংকে আয়োজন করা হল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির।

২০১৮ সাল থেকে গুটি গুটি পায়ে পথচলা শুরু বর্তমানে কলবরে অনেকটা বেড়েছে গডস প্ল্যান সামাজিক সংস্থাটির। আজকের এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পুর পরিষদের পুরপিতা ও সংসার কার্য কর্তাগন। কর্মকর্তারা জানান এই দিন কমকরে ২৫ জন সদস্য সদস্যা স্বেচ্ছায় রক্তদান করবেন, হয়তো তা বাড়তেও পারে বলে জানা যায়। বিলোনিয়া পুর পিতা এবং সমাজ সচেতন ব্যক্তিরা এই সামাজিক সংস্থার বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন সংসার সম্পাদক শুভ্রজিৎ সাহা।

রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বজায় রাখা প্রয়োজন ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। রক্তের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা বজায় রাখা প্রয়োজন। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করতে হবে। তাহলেই রক্তের চাহিদা ও যোগানের সমতা সঠিকভাবে বজায় রাখা সম্ভব হবে। আজ আগরতলা গর্ভনমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, আগরতলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরের সূচনা করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা। রক্তদান শিবিরের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীকে আরও বেশি করে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, নির্বাচনের কারণে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে রক্তের কিছুটা স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। রাজ্যবাসীকে এজন্য রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, আগরতলা শাখা আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থাপনায় মুখ্যমন্ত্রী সন্তোষ ব্যক্ত করেন। জনসাধারণের পাশাপাশি চিকিৎসক, ওটি কর্মী সহ এজিএমসিতে কর্মরত কর্মীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে রক্তদানে এগিয়ে আসায় মুখ্যমন্ত্রী সকলকে ধন্যবাদ জানান। এদিনের রক্তদান শিবিরে স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব ডা. দেবাশিষ বসু, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের ত্রিপুরা শাখার মিশন ডিরেক্টর শুভাশিষ দাস, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. শুভাশিষ দেববর্মা, এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল ডা. সুব্রত বৈদ্য, এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডা. সঞ্জীব দেববর্মা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, আগরতলা শাখার পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ক্রিটিক্যাল কেয়ার মেডিসিন, আগরতলা শাখার সভাপতি ডা. শুভাশিষ দাম এবং সম্পাদক ডা. তুষার মজমদারও উপস্থিত ছিলেন। রক্তদান শিবিরে মোট ৬৫ জন রক্তদান করেন।

যেকোন দানই এক মহৎ কাজ। দানের মধ্য দিয়ে পুন্যার্জনের ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করে। কিন্তু রক্তদানের বিকল্প নেই। এই দানের নিচে সব কিছু। রক্ত ছাড়া মানুষের বাঁচা অসম্ভব। তাই রক্তদানের অপর নাম জীবনদান। আজ আইজিএম হাসপাতালের নার্সিং ইনস্টিটিউটে গেজেটেড অফিসার্স সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রক্তদানের চাইতে বড় কোন দান হতে পারেনা। কিছুদিন আগে রাজ্যে রক্তের সংকট পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা থেকে শুরু করে স্কুল, অফিস সর্বক্ষেত্রে স্বেচ্ছা রক্তদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই রক্তদান শিবিরগুলির মাধ্যমেই ত্রিপুরা রক্ত সংকটের সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। ইতিমধ্যেই ইতিবাচক সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটাই হল আজকের ত্রিপুরা প্রক'ত চিত্র। ত্রিপুরায় সকল অংশের মানুষের মধ্যে ভ্রাত'ত্ববোধ ও সমাজের জন্য কিছু করার মানসিকতা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী ডা. সাহা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কথা উল্লেখ করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখনই ত্রিপুরার মানুষের কাছে কিছু আহ্বান রেখেছেন ত্রিপুরাবাসী সবাই মিলে সেই ডাকে সাড়া দিয়েছে। তার প্রমাণ পেয়েছে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকারের অসামান্য অবদানের মাধ্যমে। তিনি আরও বলেন, গেজেটেড অফিসার্স সংস্থা বিভিন্নভাবে সমাজের জন্য কাজ করে চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আজকের রক্তদান শিবিরে যারা রক্তদান করেছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গেজেটেড অফিসার্স সংঘের সভাপতি তপন দাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সমাজসেবী রাজীব ভ-াচার্য। উপস্থিত ছিলেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক দেবাশিষ রায়।

গন্ডাছড়ায় মিলেট ডে উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। গোটা বিশ্ব ,দেশ এবং রাজ্যের সাথে তাল মিলিয়ে গন্ডাছড়া মহকুমা কৃষি দপ্তরের উদ্যোগেও শনিবার ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেট ডে উদযাপন করা হয়। গন্ডাছড়া রথপাড়া কৃষক বন্ধু কেন্দ্রে প্রচুর সংখ্যক কৃষক ভাইবোনদের উপস্থিতিতে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মিলেট ডে উদযাপন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন গন্ডাছড়া মহকুমা কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চন্দ্র কুমার রিয়াং, এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ক্ষত্রজয় রিয়াং সহ দপ্তরের অন্যান্য কর্মীরা। সেখানে কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চন্দ্র কুমার রিয়াং ইন্টারন্যাশনাল ইয়ার অফ মিলেট ডে''র গুরুত্ব তুলে ধরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এদিন দানাশস্য উৎপাদনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য কৃষকদের প্রতি আহবান জানানো হয়।

মাধ্যমিকের প্রশ্নপত্র ফাঁস, নতুন করে ফের পরীক্ষা গ্রহণের দাবি বিডিএফ-এর

শিলচর (অসম), ১৯ মার্চ (হি.স.) : অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সেবা) পরিচালিত এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার সমস্ত বিষয়ের প্রশ্নপত্রই ফাঁস হয়েছে বলে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ পরীক্ষা বাতিল করে আবার নতুনভাবে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে বরাক ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (বিডিএফ)।

রবিবার এক প্রেস বার্তায় বিডিএফ-এর মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জয়দীপ ভট্টাচার্য বলেন, বিজ্ঞান ও এমআইএল পরীক্ষা ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে। কিন্তু যে সব পরীক্ষা হয়ে গেছে সে সবের প্রশ্নপত্রও ফাঁস হয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর আসছে। তাই গোটা প্রক্রিয়াই সন্দেহের আবর্তে। তিনি বলেন, ইতিমধ্যে ধেমাজি থেকে জনৈক পরীক্ষার্থী অঙ্ক পরীক্ষার প্রশ্ন অগ্রিম পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া আসাম পুলিশের কনস্টেবল শচীন দলৈ জোর দিয়ে বলছেন, সমাজবিজ্ঞান সহ অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নপত্র পেয়েছেন বা তাঁকে অগ্রিম পাঠানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাই পরীক্ষার্থীদের প্রতি সুবিচার করতে হলে গোটা পরীক্ষা আবার নতুনভাবে নেওয়া জরুরি।জয়দীপ বলেন, এ সবের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও সেবা কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ দায়ী। তিনি বলেন, সমগ্র অসম এবং বিশেষত বরাক উপত্যকার যে সব ছাত্রছাত্রী দিনরাত পরিশ্রম করে এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, সরকারের এই দায়িত্বহীনতা তাঁদের প্রেরণা, মনোবল ও উদ্যমকে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। বলেন, এ ধরনের অপদার্থতা ক্ষমার অযোগ্য। এতে জাতীয় স্তরে রাজ্যের বদনাম হচ্ছে। তাই সমগ্র ঘটনার দায়ভার নিয়ে অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে, দাবি তুলেছে বিডিএফ। একইভাবে সেবা-র বর্তমান চেয়ারম্যান রমেশ জৈনকেও অবিলম্বে এই পদ থেকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন তিনি।বিডিএফ মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক প্রেসবার্তায় আরও বলেন, এবারের পরীক্ষা সেবা কর্তৃক যেভাবে পরিচালিত হয়েছে তাতে সেবা পরিচালিত পূর্ববর্তী তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির নিয়োগ পরীক্ষা নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। ওই সব পরীক্ষার প্রশ্নপত্রও যে অগ্রিম ফাঁস হয়নি সে নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না। তাই সেবা পরিচালিত পূর্ববর্তী নিয়োগ পরীক্ষা নিয়ে অবিলম্বে সিবিআই তদন্ত করানো উচিত বলে মনে করেন তিনি।

বিডিএফ-র আরও এক আহ্বায়ক খাইদেম কান্ত সিং বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সমগ্র ঘটনার জন্য কতিপয় শিক্ষককে দায়ী করছেন বা কোনও চক্রান্তের কথা বলছেন তা আসলে নিজেদের দোষ আড়াল করার স্বার্থে। যদি শিক্ষকদেরই সবকিছুর জন্য জবাবদিহি করতে হয় তবে সেবা তথা শিক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব কী? তা-হলে এ সবের জন্য জনগণের টাকা অপচয় করার দরকারই বা কী? এ সব উঠিয়ে দিলেই হয়।তিনি বলেন, এ সব ছেদো যুক্তি দিয়ে জনগণকে ভোলানো যাবে না।

কুশারঘাট তরুন সংঘের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠীত হয় জেলা ভিত্তিক ইয়ুথ নেইবারহুড পার্লামেন্ট অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ মার্চ।। শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার কুশারঘাট এলাকায় তরুন সংঘ ক্লাবের উদ্দ্যোগে প্রতিনিয়ত নানান কর্মসূচী করাহয়। এই ক্লাব বিগত দিনে রক্তদান, লোকজনদের আর্থিক দিকদিয়ে সাবলম্বীহিসাবে গরে তুলতে বিভিন্নপ্রকারের প্রশিক্ষন প্রদান, অসহায় গরীব লোকজনদের মেয়ের বিয়ে সাহায্য ও গরীব লোকজনদের চিকিৎসা পরিষেবায় সাহায্যের হাত বারিয়ে দেওয়ার মতো বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচী করেযাচ্ছে। এরইমধ্যে রবিবার কুশারঘাট এলাকায় তরুন সংঘের উদ্দ্যোগে জেলা ভিত্তিক ইয়ুথ নেইবারহুড পার্লামেন্ট অনুষ্ঠানের আয়োজন করাহয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া। উদ্বোধকের পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নমঃ, ভাইস চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, বাইখোড়া ইস্কন পরিচালিত জগন্নাথ জিউ মন্দিরের প্রভুজী করুনেশ্বর মাধবদাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী চাথই মগ, তরুন সংঘের প্রেসিডেন্ট প্রানজিব সরকার সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা। আজকের এই অনুষ্ঠানে বক্তব্যরাখতেগিয়ে মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া জানান যুব সমাজকে সঠিকদিশায় নিয়ে আসতে ক্লাবকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করতেহবে। সে সকল যুবকরা নেশায় আশক্তহয়ে উল্টোপথে চলছে তাদেরকে বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যরা সঠিকদিশায় নিয়ে আসলে তবেই উন্নয়ন সম্ভবহবে। মন্ত্রী তরুন সংঘক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচীর কথা জানতেপারেন ও ক্লাবের এইধরনের কর্মসূচীর জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি আগামীদিনে ক্লাবের কাজে সাহায্যের হাত বারিয়ে দেওয়ার পতিশ্রুতি দেন। তরুন সংঘ ক্লাবের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নকল সাংসদ উপস্থাপন করাহয়। আজকের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্রকরে অনুষ্ঠানমঞ্চে উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।